



নৌপরিক্রমা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

www.navy.mil.bd

Vol 36 ■ Issue 04 ■ October 2020 ৩৬ বর্ষ ■ ৪র্থ সংখ্যা ■ অক্টোবর ২০২০

নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রায় মাইলফলক
একসাথে পাঁচ জাহাজ
কমিশনিং করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মুজিব জন্মশতবর্ষে নৌবাহিনীর শ্রদ্ধার্থ্য
করোনা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গৌরবান্বিত পথচলা
বাংলাদেশ নৌবাহিনী: আধুনিক বাহিনী গঠনে মানসম্মত প্রশিক্ষণ

নৌপরিক্রমা এ সংখ্যায় থাকছে

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন আরো দক্ষ
ও ভারসাম্যপূর্ণ ত্রিমাত্রিক শক্তিসম্পন্ন
বাহিনী। এই অগ্রযাত্রার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ
রাখতে প্রয়োজন সমসাময়িক
কলাকৌশল ও তথ্যাভিত্তিক একটি
মুখপত্র, যা হতে পারে সম্মিলিত
প্রেরণার অংশ। আর সে লক্ষ্যেই ক্রমশ
পাল্টে যাচ্ছে আমাদের প্রিয়
নৌপরিক্রমা। উন্নত ও সমৃদ্ধ
নৌপরিক্রমার প্রয়োজনে, আমরা আরো
বহুদূর এগোবার প্রত্যাশায় আপনার
সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করছি।

উদ্‌যাপন



১৬

মুজিব জন্মশতবর্ষে নৌবাহিনীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার, তিনি জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ২০২০ সালে আমরা
পালন করেছি এই মহান নেতার জন্মশতবার্ষিকী। এই
বিশেষক্ষণটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০২০ সালের
১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত
সময়কে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ
সরকার। একই সাথে মুজিববর্ষকে আন্তর্জাতিকভাবে
পালন করছে ইউনেস্কো। বাংলাদেশ নৌবাহিনী সকল
নৌঅঞ্চলে বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও আয়োজনের
মধ্য দিয়ে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন করে জাতির পিতাকে
শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

নাবিক হৃদয়ে



৩২

গৌরবে-সৌরভে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পথচলা

১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল বাংলাদেশের সেনাবাহিনী,
নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী পূর্বকার একত্রিত অবস্থান
থেকে স্বতন্ত্র এবং আলাদাভাবে আত্মপ্রকাশ এবং পূর্ণাঙ্গ
বাহিনীরূপে পুনর্গঠিত হয়। ক্যাপ্টেন নুরুল হক প্রথম
বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন। ৬
নভেম্বর ১৯৭৩ সত্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফেরত
ক্যাপ্টেন মুশাররফ হুসেন খানকে অ্যাডহক ভিত্তিতে
বাহিনী প্রধানের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। সময়ের
আবর্তনে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ সুযোগ্য নেতৃত্ব,
সকলের কঠোর পরিশ্রম, আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং
সহযোগিতায় স্বল্পসময়েই এক সম্মানজনক অবস্থানে
এসেছে।





প্রধান রচনা নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রায় মাইলফলক একসাথে পাঁচ জাহাজের কমিশনিং

সম্পাদকীয় ■ ০৪

শীর্ষ সংবাদ ■ ০৫

নৌবাহিনীর প্রধান সংবাদ

শুধাচার ■ ১৫

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

জনস্বার্থে নৌবাহিনী ■ ১৮

জাতীয় জীবনে নৌবাহিনীর কল্যাণ তৎপরতার খবর

নৌশক্তি দেশে দেশে ■ ২৮

আন্তর্জাতিক নৌবাহিনী ও নৌবিষয়ক সংবাদ

সমুদ্রে দুর্জয় ■ ৩৬

দেশের জলসীমার নিরাপত্তায় মহড়া ও প্রশিক্ষণ সংবাদ

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৩৯

নৌঅঞ্চলের নিয়মিত সংবাদ

উন্নয়ন পরিক্রমা ■ ৪০

নৌবাহিনীর চলমান অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদির উন্নয়ন সংবাদ

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৪১

বৃহত্তর নৌপরিবার কেন্দ্রিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও আনুষঙ্গিক চর্চার খবর

নৌপরিবার পরিক্রমা ■ ৪৩

নৌপরিবার কল্যাণ সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আয়োজনের খবর

৪৭

ঐতিহাসিক নৌযুদ্ধ

ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও জয়-পরাজয় নির্ধারণী লড়াই হিসেবে বিবেচনা করা হয় ১৯১৪ সালের ৮ ডিসেম্বর ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে সংঘটিত নৌযুদ্ধকে। দক্ষিণ আটলান্টিকের অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দুর্গম অঞ্চলে মুখোমুখি হয়েছিল মিত্রপক্ষের ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি এবং অক্ষপক্ষের প্রধান স্তম্ভ ইমপেরিয়াল জার্মান নেভি। এ যুদ্ধকে পুরনো আমলের নৌযুদ্ধের শেষ নির্দর্শনও বলে থাকেন ইতিহাসবিদরা। দুই পক্ষে কেবল জাহাজ এবং নাবিক, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মধ্য দিয়ে নির্ধারণ হয়েছিল জয়-পরাজয়। এর কিছু দিন পর থেকেই নৌবাহিনীতে যুদ্ধ হয় বোমারু বিমান, সাবমেরিন, আভারওয়াটার মাইন ইত্যাদি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।



দেশের বিশাল সমুদ্রসীমায়-পানির তলায় কিংবা ওপরে অথবা এর আকাশে যেকোনো ধরনের বিপদ মোকাবিলায় সবসময় প্রস্তুত বাংলাদেশ নৌবাহিনী। প্রস্তুত থাকতে হয় অবৈধ তৎপরতা, যেমন জলদস্যুতা কিংবা ভিনদেশি কারো অবৈধ মাছশিকার প্রতিরোধে। এর জন্য একটি আধুনিক সক্ষমতাসম্পন্ন নৌবাহিনীর বিকল্প নেই। নৌবাহিনীর যে অবকাঠামো গড়ে তোলা হয় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে, সেই বিকাশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাতে সর্বশেষ সংযোজন পাঁচ জাহাজ-তিনটি আধুনিক যুদ্ধজাহাজ ও দুটি জরিপ জাহাজ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একসাথে জাহাজগুলো কমিশনিং করেন।

০৯

বিশেষ রচনা



১৯

করোনা ও দুর্যোগ মোকাবিলা: অগ্রগামী বাংলাদেশ নৌবাহিনী

বর্তমান পৃথিবীতে এক মহাদুর্যোগের নাম করোনাভাইরাস সৃষ্ট মহামারি কোভিড-১৯। ২০২০ সালের প্রথমার্ধে পুরো বিশ্বই একযোগে থমকে গিয়েছিল, স্ববির হয়ে পড়েছিল মানুষের সকল কর্মকাণ্ড। মার্চে বাংলাদেশে করোনা-সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ার পরপরই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনা ও দুর্যোগ মোকাবিলাকে যুদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। করোনা দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীও সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী উপকূলীয় জেলাসমূহসহ নৌঅঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম ও খাদ্যসহায়তা পরিচালনা করছে।

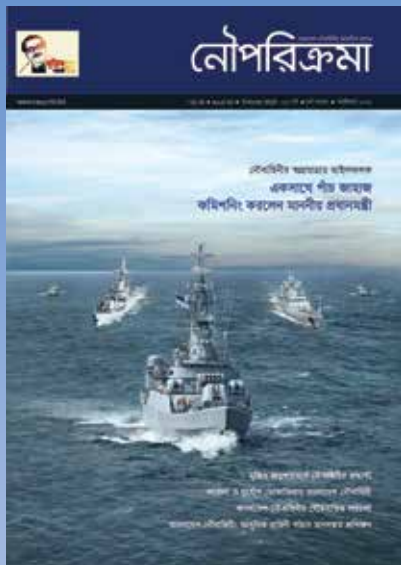
বিশেষ রচনা



২২

বাংলাদেশ নৌবাহিনী: আধুনিক বাহিনী গঠনে মানসম্মত প্রশিক্ষণ

আধুনিক যুদ্ধসরঞ্জাম পরিচালনা ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নৌসদস্যদের সক্ষম করে গড়ে তুলতে সকল প্রশিক্ষণ স্কুলের আধুনিকায়নসহ টেলে সাজানো হয়েছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। বৃদ্ধি করা হয়েছে নৌসদস্যদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ। বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে চালু করা হয়েছে উন্নত প্রশিক্ষণ সুবিধাসংবলিত আন্তর্জাতিক মানের সুবিশাল বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স। বানৌজা ঈসা খান এ পূর্বের ছোট ছোট প্রশিক্ষণ স্কুলগুলো ভেঙে তৈরি করা হয়েছে আধুনিক ও দৃষ্টিভঙ্গি ট্রেনিং কমপ্লেক্স। খুলনা নৌঅঞ্চলে নির্মাণ করা হয়েছে ব্যারাক সুবিধাসংবলিত নেটস্ মাস্টিপারপাস ভবন ও সোলামা ট্রেনিং কমপ্লেক্স।



উপদেষ্টা

রিয়্যার এডমিরাল এম আবু আশরাফ
বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি

প্রধান সম্পাদক

কমডোর মীর এরশাদ আলী, (জি), এনপিপি, এনডিসি,
পিএসসি, বিএন

सम्पादक

ইঃ গেঃ কমান্ডার বরুণ কুমার সরকার, বিএন

સહકારી સમ્પાદક

ইঃ লেঃ কমান্ডার এস এম বাদিউজ্জামান, বিএন

सम्पादना सहकारी

এম জালাল উদ্দিন, এনপিপি, চিফআরইএ
রাসেল রানা, পিও (রাইটার)
মোঃ শাহিনুর রহমান, এলএমই

আঞ্চলিক প্রতিনিধি

ঢাকা নৌঅঞ্চল: ইং লেং কমান্ডার এম মণ্ডির রহমান, বিএন
চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল: লেং রাফিয়া তাসনিম, (এস), বিএন
খুলনা নৌঅঞ্চল: ইং লেং কমান্ডার এম কুতুব উদ্দিন, বিএন
কমান্ডার বিএন ফ্রিট: লেং কমান্ডার ফারজানা সরকার তান্না, (ই), বিএন
কমান্ডার ফ্রান্সিনা ওয়েস্ট: লেং কমান্ডার বিলকিস আহমেদ, (ই), বিএন
বিএন ডকইয়ার্ড: লেং মেং সাবির সাঈদী, (এস), বিএন
কমসোয়াডস: লেং আরাফাত হোসাইন, (এক্স), বিএন
কম্যান্ড: লেং কমান্ডার মোঃ গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, (এক্স), বিএন
বাল্যানেশ নেভাল একাডেমি: ইং লেং এম আজমুল্লুর রহমান, বিএন
বালোজা শহীদ ময়োজ্ঞান: ইং লেং মাইনামা বিবিতো মাহফিজ, বিএন

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

নৌপরিক্রমা, নৌগোয়েন্দা পরিদপ্তর, নৌসদর, বনানী,
ঢাকা-১২১৩

ইমেইল: dninauporikroma@gmail.com
ওয়েব: www.navy.mil.bd

কনটেন্ট পরিকল্পনা, রচনা, পরিমার্জনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা

ENLIGHTEN | VIBES

বাডি-৪, সড়ক-৭/বি, সেক্টর-৩

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

ফোন: +৮৮০২৪৮৯৫৬৭৪৮

ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

একসাথে পাঁচ জাহাজের কমিশনিংয়ের মধ্য দিয়ে মুজিববর্ষে
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্ষমতায় যুক্ত হলো আরেকটি মাইলফলক

বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এক গৌরবের নাম। আধুনিক, সক্ষম এবং ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত, জাতিসংঘের হয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বহির্বিশ্বে ও যার ব্যস্ত পদচারণা প্রতিনিয়ত আমাদের জন্য সক্ষম বয়ে আনছে। এ যেন শূন্য থেকে শিখরে অভিগমন! একটি দক্ষ, শক্তিশালী ও যুগোপযোগী নৌবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুগোপযোগী ও ভারত থেকে পাঁচটি আধুনিক রণতরী সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি নৌবাহিনীর বৃহত্তম প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানোজা দ্বীপ খান কমিশনিং করেন এবং নৌবাহিনীকে ‘নেভাল এনসাইন’ প্রদান করেন। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সমুদ্রসম্পদ রক্ষায় নৌবাহিনীর গুরুত্ব অনুধাবন করেই জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে ‘টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জেনস অ্যাক্ট’ প্রণয়ন করেন। তারপর শুধু এগিয়ে চলার গল্প।

নৌবাহিনীর যে অবকাঠামো গড়ে তোলা হয় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে, সেই বিকাশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে তার সূচ্যোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমান সরকারের সময়কালে ব্যাপক আধুনিকায়ন এবং উন্নয়ন ঘটে চলেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে। এ সময়ে সাবমেরিন সংযোজনের মাধ্যমে এক ত্রিমাত্রিক শক্তিতে রূপান্তর ঘটেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর। পাশাপাশি সংগ্রহ করা হয়েছে সর্বোচ্চ সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ, গড়ে তোলা হয়েছে হেলিকপ্টার ও টহল বিমানসমৃদ্ধ নেভাল অভিযেশন। এতে সর্বশেষ সংযোজন পাঁচটি জাহাজ। এগুলো হলো দুটি আধুনিক ফ্রিগেট বানৌজা ‘ওমর ফারুক’ ও ‘আবু উবাইদাহ’, একটি করভেট যুদ্ধজাহাজ ‘প্রত্যাশা’ এবং দুটি জরিপ জাহাজ বানৌজা ‘দর্শক’ ও ‘তন্মাসী’। ৫ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও টেলিকনফারেন্সের (ভিটিসি) মাধ্যমে জাহাজগুলোকে নৌবাহিনীতে কমিশনিং করেন। এর মধ্য দিয়ে জাহাজগুলো নৌবাহিনীতে আনুষ্ঠানিকভাবে অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করে। একসাথে পাঁচ জাহাজের কমিশনিংয়ের মধ্য দিয়ে মুজিববর্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তার সক্ষমতায় আরেকটি মাইলফলক অর্জন করল। প্রধান রচনায় রয়েছে বিস্তারিত।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নৌসদস্যদের সক্ষম করে তুলতে প্রশিক্ষণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নৌসদস্যের আধুনিক যুদ্ধসরঞ্জাম পরিচালনায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ করে তৈরি করা হয়েছে। ঢেলে সাজানো হয়েছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। বৃদ্ধি করা হয়েছে নৌসদস্যদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ। বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে চালু করা হয়েছে উন্নত প্রশিক্ষণ সুবিধাসংবলিত আন্তর্জাতিক মানের সুবিশাল বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স। বানোজা ঈসা খান এ পূর্বের ছোট ছোট প্রশিক্ষণ স্কুলগুলো ভেঙে তৈরি করা হয়েছে আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন ট্রেনিং কমপ্লেক্স। খুলনা নৌঅঞ্চলে নির্মাণ করা হয়েছে ব্যারাক সুবিধাসংবলিত নেটস মাল্টিপারপাস ভবন ও সোলাম ট্রেনিং কমপ্লেক্স। এতে বছরে প্রায় ৭ হাজার নাবিকের আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মান উন্নয়নে গঠন করা হয়েছে নেভি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড-ন্যাটডক। যা প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন পলিসি ও ডকট্রিন প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও মনিটরিংসহ বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ সমন্বয়ের মাধ্যমে নৌবাহিনীতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলবে। একই সাথে বিভিন্ন কন্ট্রোল এবং মনিটরিং সিস্টেম এর আধুনিকায়ন, নতুনভাবে নকশা প্রণয়নসহ জটিল ও গবেষণাধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্প্রতি আরো সক্ষম হয়ে উঠেছে সিএনআরডি। একইভাবে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সমুদ্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে নৌবাহিনীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিটাইম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিমরাড)। সর্বোপরি অনন্য প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে নৌসদস্যদের সুদক্ষ করে তুলতে নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আদ্যোপান্ত থাকছে বিশেষ রচনায়।

প্রিয় পাঠক, মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের নৌ-কমান্ডোদের যে ত্যাগ ও অর্জন, তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে একটি মর্যাদাপূর্ণ পথচলা অব্যাহত রেখেছে নৌবাহিনী। এ গৌরবময় পথচলার বিশেষ কিছ্ মহত্বই তলে ধরা হয়েছে নাবিক হৃদয়ে বিভাগের বিশেষ প্রতিবেদনে।

নৌপরিক্রমার পথপরিক্রমায় আমাদের সাথে থাকুন। প্রকাশনা সম্পর্কে আপনাদের যেকোনো মতামত আমাদের পথচলায় উৎসাহ জোগাবে। সকলের জন্য শুভকামনা।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী নির্বাচনী পর্ষদ-২০২০ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন



সশস্ত্র বাহিনী নির্বাচনী পর্ষদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৭ সেপ্টেম্বর 'সশস্ত্র বাহিনী নির্বাচনী পর্ষদ-২০২০' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান স্ব-স্ব বাহিনীর সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এ নির্বাচনী পর্ষদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ, নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল এবং বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত স্ব-স্ব সদর দপ্তর থেকে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুক্ত হন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সশস্ত্র বাহিনীর পদোন্নতি পর্ষদের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুক্ত হন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদোন্নতির জন্য অফিসারদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস, পেশাগত দক্ষতা, নেতৃত্বের গুণাবলি, শৃঙ্খলার মান, সততা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য এবং সর্বোপরি নিযুক্তিগত উপযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করতে নির্বাচনী পর্ষদকে উপদেশ দেন। তিনি বলেন, “সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়

আমাদের সশস্ত্র বাহিনী আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আধুনিক ও সুদক্ষ বাহিনী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং নৌবাহিনীকে একটি মর্যাদাশীল ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে পরিণত করা সম্ভবপর হয়েছে। নৌবাহিনীর কর্মকর্তাগণ দেশের সুবিশাল সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যে ভূমিকা পালন করছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসার দাবিদার।” তিনি আরো বলেন, “কর্তব্যপরায়ণ, যোগ্য এবং স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ নৌ-কর্মকর্তাগণকে নৌবাহিনীর নেতৃত্বদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।” চৌকস ও পেশাদারিত্ব অর্জনের মাধ্যমে নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা এ বাহিনীকে আরো সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন এবং ভবিষ্যৎ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এ নির্বাচনী পর্ষদের মাধ্যমে নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন হতে কমডোর, কমান্ডার হতে ক্যাপ্টেন ও লে. কমান্ডার হতে কমান্ডার পদবিতে পদোন্নতির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত এ পর্ষদের মাধ্যমে সেনা, নৌ এবং বিমানবাহিনীর ভবিষ্যৎ জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য মেধাবী, যোগ্য ও দক্ষ অফিসারগণ সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে পদোন্নতি পাবেন। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর উপস্থিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে পৃথকভাবে মত বিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা-বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস উপস্থিত ছিলেন। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লে. জেনারেল মো. মাহফুজুর রহমান অনুষ্ঠান সম্বলনা করেন।

জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ আগস্ট যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সব নৌঅঞ্চলে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে নৌঅঞ্চলের মসজিদসমূহে খতমে কোরআন এবং বাদ জোহর বিশেষ মোনাজাত ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহে নৌসদস্যগণ কালো ব্যাজ ধারণ করেন এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। দিবসটি উপলক্ষে স্ব-স্ব ঘাঁটির বিনোদনক্ষেত্র সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর জীবনী নির্ভর ‘সোনালী দিনগুলো’ ও ‘আমাদের স্বাধীনতা কী করে হলো’ শিরোনামে বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র এবং জাতির পিতার সাড়ে তিন বছর শাসনামলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করা হয়।

৭ সেপ্টেম্বর 'সশস্ত্র বাহিনী নির্বাচনী পর্ষদ-২০২০' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান স্ব-স্ব বাহিনীর সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এ নির্বাচনী পর্ষদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদোন্নতির জন্য অফিসারদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস, গণতন্ত্র রক্ষায় দৃঢ় প্রত্যয়, পেশাগত দক্ষতা, নেতৃত্বের গুণাবলি, শৃঙ্খলার মান, সততা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য এবং সর্বোপরি নিযুক্তিগত উপযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করতে নির্বাচনী পর্ষদকে উপদেশ দেন।

কর্মকর্তা ও নাবিকদের সাথে নৌপ্রধানের মতবিনিময়



নৌবাহিনী প্রধান
এডমিরাল এম শাহীন
ইকবাল, এনবিপি,
এনইউপি, এনডিসি,
এএফডব্লিউসি,
পিএসসি সকল
নৌঅঞ্চলের
সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও
নাবিকদের সাথে মত
বিনিময় করেন।
উক্ত মতবিনিময়
সভায় নৌপ্রধান
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ
বিষয় সম্পর্কে
দিকনির্দেশনা প্রদান
করেন।

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি সকল নৌঅঞ্চলের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও নাবিকদের সাথে মত বিনিময় করেন। উক্ত মতবিনিময় সভায় নৌপ্রধান বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি নৌবাহিনীর অপারেশনাল, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি ও বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা ও নাবিকদের সাথে মত বিনিময় করেন। তিনি নৌসদস্যদের সততা, ন্যায্যপারায়ণতা, কর্তব্যবোধ, নিষ্ঠা, পেশাগত দক্ষতা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, একতা, কর্মক্ষেত্রে সম্প্রীতি, আন্তঃবাহিনী ও অসামরিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে সকল স্তরের কর্মকর্তা, জেসিও এবং নাবিকেরা বিভিন্ন বিষয়ে নৌপ্রধানকে অবহিত করেন। ৭ অক্টোবর ঢাকা নৌঅঞ্চলের বানৌজা শেখ মুজিব খাঁটির বেলম্যান হ্যাঙ্গারে, ২৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের বানৌজা ঈসা খান হ্যাঙ্গারে ও ১৩ অক্টোবর খুলনা নৌঅঞ্চলের বানৌজা তিতুমীর ওয়ার্ডরুম ব্যাংকুয়েট হল ও এরিয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সে সকল নৌসদস্যের সাথে মত বিনিময় করেন। এছাড়া ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ নৌবাহিনী প্রধান বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম খাঁটিস্থ ড্রিলশেডে মত বিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে নৌবাহিনী প্রধান চলমান কোভিড-১৯ রোধকল্পে করণীয়সহ বিভিন্ন

গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। করোনা পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিয়ে দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনে সবাইকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, সঠিক নেতৃত্বের ওপর নৌবাহিনীর সার্বিক অগ্রযাত্রা, উন্নতি ও ভাবমূর্তি নির্ভর করে। একজন আদর্শ নৌসদস্য হিসেবে অত্মপ্রকাশ এবং সকলের নিকট অনুকরণীয় হয়ে ওঠার জন্য তিনি সততা, ন্যায্যপারায়ণতা, কর্তব্যবোধ, নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা,

নিয়মানুবর্তিতার সাথে দায়িত্ব পালনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেন।

তিনি বলেন, নৌসদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে জাহাজ/খাঁটির রুটিন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি স্ব-উদ্যোগে অন্যান্য দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রতি সচেতন হতে হবে। কাজের যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে ন্যায্যবিচার প্রতিষ্ঠা, জুনিয়রদের যথাযথ নির্দেশনা প্রদান, মোটিভেশন এবং ব্যক্তিগত সমস্যাসমূহ সমাধানের ব্যবস্থা করে অপরাধ প্রবণতাহ্রাস করা আমাদের সকলের একান্ত দায়িত্ব। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার

প্রশ্নোত্তর পর্বে সকল স্তরের কর্মকর্তা, জেসিও এবং নাবিকেরা বিভিন্ন বিষয়ে নৌপ্রধানকে অবহিত করেন





মতবিনিময় সভায় নৌসদস্যদের শৃঙ্খলা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, নিষ্ঠা এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন নৌবাহিনী প্রধান

আদেশ মেনে চলার পাশাপাশি কোনোক্রমেই যেন চেইন অব কমান্ড লঙ্ঘন না হয় সেদিকে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করলে তা সুফল বয়ে নিয়ে আসে। তিনি করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি মানার পাশাপাশি শারীরিকভাবে যোগ্য থাকতে শরীরচর্চা ও খেলাধুলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন।

তিনি নৌসদস্যদের ধর্মচর্চা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ মেনে সকলকে সৎপথে চলার উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, নিজ নিজ ধর্মচর্চা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া ভুল

ধর্মচর্চার মাধ্যমে কনিষ্ঠ নাবিক এবং পরিবারের সদস্যগণ যেন বিপদগামী না হয়, সেদিকে নজর রাখার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি মাদকাসক্তি ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডে কোনো প্রকার ছাড় না দেয়ার বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি সচেতনতার সাথে নিজেদের এবং পরিবারের সদস্যদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি নৌসদস্যদের দাম্পত্য জীবনের বন্ধনকে অটুট রাখতে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং পরিবারের কর্তব্যব্যক্তি হিসেবে নিজেকে

বেশির ভাগ ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিশেষে নৌবাহিনী প্রধান বলেন, নৌবাহিনী আমার, আপনার এবং আমাদের সকলের। তিনি সকলকে যার যার অবস্থান থেকে একযোগে নৌবাহিনী তথা দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান এবং নৌবাহিনীর বর্তমান প্রগতির ধারাকে অব্যাহত রেখে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, নৌসদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে জাহাজ/ঘাঁটির রুটিন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি স্ব-উদ্যোগে অন্যান্য দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রতি সচেতন হতে হবে। কাজের যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, জুনিয়রদের যথাযথ নির্দেশনা প্রদান, মোটিভেশন এবং ব্যক্তিগত সমস্যাসমূহ সমাধানের ব্যবস্থা করে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করা আমাদের সকলের একান্ত দায়িত্ব।

মতবিনিময়কালে নৌপ্রধান নৌসদস্যদের যার যার অবস্থান থেকে নৌবাহিনী তথা দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান



ভূমধ্যসাগরের
লেবাননে
মাল্টিনিয়াশনাল
মেরিটাইম
টাস্কফোর্সের
আওতায় জাতিসংঘ
শান্তিরক্ষা মিশনে
সফলভাবে দায়িত্ব
পালন শেষে দেশে
ফিরেছে নৌবাহিনীর
যুদ্ধজাহাজ 'বিজয়'।
২৫ অক্টোবর
জাহাজটি চট্টগ্রাম
নেভাল জেটিতে
আগমনকালে
আনুষ্ঠানিকভাবে
স্বাগত জানান
নৌবাহিনী প্রধান
এডমিরাল এম শাহীন
ইকবাল, এনবিপি,
এনইউপি, এনডিসি,
এএফডব্লিউসি,
পিএসসি।



জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন শেষে সফলভাবে 'বানৌজা বিজয়' চট্টগ্রাম নেভাল জেটিতে আগমন করায় নৌবাহিনী প্রধান সকল নৌসদস্যকে অভিনন্দন জানান

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সফলভাবে দায়িত্ব পালন শেষে বানৌজা বিজয়ের দেশে প্রত্যাবর্তন

ভূমধ্যসাগরের লেবাননে মাল্টিনিয়াশনাল মেরিটাইম টাস্কফোর্সের আওতায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সফলভাবে দায়িত্ব পালন শেষে দেশে ফিরেছে নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ 'বিজয়'। ২৫ অক্টোবর জাহাজটি চট্টগ্রাম নেভাল জেটিতে আগমনকালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। নৌবাহিনী প্রধান জাহাজে উপস্থিত সকল কর্মকর্তা ও নাবিককে সফলভাবে মিশন সমাপ্তের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। জাহাজটি দেশে প্রত্যাবর্তনের শুভক্ষণে উপস্থিত হতে পেরে উপস্থিত কর্মকর্তা ও নাবিকদের উদ্দেশে নৌবাহিনী প্রধান আনন্দ প্রকাশ করেন। বিগত প্রায় ৩০ মাস যাবৎ বানৌজা বিজয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও নাবিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিশ্ব শান্তিরক্ষায় সারা বিশ্বে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সম্মান ও সুনাম বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

তিনি জানান, ৪ আগস্ট বৈরুত বন্দরে বিস্ফোরণের ঘটনায় জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং নৌসদস্যদের আহত হওয়ার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর নেন। সেই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাহাজের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা এবং নৌসদস্যদের সুচিকিৎসার ক্ষেত্রে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন এবং নিয়মিত খবরা-খবর রাখেন। আহত এবং জাহাজের জনমালের ক্ষয়ক্ষতির কথা বিবেচনা করে নৌপ্রধানের নির্দেশে দ্রুততম সময়ে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সামগ্রীসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি দল লেবাননে

পাঠানো হয়। সকলের সুস্থতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জাহাজের প্রয়োজনীয় মেরামত শেষে নিরাপদে জাহাজটি দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য নৌপ্রধান জাহাজের প্রতিটি সদস্যের অসীম সাহস, উদ্যম এবং পেশাদারিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সফলভাবে দেশে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তার ওপর ন্যস্ত যেকোনো দায়িত্ব পালনের চ্যালেঞ্জ পেশাদারিত্বের সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম বলে প্রমাণিত হলো বলে নৌপ্রধান মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, কোভিড পরিস্থিতিতে পরিবার তথা দেশবাসীর সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে এবং কর্তব্যের প্রতি একনিষ্ঠতার কারণে অনেক নৌসদস্য ছুটিতে আসতে পারেননি। তাদের এই ত্যাগ, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কারণেই বানৌজা বিজয়ের একজন সদস্যও করোনায় আক্রান্ত হনি বলে তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে জাহাজটি ২০১৭ সালের ১ ডিসেম্বর লেবাননে যায়। যোগদানের পর থেকে জাহাজটি লেবাননের জলসীমায় মেরিটাইম ইন্টারডিকশন অপারেশন, সন্দেহজনক জাহাজ ও এয়ারক্রাফটের ওপর নজরদারি, দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজে উদ্ধার তৎপরতা এবং লেবাননের নৌবাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছিল। লেবাননে অবস্থানকালে বিগত তিন বছরে জাহাজটিতে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৩৩০ জন সদস্য অত্যন্ত দক্ষতা, পেশাদারিত্ব, আন্তরিকতা ও শৃঙ্খলার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। জাহাজটি আন্তর্জাতিক মেরিটাইম টাস্কফোর্সের অধীনে উন্নত বিশ্বের অন্যান্য দেশের জাহাজসমূহের সাথে নিয়মিত শান্তিটহল ও বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এতে অন্যান্য দেশের নৌবাহিনী সম্পর্কে ধারণা লাভের পাশাপাশি ঐ সকল জাহাজের সাথে সমুদ্রমহড়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাহাজের কর্মকর্তা ও নাবিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া জাহাজটি ভূমধ্যসাগরে সাফল্যের সাথে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সফলভাবে দায়িত্ব পালন শেষে দেশে ফেরার পর বানৌজা বিজয়ের ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন নৌবাহিনী প্রধান



নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রায় মাইলফলক একসাথে পাঁচ জাহাজের কমিশনিং করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গোপসাগরে সুবিশাল এলাকার মালিকানা আমাদের। এই সাগরে বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকারের সুরক্ষা ও প্রয়োগের অভিভাবক বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ঘড়ির কাঁটা ধরে নিয়ত এই সমুদ্র পাহারা দিয়ে রাখতে হয়। দেশের স্বলভাগের প্রায় সমআয়তনের এই সমুদ্রসীমা। সমুদ্রপৃষ্ঠ, তলদেশ কিংবা এর আকাশে যেকোনো ধরনের বিপদ মোকাবিলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকে নৌবাহিনী।

সমুদ্র সম্ভাবনাময় এই দেশে নৌবাহিনীর গুরুত্বের বিষয়টি সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন দূরদর্শী নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে কারণে স্বাধীনতার প্রথম ইশতেহার ১৯৬৬ সালের ছয় দফায় বাংলার মানুষের জন্য একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের প্রথম দাবি উত্থাপন করেছিলেন তিনিই। তার স্বপ্নের নৌসেনারা একাঙরের মুক্তিযুদ্ধে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়ে বিজয় তুরান্বিত করেছে। স্বাধীনতা এসেছে। নতুন দেশ গড়ার পথে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দাঁড় করাতে শুরু থেকেই সর্বোচ্চ মাত্রায় সচেষ্ট হয়েছেন তিনি। সমুদ্রের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি ১৯৭৪ সালে ‘টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস্ অ্যাক্ট’ প্রণয়ন করেন।

নৌবাহিনীর যে অবকাঠামো গড়ে তোলা হয় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে, সেই বিকাশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন তার সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমান সরকারের সময়কালে ব্যাপক আধুনিকায়ন এবং উন্নয়ন ঘটে চলেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে।

এ সময়ে সাবমেরিন সংযোজনের মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক শক্তিতে রূপান্তর ঘটেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর। পাশাপাশি সংগ্রহ করা হয়েছে সর্বোচ্চ সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ, গড়ে তোলা হয়েছে হেলিকপ্টার ও টহল বিমানসমৃদ্ধ নেভাল এভিয়েশন। এতে সর্বশেষ সংযোজন তিনটি আধুনিক যুদ্ধজাহাজ ও দুটি জরিপ জাহাজ। একসাথে পাঁচ জাহাজের কমিশনিংয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তার সক্ষমতায় আরেকটি মাইলফলক অর্জন করল।



ভিটিসি এর মাধ্যমে পাঁচ জাহাজের কমিশনিং অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



গণভবনে নৌবাহিনীতে সংযোজিত যুদ্ধজাহাজসমূহের মডেল পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের জলসীমা সুরক্ষায় নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে নৌবহরে সংযোজিত হয়েছে পাঁচটি আধুনিক যুদ্ধজাহাজ। এগুলো হলো বানৌজা ‘ওমর ফারুক’, ‘আবু উবাইদাহ’, একটি করভেট যুদ্ধজাহাজ ‘প্রত্যাশা’ এবং দুটি জরিপ জাহাজ বানৌজা ‘দর্শক’ ও ‘তল্লাশী’। ৫ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও টেলিকনফারেন্সের (ভিটিসি) মাধ্যমে জাহাজগুলোকে নৌবাহিনীতে কমিশনিং করেন। এর মধ্য দিয়ে যুদ্ধজাহাজসমূহ নৌবাহিনীতে আনুষ্ঠানিকভাবে অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করে। এর আগে চট্টগ্রামে বানৌজা ঈসা খান নৌজেটিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি জাহাজগুলোর অধিনায়কদের হাতে কমিশনিং ফরমান তুলে দেন এবং নৌবাহিনীর রীতি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে নামফলক উন্মোচন করেন। কমিশনিং অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে চট্টগ্রাম নৌজেটিতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ সামরিক ও অসামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কমিশনিং অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নৌবাহিনীকে একটি আধুনিক শক্তিশালী ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে রূপান্তরে বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আধুনিক নৌবাহিনী গড়ার স্বপ্নকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সদ্য সংযোজিত হওয়া এ জাহাজসমূহ নৌবহরে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দেশের জলসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সমুদ্রসম্পদের সুরক্ষায় দায়িত্ব পালনে ‘ফোর্সেস গোল-২০৩০’ এর আলোকে নৌবহরে সংযুক্ত হলো এ পাঁচটি আধুনিক যুদ্ধজাহাজ। নৌবহরে সংযোজিত যুদ্ধজাহাজসমূহ শত্রু

ভিটিসির মাধ্যমে যুদ্ধজাহাজসমূহের নামফলক উন্মোচন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা





ভিটিসির মাধ্যমে যুদ্ধজাহাজসমূহের কমিশনিংয়ের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নৌবাহিনী প্রধান

বিমান, জাহাজ এবং স্থাপনায় আঘাত হানতে সক্ষম। এছাড়া জাহাজগুলো আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন কামান, ভূমি থেকে আকাশে এবং ভূমি থেকে ভূমিতে উৎক্ষেপণযোগ্য মিসাইল, অত্যাধুনিক থ্রিডি র‍্যাডার, ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম, র‍্যাডারজ্যামিং সিস্টেমসহ বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধসরঞ্জামাদিতে সুসজ্জিত। জাহাজসমূহে হেলিকপ্টার অবতরণ ও উড্ডয়নের জন্য রয়েছে ডেক ল্যান্ডিং সুবিধা। গভীর সমুদ্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী মোতায়েনযোগ্য এ জাহাজসমূহের মাধ্যমে বিশাল সমুদ্র এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান ও জলদস্যুতা রোধ, সমুদ্রে উদ্ধার তৎপরতা, ব্লু-ইকোনমির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনাসহ মৎস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার পাশাপাশি তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বরাদ্দকৃত ব্লকসমূহের অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অপরিসীম প্রজ্ঞায় প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তি করে বাংলাদেশ অর্জন করেছে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত সমুদ্র এলাকা। এই বিশাল সমুদ্রসীমায় আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্লু-ইকোনমি বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী পরিকল্পনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় দেশ এবং সশস্ত্র বাহিনীর অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হয়েছে ৬টি আধুনিক ফ্রিগেট, ৬টি করভেট, ৪টি লার্জ প্যাট্রোল

ক্রাফট, ৫টি প্যাট্রোল ক্রাফটসহ সর্বমোট ৩১টি যুদ্ধজাহাজ। যুক্ত হয়েছে নেভাল এভিয়েশন এবং বিশেষায়িত বাহিনী সোয়াডস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসীম দূরদর্শিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ত্রিমাত্রিক

সক্ষমতা অর্জনের অংশ হিসেবে সংযোজিত হয়েছে সাবমেরিন। সাবমেরিন আর্মের ঐতিহাসিক সংযোজন বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে অনন্য সম্মানে ভূষিত করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কমিশনিং শেষে কর্মকর্তা ও নাবিকদের জাহাজে আরোহণ



নতুন সংযোজিত ফ্রিগেট বানৌজা ‘ওমর ফারুক’ ও ‘আবু উবাইদাহ’



চীনের সাংহাইয়ের সেনজিয়া শিপইয়ার্ডে নির্মিত দুটি ফ্রিগেট ‘ওমর ফারুক’ ও ‘আবু উবাইদাহ’
১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়

ইসলামের চার বিশিষ্ট খলিফার নামে নৌবাহিনীর চারটি ফ্রিগেটের নামকরণ করা হয়। ১৯৭৬ সালে বানৌজা আবু বকর, ওমর ফারুক, আলী হায়দার এবং ১৯৯৪ সালে বানৌজা ওসমান নৌবহরে যুক্ত হয়। সুদীর্ঘ ৩৯ বছর সার্ভিস দিয়ে বানৌজা ওমর ফারুক ২০১৫ সালে ডিকমিশন করা হয়। খলিফাদের নামানুসারে এবং বানৌজা ওমর ফারুকের সুদীর্ঘ সার্ভিসকে স্মরণে রেখে নতুন ফ্রিগেট বানৌজা ওমর ফারুক ও আবু উবাইদাহ কমিশন করা হয়।

গণচীনে নির্মিত দুটি ফ্রিগেট ওমর ফারুক ও আবু উবাইদাহ গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ সাংহাইয়ের সেনজিয়া শিপইয়ার্ডে ঐতিহ্যবাহী রীতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তৎকালীন সহকারী নৌপ্রধান (পার্সোনেল) রিয়ার এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল (বর্তমান নৌবাহিনী প্রধান) এবং চীনের নৌবাহিনীর ইস্টার্ন ফ্লিটের ডেপুটি কমান্ড্যান্ট রিয়ার এডমিরাল বাই ইয়াওপিংসহ দুই দেশের নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ সামরিক-অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ৯ জানুয়ারি জাহাজ দুটি চীন থেকে মোংলা নেভাল জেটিতে এসে পৌঁছায়। এ সময় খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাহাজ দুটিকে স্বাগত জানান। জাহাজ দুটির আগমন উপলক্ষে নেভাল জেটিতে নৌবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা ও নাবিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বানৌজা ওমর ফারুক এবং বানৌজা আবু উবাইদাহ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোজিত নতুন দুটি মাল্টিমিশন মিসাইল ফ্রিগেট। জাহাজ দুটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সারফেস, সাব সারফেস এবং অ্যান্টি এয়ার সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে। জাহাজ দুটির দৈর্ঘ্য ১১২ মিটার, প্রস্থ ১২.৪ মিটার, ড্রাফট ৫.৪ মিটার, ডিসপ্লেসমেন্ট ২,০৭০ টন, রেঞ্জ ৩,৫০০ নটিক্যাল মাইল। অত্যাধুনিক এ জাহাজ দুটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২৬.৫ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম।



আধুনিক দুটি ফ্রিগেট বানৌজা ‘ওমর ফারুক’ ও
‘বানৌজা আবু উবাইদাহ’ এর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে
আনুষ্ঠানিকভাবে সংযোজিত হয়

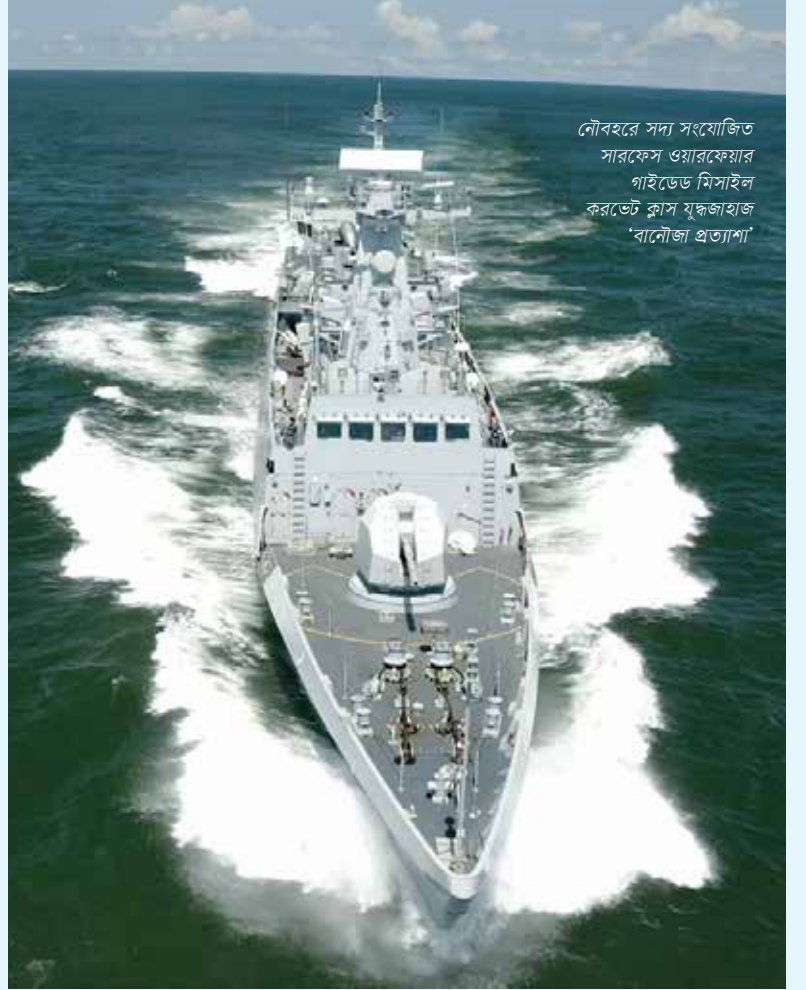
করভেট ‘বানৌজা প্রত্যাশা’

জাতি গঠনে বাঙালি সভাকে বাস্তবে রূপ দিতে এবং বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের নাম ছড়িয়ে দিতে বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন এদেশের আপামর জনগণকে নিয়ে। স্বাধীনতার লালিত স্বপ্নকে বৃকে নিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রত্যাশাকে বাংলার মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত করতে ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে ডাক দিয়েছিলেন মরণপণ লড়াইয়ের। জাতির পিতার সেই আকুতি আর প্রত্যাশার সংগ্রামী জীবনকে চির ভাস্বর করে রাখতে নতুন আরো একটি যুদ্ধজাহাজের নাম রাখা হয় বানৌজা প্রত্যাশা।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোজিত নতুন করভেট ক্লাস বানৌজা প্রত্যাশা। চীনের উচং শিপবিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন এটি নির্মাণ করে। ৯ আগস্ট ২০১৬ সালে জাহাজটির কিল লেইং অনুষ্ঠিত হয়। এ জাহাজটি ২ বছর ৯ মাস নির্মাণকাজ শেষে ২৮ মার্চ ২০১৯ চীনের ঐতিহ্যবাহী রীতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করে।

গণচীনে নির্মিত বাংলাদেশ নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজ বানৌজা প্রত্যাশা গত ১২ এপ্রিল ২০১৯ চীনের সাংহাই বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে চীনের ইয়ানতিয়ান বন্দর এবং মালয়েশিয়ার কেলাং বন্দর হয়ে প্রায় ৮ হাজার কিলোমিটার সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে ২৭ এপ্রিল ২০১৯ চট্টগ্রাম নেভাল জেটিতে এসে পৌঁছায়। এ সময় তৎকালীন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আবু আশরাফ, বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাহাজটিকে স্বাগত জানান। জাহাজটির আগমন উপলক্ষে নেভাল জেটিতে নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও বিপুল সংখ্যক নাবিক উপস্থিত ছিলেন।

বানৌজা প্রত্যাশা সারফেস ওয়ারফেয়ার গাইডেড মিসাইল করভেট ক্লাস যুদ্ধজাহাজ। জাহাজটির দৈর্ঘ্য ৯০ মিটার, প্রস্থ ১১.১৪ মিটার, ড্রাফট ৩.২৬ মিটার, ডিসপ্লেসমেন্ট স্বাভাবিক ১ হাজার ৩৩০ টন ও সর্বোচ্চ ১ হাজার ৪৩৫ টন। অত্যাধুনিক এ করভেট ক্লাস জাহাজটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২৫ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম।



নৌবহরে সদ্য সংযোজিত
সারফেস ওয়ারফেয়ার
গাইডেড মিসাইল
করভেট ক্লাস যুদ্ধজাহাজ
‘বানৌজা প্রত্যাশা’

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সদ্য সংযোজিত আধুনিক করভেট ক্লাস যুদ্ধজাহাজ ‘বানৌজা প্রত্যাশা’ এবং দুটি জরিপ জাহাজ বানৌজা ‘দর্শক’ ও ‘তল্লাশী’





খুলনা শিপইয়ার্ডে নিজস্ব
প্রযুক্তিতে তৈরি
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর
নতুন জরিপ জাহাজ
'বানোজা তল্লাশী'

‘নির্মাতা নৌবাহিনী’র জরিপ জাহাজ বানোজা ‘দর্শক’ ও ‘তল্লাশী’

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিজস্ব প্রযুক্তিতে জাহাজ নির্মাণ সক্ষমতায় আরো একটি মাইলফলক যুক্ত করল খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত আধুনিক দুটি জরিপ জাহাজ বানোজা ‘দর্শক’ ও ‘তল্লাশী’। বানোজা দর্শক এবং বানোজা তল্লাশী খুলনা শিপইয়ার্ডে লিমিটেডে নির্মিত দুটি হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ জাহাজ। জাহাজ দুটি খুলনা শিপইয়ার্ডে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ কিল লে করা হয়। দীর্ঘ ২ বছর ২ মাস নির্মাণ কাজ শেষে চলতি বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক শাখা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আজ একটি সুপরিচিত নাম। সমুদ্রসীমায় জরিপকার্য ছাড়াও তারা নিজেরা আজ সমুদ্রে নিরাপদ চলাচলের জন্য চার্ট তৈরি করছে এবং বিদেশে রপ্তানি করছে। এই কাজের জন্য জরিপ জাহাজ অপরিহার্য। পূর্বের হাইড্রোগ্রাফিক জাহাজ দর্শক ও তল্লাশীর সার্ভিসকে স্বীকৃতি দিতে এবং কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশে নির্মিত বানোজা ‘দর্শক’ ও ‘তল্লাশী’ নামে নতুন দুটি জরিপ জাহাজ কমিশনিং করা হয়।

জাহাজ দুটির সংযোজন বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক এবং ভূসম্পদ-সংক্রান্ত জরিপ পরিচালনা আরো বেগবান করবে। এছাড়া দেশের উপকূলীয় এলাকায় সকল ধরনের হাইড্রোগ্রাফিক এবং ওশেনোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার সক্ষমতা রয়েছে এ জাহাজ দুটির। জাহাজ দুটির প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৩২.৭৮ মিটার, প্রস্থ ৮.৪০ মিটার, ড্রাফট ১.৬ মিটার এবং ডিসপ্লেসমেন্ট ১০৬ টন। জাহাজ দুটি সর্বোচ্চ ১৪ নটিক্যাল মাইল গতিতে চলতে সক্ষম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী পদক্ষেপে মাত্র কয়েক বছর আগে বিশাল সমুদ্র এলাকার ওপর একচ্ছত্র মালিকানা অর্জন করেছে এই দেশ। আর একই সাথে এই বিশাল জলরাশির সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নৌবাহিনীর দায়িত্বও বেড়ে গেছে বহুলাংশে। এই দায়িত্ব নির্বাহে পালনে একটি আধুনিক ও সমৃদ্ধ নৌবাহিনীর বিকল্প নেই। আনন্দের কথা আমরা সেই পথেই এগিয়ে যাচ্ছি দ্রুতগতিতে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিজস্ব
প্রযুক্তিতে খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত
জরিপ জাহাজ ‘বানোজা দর্শক’





জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় নৈতিকতা কমিটির সভায় সহকারী নৌপ্রধান (লজিস্টিকস)

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি সমৃদ্ধশালী উন্নত দেশ হওয়ার পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আর এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সকল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। আর সুশাসন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন শুদ্ধাচার। শুদ্ধাচার ছাড়া দুর্নীতিমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। তাই বর্তমান সরকার সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ও আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর জন্য প্রণয়ন করা হয় সামরিক শুদ্ধাচার কর্মকৌশল পরিকল্পনা।

সামরিক পেশা অত্যন্ত পুরাতন এবং বিশ্বের প্রতিটি দেশেই তাদের নিজস্ব সামরিক বাহিনী সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন। সামরিক সদস্যদের আচার-আচরণ, শিষ্টাচার, শৃঙ্খলা এবং উৎসর্গই তাদেরকে এ মর্যাদায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। যুগ যুগ ধরে সামরিক সদস্যগণ যে সকল নিয়ম-কানুন, রীতি-রেওয়াজ ও ঐতিহ্য অনুশীলন করে আসছে, সেটাই সামরিক শিষ্টাচার বা সার্ভিস কাস্টমস রূপে সামরিক পরিমণ্ডলে পরিচিত। এ সকল শিষ্টাচার সার্বজনীন এবং বিশ্বের প্রতিটি নৌবাহিনীতে অনুসৃত। বর্তমান সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণীত হয় ২০১৪ সালে এবং বাস্তবায়ন হয় ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে। এ প্রেক্ষিতে সহকারী নৌপ্রধান (লজিস্টিকস)-এর সভাপতিত্বে নৌবাহিনীর শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি ২০১৫ থেকে ২০২০ পর্যন্ত নিয়মিত সভা আয়োজন করে। একইভাবে আঞ্চলিক পর্যায়ে নৌবাহিনীর ঘাঁটিগুলোতে পৃথক পৃথক গঠিত কমিটি কর্তৃক নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত

হচ্ছে। শুদ্ধাচার হচ্ছে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ। এর দ্বারা সমাজের বিভিন্ন নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যকে বোঝায়। আর ব্যক্তিপর্যায়ে বোঝায় তার কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততাকে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অন্যতম অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত। এই কৌশলটির অনুসরণ ও বাস্তবায়ন সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

নৌবাহিনীতে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

নৌবাহিনীতে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পারিবারিক মূল্যবোধ, অবক্ষয় রোধে করণীয়, জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে করণীয়, খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে করণীয়, অগ্নিনির্বাপণ ও ভূমিকম্প প্রতিরোধে করণীয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভূত চর্চার অনুশীলন ও নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে নৌ-সদস্যদের অপরিহার্য গুণাবলি, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান, সামরিক পরিমণ্ডলে সামাজিক আচার-আচরণ সংক্রান্ত তথ্যসংবলিত 'সামরিক শুদ্ধাচার: নৌ সদস্যদের আচরণবিধি' নামক একটি হ্যান্ডবুক প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া নৌবাহিনীর সামরিক জনবলের পাশাপাশি বেসামরিক জনবলের কর্মজীবন উন্নয়ন, আচরণ-বিষয়ক দিকনির্দেশনা প্রদান, পোশাক-পরিচ্ছদ, সামরিক পরিমণ্ডলে তাদের দায়-দায়িত্ব ও রীতি-নীতি বিষয়ক সম্যক ধারণার জন্য 'নৌবাহিনীর বেসামরিক সদস্যদের কোড অব কন্ডাক্ট' নামক একটি হ্যান্ডবুক প্রণয়ন করা হয়েছে; যা নৌবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে প্রতীয়মান।

নৌবাহিনীতে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নৌবাহিনীর প্রতিটি জাহাজ/ঘাঁটিতে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, মাদকদ্রব্য সেবন ইত্যাদি রোধকল্পে করণীয় বিষয়ে নিয়মিতভাবে সিও'স ও ডিও'স টক আয়োজন করাসহ বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে মোটিভেশনাল লেকচার, সেমিনার, ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হচ্ছে। উপরোক্ত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কার্যকরভাবে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে শুদ্ধাচার চর্চার অংশ হিসেবে সরকারের জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৫ অনুযায়ী সরকারের সকল দপ্তর/সংস্থায় ই-ফাইলিং ও ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের নির্দেশনা অনুযায়ী নৌবাহিনীতে অফিস অটোমেশন সফটওয়্যার চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে করোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রভাব আমাদের দেশের ওপরও এসে পড়েছে। ইতিমধ্যে সরকারের নির্দেশনায় নৌবাহিনীর কন্টিনজেন্টসমূহ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছে। পাশাপাশি প্রতিটি নৌঅঞ্চলের জাহাজ ও ঘাঁটিতে কার্যকরী বিভিন্ন উদ্যোগসহ সেখানে নিয়োজিত নৌ-সদস্যরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে শুদ্ধাচার চর্চা সর্বস্তরে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। নৈতিকতা এবং সততা দ্বারা পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান শুদ্ধাচারের একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। নৌবাহিনীর নিয়োগ ও মৌলিক প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে পেশাগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার ফলে এই প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক মূল্যবোধ, চেইন অব কমান্ড, জাতীয় চেতনা, দেশপ্রেম ও নৈতিকতা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রথমবারের মতো শুদ্ধাচার চর্চায় প্রগোদনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন পদবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতার ওপর ভিত্তি করে প্রগোদনামূলক পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্তদের এ সফলতা, ব্যক্তি এবং চাকরিজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে শুদ্ধাচার চর্চাকে আরো অর্থবহ ও তাৎপর্যময় করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সেই সাথে নৌ-সদস্যগণ নিজ দায়িত্বের প্রতি আরো বেশি যত্নবান ও কর্তব্যের প্রতি সচেতন হবেন। একইভাবে তাদের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যরা সততা ও নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবেন। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যেমন লাভবান হবে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্র উপকৃত হবে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাতীয় শুদ্ধাচার চর্চায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে সামরিক ৭০ জন কর্মকর্তা ও ৬৬ নাবিক এবং অসামরিক ২৬ জনসহ সর্বমোট ১৬২ জন সদস্যকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী
বছরব্যাপী যথাযোগ্য
মর্যাদার সাথে
উদ্যাপনের অংশ
হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশ সরকারের
নির্দেশনা অনুযায়ী সারা
দেশে এক কোটি ফলদ,
বনজ ও ঔষধি গাছ
রোপণের উদ্যোগ গ্রহণ
করা হয়েছে। এ
উপলক্ষে নৌবাহিনীর
উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু স্মারক
বিশেষ বৃক্ষরোপণ
অভিযান-২০২০' সম্পন্ন
হয়েছে।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে বানৌজা হাজী মহসীন অডিটোরিয়ামে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়

মুজিব জন্মশতবর্ষে নৌবাহিনীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তিনি। স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার, তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ২০২০ সালে আমরা পালন করেছি এই মহান নেতার জন্মশতবার্ষিকী। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী আমাদের জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ। এই বিশেষ ক্ষণটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ সরকার। যথাযোগ্য মর্যাদায় সমগ্র জাতি পালন করছে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ। একই সাথে মুজিববর্ষকে আন্তর্জাতিকভাবে পালন করছে ইউনেস্কো। মুজিববর্ষ উদ্যাপনের জন্য দেশব্যাপী সামরিক ও অসামরিক সর্বপরিসরে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীও সকল নৌঅঞ্চলে বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও আয়োজনের মধ্য দিয়ে মুজিববর্ষ উদ্যাপন করে জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

ঢাকা নৌঅঞ্চল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এরই ধারাবাহিকতায় নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকার উদ্যোগে ৪ সেপ্টেম্বর নৌসদরের মসজিদ, কলোনি মসজিদ এবং হাজী মহসীন মসজিদে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে খতমে কোরআন, বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল নৌসদস্য অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা এর তত্ত্বাবধানে বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ অভিযান অনুষ্ঠিত হয়।

৫ সেপ্টেম্বর বানৌজা হাজী মহসীন অডিটোরিয়ামে ও বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির বেলম্যান হ্যাঙ্গারে আলোচনা অনুষ্ঠান ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রামাণ্যচিত্র ও আলোচনা অনুষ্ঠানে ঘাঁটির সর্বস্তরের অফিসার ও নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীর ওপর বিশেষ আলোচনা করা হয়। ২০ সেপ্টেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গরিব, দুস্থ ও অসহায়দের মাঝে নৌ-প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকার তত্ত্বাবধানে কুর্মিটোলা হাইস্কুল মাঠসংলগ্ন অসামরিক এলাকায় বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির উদ্যোগে ৩০০ প্যাকেট ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ৩০ জুন চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ও কমান্ডার বিএন ফ্লিটের আয়োজনে 'বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২০' অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের অধীন সকল ঘাঁটিসমূহে বৃক্ষরোপণ করা হয়। এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কমান্ডার বিএন ফ্লিটের পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু স্মারক বিশেষ বৃক্ষরোপণ অভিযান' কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৬ জুলাই বানৌজা প্রত্যয় সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ৫০০টি ফলদ ও বনজ গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করে। অপরদিকে বানৌজা অপরাডেজ ১৬ জুলাই কুতুবদিয়া দ্বীপে



‘বঙ্গবন্ধু স্মারক’ বিশেষ বৃক্ষরোপণ অভিযানে কমান্ডার বিএন ফ্লিটের উদ্যোগে গাছের চারা রোপণ করা হয়

১০০টি গাছের চারা রোপণ ও স্থানীয় জনগণের মাঝে বিতরণ করে। এ সময় বৃক্ষরোপণ অভিযান কর্মসূচিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কমান্ডার চট্টগ্রাম নেভাল এরিয়ার তত্ত্বাবধানে জাহাজ ও ঘাঁটিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে কুইজ প্রতিযোগিতা, বই পড়া এবং এরিয়ার সকল মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

খুলনা নৌঅঞ্চল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের অংশ হিসেবে ১২ সেপ্টেম্বর খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ও ওপর বিশেষ আলোচনা ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সকল কর্মকর্তা ও নাবিক অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দরিদ্র, অসহায় ও অসুস্থ লোকজনের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়ার তত্ত্বাবধানে বানৌজা তিতুমীরের অধিনায়ক কর্তৃক ঘাঁটির পার্শ্ববর্তী এলাকার ৪৪০টি অসহায় পরিবারের মাঝে শাড়ি, খি-পিস ও লুঙ্গি বিতরণ করা হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর বিএসও খুলনার উদ্যোগে নগরীর দৌলতপুর, নিউমার্কেট, শিববাড়ির মোড়, রেলওয়ে স্টেশন ও ময়লাপোতা এলাকায় এবং বানৌজা মোংলা ঘাঁটির পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৩০০ অসহায় পরিবারের মাঝে চাল, ডাল,

তেল, মুড়ি ও গুড় বিতরণ করা হয়। এর আগে মুজিববর্ষ উপলক্ষে মৎস্য চাষ কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্কুল অব লজিস্টিকস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (সোলাম)-এর পুকুরে মৎস্য চাষের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উপলক্ষে ২৭ জুলাই সোলামের পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করে মৎস্য চাষ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ঘাঁটির অধিনায়ক। ‘এছাড়া খুলনা নৌঅঞ্চলের অধীন সকল ঘাঁটিসমূহে বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

২৩ সেপ্টেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে

ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড নারায়ণগঞ্জ ‘বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীনতা’ শীর্ষক বিষয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় তিনটি বয়সভিত্তিক গ্রুপে সর্বমোট ৪০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গ্রুপভিত্তিক যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকারীদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রাইজবন্ড, মেডেল ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন। এছাড়া চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেড ও খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের উদ্যোগে মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

বই পড়া ও কুইজ প্রতিযোগিতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে ১০ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত কমান্ডার বিএন ফ্লিটের সকল জাহাজ ও ফ্লিট হেডকোয়ার্টারের সকল অফিসার এবং নাবিকগণের মাঝে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও কর্মকাণ্ডের ওপর বই পড়ার আয়োজন করা হয়। ২৭ ও ২৮ জুলাই ভিটিসির মাধ্যমে বই পড়া ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কমান্ডার বিএন ফ্লিট উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় গোলাপী দল (বানৌজা স্বাধীনতা ও প্রত্যয়) প্রথম স্থান হওয়ার গৌরব অর্জন করে। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বছরব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও কর্ম নিয়ে বই পড়া ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এ প্রেক্ষিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ঘাঁটি/জাহাজসমূহের কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণার্থী ও নাবিকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে খুলনা নৌঅঞ্চলে হতদরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী





সমুদ্র টহলে থাকাকালীন অবৈধ জাল ও নৌকা আটক করে নৌবাহিনী

মরহুম আব্দুল খালেক (অব.) বীর বিক্রম এর পরিবারকে সহায়তা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে অবসরপ্রাপ্ত নৌসদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আব্দুল খালেক বীর বিক্রমের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে। ২৬ আগস্ট আর্থিক সহায়তা হিসেবে তার স্ত্রীর হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। তিনি দীর্ঘদিন বার্ষিক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। ৩০ জুলাই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। মরহুম আব্দুল খালেক বীর বিক্রম রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ইউনিয়নে চাপাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১ জুন ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদান এবং ১৯৬৯ সালে স্বেচ্ছায় অবসরে যান। মুক্তিযুদ্ধে এ বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার প্রেমতলী ইউনিয়নে খেতুর গ্রামে হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প ধ্বংস করার সময় শত্রুপক্ষের বুলেট বৃকে লেগে আঘাতপ্রাপ্ত হন। মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার অবসরপ্রাপ্ত নৌসদস্য মরহুম আব্দুল খালেককে বীর

বিক্রম উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর মৃত্যুতে নৌবাহিনী গভীর শ্রদ্ধা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে।

অবৈধ জাল ও নৌকা আটক

বানৌজা শাপলা ২ ও ৩ জুলাই সমুদ্র টহলে থাকাকালীন গভীর সমুদ্র থেকে ৮ লক্ষ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল এবং ৪৬ জন জেলেসহ ৯টি কাঠের নৌকা আটক করে, যার আনুমানিক মূল্য ১৩ কোটি ৬৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা। এছাড়া ১৯ ও ২০ জুলাই বানৌজা অদম্য সমুদ্রে অভিযান চালিয়ে ৩৪ হাজার ৫০০ মিটার বেহুন্দি জাল এবং ১৪৩ জন জেলেসহ ১১টি কাঠের নৌকা আটক করে, যার আনুমানিক মূল্য ২ কোটি ৮৯ লাখ ৬২ হাজার টাকা। উদ্ধারকৃত জাল পরবর্তীতে নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং আটককৃত জেলেদের নৌকাসহ পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া আগস্ট মাসের বিভিন্ন সময়ে বানৌজা শাপলা, অতন্দ্র, সুরভী, যমুনা ও নির্মল গভীর সমুদ্রে অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ৫১ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল এবং ১৪৭টি ইন্টারাইন সেট ব্যাগ নেট (ইএসবিএন), ১০৮টি টং জাল উদ্ধার করে। যার আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৯০ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। সেপ্টেম্বর মাসের বিভিন্ন

সময়ে বানৌজা শাপলা, যমুনা, সুরভী, সুরমা ও বানৌজা সহায়কের অ্যান্টি স্মাগলিং সেল অভিযান চালিয়ে ৩৭ লাখ ৮৮ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও ৮টি ইন্টারাইন সেট ব্যাগ নেট (ইএসবিএন) জব্দ করে। যার আনুমানিক মূল্য ১৩ কোটি ১২ লাখ ৯৬ হাজার টাকা।

বিএন হেলিকপ্টারের পেশেন্ট ইভাকুয়েশন

১৬ আগস্ট বিএন হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ভাসানচর থেকে গুরুতর অসুস্থ

অবস্থায় একজন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে জরুরি ভিত্তিতে চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হয়। এছাড়া ৩১ আগস্ট বিএন এমপিএ (মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট) এসএসইপিতে (স্পেশাল সি এন্টারসাইজ প্রোগ্রাম) অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন জাহাজের সাথে সমন্বয় করে এসএজিইএক্স অ্যাড এম এয়ার স্ট্রাইক এন্টারসাইজে অংশগ্রহণ করে।

ভাসানচর থেকে গুরুতর অসুস্থ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে বিএন হেলিকপ্টারযোগে চট্টগ্রামে স্থানান্তর





করোনাভাইরাস সৃষ্ট পরিস্থিতিতে খিলক্ষেত কুমিল্লা হাইস্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকার তত্ত্বাবধানে হতদরিদ্রদের মাঝে ভ্রাণ বিতরণ করে নৌবাহিনী

করোনা ও দুর্যোগ মোকাবিলা অগ্রগামী বাংলাদেশ নৌবাহিনী

বর্তমান পৃথিবীতে এক মহাদুর্যোগের নাম করোনাভাইরাস-সৃষ্ট মহামারি কোভিড-১৯। ২০২০ সালের প্রথমার্ধে পুরো বিশ্বই একযোগে থমকে গিয়েছিল, স্থবির হয়ে পড়েছিল মানুষের সকল কর্মকাণ্ড। ধীরে ধীরে সেই অবস্থা কাটিয়ে উঠলেও করোনাকে থামানো যায়নি। কার্যকর কোনো ভ্যাকসিন না আসা পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই করোনা থেকে সুরক্ষায় আমাদের একমাত্র করণীয়। মার্চে বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ার পরপরই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনা ও দুর্যোগ মোকাবিলাকে যুদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। করোনা দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীও সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী উপকূলীয় জেলাসমূহসহ নৌঅঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশাপাশি ভ্রাণসহায়তাসহ জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিতরণ করে আসছে।

ঢাকা নৌঅঞ্চল

জুলাই ও আগস্ট মাসের বিভিন্ন সময়ে করোনাভাইরাস প্রতিরোধের অংশ হিসেবে নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকার তত্ত্বাবধানে বানোজা শেখ মুজিব ঘাটের ব্যবস্থাপনায় কাউতাল, কেরানীগঞ্জ, ইসিবি চত্বর, কালাচাঁদপুর, শেওড়াপাড়া, বারিধারা ডিওএইচএস, স্টাফ রোড এবং পার্শ্ববর্তী অসামরিক এলাকায় গরিব, দুস্থ এবং অসহায়দের মধ্যে ভ্রাণ বিতরণ করা হয়। ভ্রাণসমূহ বিতরণের সময় ঘাটের একটি দল জনসচেতনতামূলক প্ল্যাকার্ড বহন করে। স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনারসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ দলের সাথে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আগস্ট মাসে বানোজা শেখ মুজিব ঘাটের উদ্যোগে অধিনায়ক বানোজা শেখ মুজিব ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধির উপস্থিতিতে ফায়ার ট্রাকের মাধ্যমে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়। এ সময় করোনাভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও হোম কোয়ারেন্টাইন মেনে চলার জন্য স্থানীয় জনগণকে পরামর্শ প্রদান ও সচেতন করা হয়। এছাড়া ৪ ও ১১ অক্টোবর মহামারি করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের অংশ হিসেবে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায়

ফায়ার ট্রাকের মাধ্যমে ক্লোরিন ও ব্লিচিং মিশ্রিত পানি রাস্তায় স্প্রে করা হয়। এ সময় করোনাভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণসহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে নৌবাহিনী।

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল

মহামারি করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রোধকল্পে সমগ্র দেশে ২৬ মার্চ থেকে কার্যত সীমিত পরিসরে লকডাউন অবস্থা বিরাজ করছিল। ফলে অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে এবং অনেকেই খাদ্যের চাহিদা সঙ্কুলান করতে ব্যর্থ হচ্ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে মানবিক দিক বিবেচনায় ঘাটের অতিরিক্ত মজুদ এবং নৌঅঞ্চলের নৌ-সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের দানকৃত নগদ অর্থ ও রসদসামগ্রী ঘাটের ব্যবস্থাপনায় উত্তোলন করে চট্টগ্রামের হতদরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬ মার্চ থেকে অদ্যাবধি সর্বমোট ৬৩ হাজার ৩৪৫টি খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট বিতরণ করে। প্যাকেটসমূহ প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকা



করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় কক্সবাজার জেলার মহেশখালীর মাতারবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে নৌবাহিনীর ত্রাণসহায়তা প্রদান

এবং করোনাভাইরাস প্রতিরোধে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল কর্তৃক মোতায়নকৃত ছয়টি কন্টিনজেন্টের মাধ্যমে ডোলা, সন্ধীপ, হাতিয়া, টেকনাফ, মাতারবাড়ী এবং মহেশখালী এলাকায় অবস্থানরত হতদরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এছাড়া বানোজা শহীদ মোয়াজ্জমের তত্ত্বাবধানে কাপ্তাই এলাকায় অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণসহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং বিভিন্ন এলাকায় ফায়ার ট্রাকের মাধ্যমে ক্লোরিন ও ব্লিচিং মিশ্রিত পানি রাস্তায় স্প্রে করা হয়।

খুলনা নৌঅঞ্চল

করোনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে খুলনার বিভিন্ন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে জীবিকা নির্বাহের উপকরণ প্রদান করে আসছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই মাসের বিভিন্ন সময়ে খুলনা নৌঅঞ্চলের বরগুনা, বামনা, বেতাগী, তালতলী, পাথরঘাটা ও আমতলী এলাকায় ৯ হাজার ৬৯৪টি অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে ত্রাণসহায়তা প্রদান ও জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করে। এছাড়া বানোজা মোংলার আশপাশের এলাকা খানজাহান হাট, চিলারহাট, মোংলা বাজার, আপারবাড়ি, দিগরাজ বাজার, জয়মনি, বুড়িরভাঙ্গা, কচুবনিয়া, চিলা, মামারঘাট, ফেরিঘাট, বৈদ্যমারী, কানাইনগর, চাঁদপাই, চট্টেরহাট, হাসপাতাল চত্বর, রামপাল, ভারসাপুর, বাঘা ও সুখধারা এলাকায় ১৯ হাজার ৫০৫টি পরিবারের মাঝে মাসব্যাপী ৫ কেজি চাল, ৪ কেজি আটা, ১ কেজি ডাল, ০.৫ লিটার তেল, ০.৫ কেজি লবণ, ১ প্যাকেট বিস্কুট, ১ প্যাকেট মোমবাতি ও ৭ লিটার বিশুদ্ধ পানি বিতরণ করে এবং লিফলেট বিতরণসহ ক্লোরিন মিশ্রিত পানি ছিটিয়ে রাস্তা ও যানবাহন জীবাণুমুক্ত করা হয়। পাশাপাশি সোলামের ব্যবস্থাপনায় পিরোজপুর পরিহাট এলাকায়

৩৫০টি পরিবারের মধ্যে ৪ কেজি চাল, ৪ কেজি আটা, ২ কেজি ডাল, ০.৫ লিটার তেল, ০.৫ কেজি লবণ ও ১ প্যাকেট বিস্কুট এবং ১০০টি শাড়ি, ২৫টি লুঙ্গি এবং ২৫টি থ্রি-পিস বিতরণ করা হয়। একই মাসে টুঙ্গিপাড়ায় ৬৬টি পিপিই, ৬৬টি গগলস, ২০০টি কটন মাস্ক, ১ হাজার ৪০০টি গ্লাভস, ২১৬টি হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ৪৮টা স্ট্রে, ১৬টি ফুট ট্রে, কেএন ৯৫ মাস্ক ১০টি, ৩টি থার্মোমিটার, ৩টি ডিসইনফেকশন চেম্বার বিতরণ করা হয়। এছাড়া আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের বিভিন্ন সময়ে বরগুনা, মোংলা, পটুয়াখালী ও খুলনার বিভিন্ন এলাকায় মহামারি করোনা জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ, ৪ হাজার ৮২৯

অসহায় পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, গুড়, মুড়ি, লবণ ও খাবার স্যালাইন, শাড়ি, থ্রি-পিস, লুঙ্গি, খাবার প্যাকেট, বিশুদ্ধ পানি, গরু, ছাগল, রিকশা, ভ্যান, সেলাই মেশিন এবং ৬৬১ প্যাকেট কুরবানির মাংস বিতরণ করা হয়। ১ অক্টোবর খুলনা নৌঅঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় হতদরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে গরু, ছাগল, রিকশা, ভ্যান এবং সেলাই মেশিনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়া পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার বানোজা শের-ই-বাংলা ঘাটের পার্শ্ববর্তী এলাকার লালুয়া ইউনিয়নের ১ ও ৩ নং ওয়ার্ডের দুস্থ ও অসহায় ১,২০০ পরিবারের মাঝে ত্রাণসহায়তা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বানোজা শের-ই-বাংলা প্রকল্প কাজে নিয়োজিত ১,৮৬০ জন শ্রমিকের মাঝে দুপুরের খাবার প্রদান করা হয়।

উপকূলীয় দ্বীপ এলাকা

বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় কমান্ডার বিএন ফ্লিটের পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২৪ আগস্ট বানোজা প্রত্যাশা সেন্ট মার্টিন দ্বীপ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় দুস্থ ও অসহায় জনসাধারণের মাঝে চাল, ডাল, আটা, ছোলা ও লবণসহ খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়। ২০ সেপ্টেম্বর বানোজা অতন্দ্র কুতুবদিয়া দ্বীপ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় দুস্থ ও অসহায় জনসাধারণের মাঝে চাল, ডাল, আটা, ছোলা ও চিনিসহ বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসহায়তা প্রদান করে। এছাড়া অক্টোবর মাসের বিভিন্ন সময়ে কক্সবাজার, মহেশখালী, টেকনাফ, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ এলাকায় ৭৫২টি জেলে পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, আটাসহ বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসহায়তা প্রদান করা হয়। এ সময় করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে মাস্ক, সাবান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়।

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় নৌ কন্টিনজেন্ট ভোলার তত্ত্বাবধানে হতদরিদ্রদের মাঝে ত্রাণসহায়তা প্রদান





করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকার তত্ত্বাবধানে অসহায় দুস্থ পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে নৌবাহিনী

ঢাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদান

৩১ জুলাই বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের অংশ হিসেবে বানৌজা শেখ মুজিব-এর ব্যবস্থাপনায় মানিকগঞ্জ জেলার আওতাধীন পাটুরিয়া, হরিরামপুর, বিটড়া, কাঞ্চনপুর গালা ও রামকৃষ্ণপুর অসামরিক এলাকায় বন্যাকবলিত গরিব, দুস্থ এবং অসহায়দের মধ্যে প্রায় ৮৩০ প্যাকেট ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৮, ১৬, ২০ ও ২৩ আগস্ট বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের অংশ হিসেবে বানৌজা শেখ মুজিব ঘাটির কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মুন্সিগঞ্জ জেলার টুঙ্গিবাড়ী থানার দীঘিরপাড়, পাঁচগাঁও, হাসাইলবাড়ী এবং কামারখাড়া গ্রামসমূহে; ঢাকা জেলার ধামরাই থানার কুল্লা, বাইশাকান্দা, রাইল গ্রাম এবং সোমভাগ গ্রামসমূহ; দোহার থানার মাহমুদপুর এবং বিলাশপুর গ্রামসমূহের অসামরিক এলাকায় গরিব, দুস্থ এবং অসহায়দের মধ্যে প্রায় ১ হাজার ৭৮০ প্যাকেট ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এ সময় স্থানীয় ইউএনও, ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ১ সেপ্টেম্বর মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার বরাইদ ও তিল্লী ইউনিয়নে, ১০ সেপ্টেম্বর মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার শিবালয়, তেওতা ও আরুয়া ইউনিয়নের ৮৯০টি পরিবারের মাঝে এবং ৬ সেপ্টেম্বর মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার হাসাড়া, রাউখাল, ভাগ্যকুল, বাঘড়া ও কোলাপাড়া ইউনিয়নের স্থানীয় হতদরিদ্র ১ হাজার ২০০টি বন্যার্ত পরিবারের মাঝে শুকনা খাদ্য ও চিকিৎসাসামগ্রী প্রদান করে নৌবাহিনী।

খুলনায় বন্যার্তদের সহায়তা প্রদান

দেশব্যাপী করোনা পরিস্থিতি, নদীভাঙন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জীবিকা নির্বাহ উপকরণ ও ত্রাণ বিতরণ করে আসছে

বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এরই ধারাবাহিকতায় ১৬ আগস্ট নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার ইটনা এলাকার ১০টি ওয়ার্ডে ৮০০ অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে এবং বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার ৫০০ পরিবারের মাঝে খাদ্যসহায়তা প্রদান করে। বিতরণকৃত খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ডাল, তেল, গুড়, মুড়ি, লবণ ও খাবার স্যালাইন। এছাড়া ২০ অক্টোবর পিরোজপুরের ইন্দোরকানী উপজেলায় ৭১টি অসহায় পরিবার ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে এবং ২৭ অক্টোবর দীঘলিয়া, জাবুসা বন্যাকবলিত ৭০টি অসহায় পরিবার ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে জীবিকা নির্বাহের উপকরণ হিসেবে রিকশা, ভ্যান, সেলাই মেশিন, জাল

ও ছাগল বিতরণ করা হয়। ১৭ নভেম্বর বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার সোনাইতলা, সুন্দরবন, চাঁদপাই ও চিলা ইউনিয়নের ৪৫টি অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন, ভ্যান, গরু ও ছাগল বিতরণ করা হয়। ৪ ও ১৫ নভেম্বর খুলনা ও বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলায় অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে জীবিকা নির্বাহ উপকরণ দিয়েছে নৌবাহিনী। বানৌজা মোংলা ও নৌঘাটি সোলামের ব্যবস্থাপনায় অসহায় ও কর্মহীন পরিবারের সাহায্যার্থে মোংলা উপজেলায় ৬৫টি দুস্থ পরিবারের মাঝে জীবিকা নির্বাহের জন্য সেলাই মেশিন, ভ্যান, গরু ও ছাগল বিতরণ করে। বৈশ্বিক মহামারি করোনাকালীন সময়ে কর্মহীন হয়ে পড়া ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এসব মানুষের মাঝে সহায়তা অব্যাহত রেখেছে নৌবাহিনী।

আফানে ক্ষতিগ্রস্তদের জীবিকা নির্বাহের উপকরণ বিতরণ

কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়ার তত্ত্বাবধানে ২৮ সেপ্টেম্বর ঘূর্ণিঝড় আফানে ক্ষতিগ্রস্ত সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার জয়াখালী ইউনিয়নের ৫০টি অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে রিকশা, ভ্যান, সেলাই মেশিন, পানির পাম্প, গরু ও ছাগল বিতরণ করা হয়। এছাড়া খুলনা নৌঅঞ্চলের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ উপকূলীয় জেলা বরগুনা সদর, আমতলী, বেতাগী, বামনা, পাথরঘাটা এবং তালতলী উপজেলাসমূহে গরিব, অসহায় ও দুস্থদের মাঝে খাদ্যসহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে নৌবাহিনী। পাশাপাশি দেশব্যাপী করোনা পরিস্থিতি, নদীভাঙন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন উপজেলায় অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে জীবিকা নির্বাহের উপকরণ প্রদান করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে নৌ কন্টিনজেন্ট হাতিয়ায় হতদরিদ্রদের মাঝে ত্রাণসহায়তা প্রদান করে নৌবাহিনী





বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে নবীন কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ

বাংলাদেশ নৌবাহিনী আধুনিক বাহিনী গঠনে মানসম্মত প্রশিক্ষণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করেছিলেন, একটি সুশৃঙ্খল সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে সং ও যোগ্য নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। তাই তিনি যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। মানসম্মত প্রশিক্ষণ একাডেমি গড়ে তোলা ছিল তার অন্যতম স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নৌসদস্যের আধুনিক যুদ্ধসরঞ্জাম পরিচালনায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নৌবাহিনীকে একটি আধুনিক, সক্ষম ও ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ করে তৈরি করা হয়েছে। ঢেলে সাজানো হয়েছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

একটি যুদ্ধবিন্দু দেশ থেকে মাত্র পঞ্চাশ বছরে এক বিশ্বায়ের নাম বাংলাদেশ। হাজার বছরের ঐতিহ্য আর বাঙালি জাতিসত্তাকে বুকে ধারণ করে এ জাতিকে প্রবলভাবে জাগিয়ে তুলেছিলেন যে মহান পুরুষ, তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার ডাকে সাড়া দিয়েই আমাদের সশস্ত্র একান্তর, আর অনবদ্য বিজয়গাথা। তার হাত ধরেই বিশ্বের বুকে আমাদের সগৌরবে বেড়ে ওঠা।

সাগরবিশোধিত এ দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে প্রণয়ন করেন ‘টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট’। সমুদ্রসম্পদ আর অধিকার রক্ষায় তিনি শুরু করেন একটি আধুনিক নৌবাহিনী গঠনের কাজ। জাতির

পিতার পর তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ প্রবেশ করে এক নতুন যুগে। তার অসাধারণ বিচক্ষণতায় জাতি অর্জন করেছে ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটারের এক বিশাল সমুদ্রসীমা। সম্পদ আর অপার সম্ভাবনার এই সমুদ্রকে নিরাপদ রেখে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার দায়িত্ব বাংলাদেশ নৌবাহিনীর।

বর্তমান সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নৌবাহিনীকে একটি আধুনিক সক্ষম ও ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর আলোকে নৌবহরে যুক্ত হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি ও যুদ্ধসরঞ্জামে সজ্জিত যুদ্ধজাহাজ। আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন জাহাজ ও সমরাস্ত্র।

আধুনিক এসব যুদ্ধসরঞ্জাম পরিচালনা ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নৌসদস্যদের সক্ষম করে গড়ে তুলতে সকল প্রশিক্ষণ স্কুলের আধুনিকায়নসহ ঢেলে সাজানো হয়েছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। বৃদ্ধি করা হয়েছে নৌসদস্যদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ। বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে চালু করা হয়েছে উন্নত প্রশিক্ষণ সুবিধাসংবলিত আন্তর্জাতিক মানের সুবিশাল বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স। বানৌজা ঈসা খান এ পূর্বের ছোট ছোট প্রশিক্ষণ স্কুলগুলো ভেঙে তৈরি করা হয়েছে আধুনিক ও দৃষ্টিভঙ্গি ট্রেনিং কমপ্লেক্স। খুলনা নৌঅঞ্চলে নির্মাণ করা হয়েছে ব্যারাক সুবিধাসংবলিত নেটস্ মাল্টিপারপাস ভবন ও সোলাম ট্রেনিং কমপ্লেক্স। এতে



দেশ সেবার দৃঢ় প্রত্যয়ে নবীন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের শপথ গ্রহণ

বছরে প্রায় ৭ হাজার নাবিকের আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মান উন্নয়নে গঠন করা হয়েছে নেভি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড-ন্যাটডক। যা প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন পলিসি ও ডকট্রিন প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও মনিটরিংসহ বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ সমন্বয়ের মাধ্যমে নৌবাহিনীতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলবে।

আধুনিক বাহিনী গঠনে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ

একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও চৌকস নৌবাহিনী গড়ে তুলতে সঠিক ও আধুনিক প্রশিক্ষণই মূলমন্ত্র। সকল প্রতিকূলতাকে জয় করতে নৌবাহিনীর সদস্যরা অক্লান্ত শ্রমের মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুত করে।

প্রশিক্ষণের মূলমন্ত্র

নেতৃত্ব গুণ, সম্মুখসমরে দক্ষতা, দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপযোগী বিষয় থাকে নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ মডিউলে। সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ, পোতাশ্রয় এবং সমুদ্রে অবস্থানকালীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, সুদক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন, সঠিক কাউন্সিলিং এবং দিকনির্দেশনা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে করেছে অদ্বিতীয়।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো—

- কাক্ষিত নেতৃত্ববোধ এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জন।
- জয়েন্ট-সার্ভিস অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় মানে উত্তরণ।
- আন্তঃদেশীয় অপারেশন ও মহড়ায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন।
- প্রয়োজনের সময় দেশের বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার দক্ষতা বৃদ্ধি।
- সর্বোপরি, বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ মিশনে সফলভাবে

অংশগ্রহণসহ নৌবাহিনীর হয়ে শক্তিশালী কূটনৈতিক ভূমিকা রাখতে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

প্রশিক্ষণের কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ নৌবাহিনী বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত ও এমআইএসটি সম্পন্নকারী নবীন কর্মকর্তাদের এবং নাবিকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং পরিকল্পনা। পাশাপাশি উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ দিতে বৈশ্বিক কৌশল গ্রহণ করে নৌবাহিনী।

ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ

পর্যায়ক্রমিক কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করে নৌবাহিনীর

ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়।

- প্রয়োজনীয় বুদ্ধিমত্তা এবং পেশাগত মনোভাবসম্পন্ন তরুণ নিয়োগ।
- প্রশিক্ষণের জন্য এমন পাঠ্যক্রম তৈরি করা যাতে সুপ্ত দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে নবনিয়োগকৃত একজন নৌসদস্য দায়িত্ব পালনে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়ে ওঠেন।
- সদাপরিবর্তনশীল প্রযুক্তি এবং অপারেশনাল ধারণার সাথে তাল মিলিয়ে প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন।
- নৌবাহিনীতে বিদ্যমান জাহাজ এবং ঘাঁটিকে সচল রাখতে উপযুক্ত দক্ষ জনবল গড়ে তোলা।
- সরকারি ও বিভিন্ন মেরিটাইম সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি।

ইন্টার-সার্ভিস প্রশিক্ষণ

- বাহিনীসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- প্রশিক্ষণের সফল পুরোপুরি পেতে রিসোর্স এবং কনসেপ্ট শেয়ারিংয়ের ধারণাকে উৎসাহিত করা।

বেসামরিক-সামরিক প্রশিক্ষণ

- নৌবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় বেসামরিক সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে যৌথ প্রশিক্ষণ পরিচালনা।
- বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে সামরিক-বেসামরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ।
- বেসামরিক প্রশাসনে মানবসম্পদ উন্নয়নে ডাইভিং, স্যালভেজ, ফায়ার ফাইটিং, কারিগরি প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান।

বিদেশে প্রশিক্ষণ

- প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন।
- ইকুইপমেন্ট ডিভিক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে বিদেশি প্রশিক্ষকদের আমন্ত্রণ।
- বিদেশে সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে ও মহড়ায় অংশ নেওয়া।

আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানে নেভাল একাডেমিতে চালু করা হয়েছে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কারিকুলাম





আধুনিক ও দ্রুতপরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে নৌবাহিনীতে চালু করা হয়েছে প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

পর্যাপ্ত পরিমাণে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নবীন কর্মকর্তারা পেশাগত দিক থেকে যোগ্য হয়ে ওঠে। বিভিন্ন পেশাগত কার্যক্রমে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে তারা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে শেখে। আকস্মিক পরীক্ষা, বাস্তবমুখী নানা প্রকার সমস্যার সঠিক সমাধানের নিমিত্তে মতামত প্রদান করার সুযোগ করে দেওয়া হয় তাদের। পাশাপাশি নবীন নাবিকদের তাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণকে ব্যবহারিক এবং বাস্তব পর্যায়ে প্রয়োগ করার সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে। তাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে নাবিকদের সুনিপুণভাবে গড়ে তোলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় তারা তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ব্যবহারিক ও বাস্তব সমস্যা সমাধানে পারদর্শী হয়ে উঠে। সঠিক নির্দেশনার মাধ্যমে নাবিকদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা হয়। জাহাজ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাবিকগণ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন স্থাপনা এবং যুদ্ধজাহাজে গৌরবের সাথে সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন।

প্রশিক্ষণের প্রস্তুতি

যেকোনো প্রশিক্ষণ শুরুর আগে প্রস্তুতিকালীন সময়ে প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচি ঠিক করা, প্রশিক্ষণের নীতিমালা প্রণয়ন এবং অনুমোদন করে নৌবাহিনী সদর দপ্তর।

প্রশিক্ষণ বিধিমালা

প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে শ্রেণিকক্ষে তাত্ত্বিক, সিমুলেটর সুবিধা, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ এবং অন-জব ট্রেনিংয়ের (ওজেটি) সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়।

প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন

প্রশিক্ষণ সিস্টেমের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে নৌবাহিনীতে রয়েছে অপারেশনাল সি ট্রেনিং গাইড (ওএসটিজি) অনেকটা ক্রিকেট মাঠের আম্পায়ারের মতো কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি।

অফিসারদের মৌলিক প্রশিক্ষণ

মোট চার বছরের কঠোর প্রশিক্ষণের জীবন পেরিয়ে একজন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা যোগ দেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে। এর মধ্যে প্রথম তিন বছর থাকে প্রি-কমিশনিং ট্রেনিং। ওয়াচ কিপিংয়ের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণের শেষ বছরটি কাটে জাহাজে। ট্রেনিংয়ের শুরুর দিনগুলোতে সেনা ও বিমানবাহিনীর সকল অফিসার ক্যাডেটদের সাথে একত্রে ১০ সপ্তাহের জয়েন্ট সার্ভিস ট্রেনিং নিতে হয় বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে। পরের ১৮ মাস কাটাতে হয় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে। চতুর্থ সেমিস্টারে ছয় মাসের ট্রেনিং চলে জাহাজে। তখন তাঁদের পদবি হয় মিডশিপম্যান, বিভিন্ন ব্রাঞ্চে পদায়নও করা হয় এ সময়। এক্সিকিউটিভ এবং সাপ্লাই ব্রাঞ্চের মিডশিপম্যানদের একাডেমিতে এক বছরের

এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চে অফিসারস বেসিক কোর্স (এক্সওবিসি) এবং সাপ্লাই ব্রাঞ্চে অফিসারস বেসিক কোর্স (এসওবিসি) করতে হয়। এভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয় চৌকস অফিসার ও নাবিক।

অফিসারদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ

লেফটেন্যান্ট থেকে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার পদমর্যাদা সম্পন্ন অফিসারদের নির্বাচন করা হয় জুনিয়র স্টাফ কোর্সের (জেএসসি) জন্য। চাকরিতে জ্যেষ্ঠতা, কর্মদক্ষতা এবং প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন স্পেশলাইজড কোর্সের জন্য অফিসারদের বেছে নেওয়া হয়। বিভিন্ন স্টাফ কোর্স এবং মডিউলার কোর্সের জন্য লেফটেন্যান্ট কমান্ডার থেকে কমান্ডার মর্যাদার অফিসার বাছাই করা হয়। কনসেপ্টচুয়াল দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্যাপ্টেন এবং কমডোর পর্যায়ের সিনিয়র-লেভেল অফিসারদের নির্বাচন করা হয় ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটি (এনডিইউ), ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি), নেভাল কমান্ড কোর্স (এনসিসি) এবং অন্যান্য উচ্চতর ম্যানেজমেন্ট কোর্সের জন্য।

নাবিকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ

নিয়োগের পরপরই একজন নাবিকের ২২ সপ্তাহের বেসিক প্রশিক্ষণ এবং নেভাল ওরিয়েন্টেশন হয়। এরপর নতুন নাবিকদের বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা হয়। পরের ২৬ সপ্তাহ ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে মৌলিক পেশাগত প্রশিক্ষণে কাটাতে হয়। টেকনিক্যাল শাখার নাবিকদের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেকট্রিক স্কুলে, সিম্যান শাখার নাবিকরা সিম্যানশিপ স্কুল এবং সাপ্লাই ব্রাঞ্চের নাবিকরা প্রশিক্ষণের জন্য গমন করে লজিস্টিক স্কুল। মৌলিক পেশাগত প্রশিক্ষণ শেষ করার পর সকল বিভাগের নাবিকদের আহরিত তাত্ত্বিকজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের উদ্দেশ্যে জাহাজে প্রেরণ করা হয়। চাকরির বিভিন্ন পর্যায়ে পদোন্নতির জন্য নিজ নিজ ব্রাঞ্চে অন্যান্য পেশাগত ট্রেনিং করতে হয়।

উচ্চতর জ্ঞানার্জনের জন্য কর্মকর্তা ও নাবিকদের রয়েছে বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ





প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে নৌবাহিনীতে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে

ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। নৌবাহিনীতে কর্মরত জেসিও'সগণের নিজ নিজ শাখায় পেশাগতভাবে দক্ষ ও নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে এই প্রতিষ্ঠান। বিশেষত এই প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণার্থীদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উক্ত ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে জেসিও'সগণ কর্মক্ষেত্রে আরো দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ সুবিধা

ছয়টি ঘাঁটি এবং একটি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ জাহাজ নৌবাহিনীতে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য রয়েছে।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি কর্মকর্তাদের মূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। নৌবাহিনীর কর্মকর্তাদের সামরিক জীবনের প্রথম অধ্যায় শুরু হয় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে। বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর অধিভুক্ত। এ একাডেমিতে বিএসসি (সম্মান) ইন মেরিটাইম সায়েন্স, বিবিএ ইন লজিস্টিকস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, বিএসসি (পাস) ও বিএনএস (পাস) কোর্সের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল শাখার প্রশিক্ষণার্থী অফিসারগণ এই একাডেমি থেকেই মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) এর একাডেমিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। ক্যাডেট প্রশিক্ষণ ছাড়াও বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে বিবিধ কোর্স যেমন জুনিয়র স্টাফ কোর্স, অফিসার্স বেসিক ট্রেনিং, ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার্স ট্রেনিং এবং ব্রাঞ্চ র‍্যাংক কমন কোর্সের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বানোজা দ্বীপা খান

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সর্ববৃহৎ প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানোজা দ্বীপা খান। এ ঘাঁটিতে বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা ও

সমুদ্র প্রশিক্ষণ

জাহাজে মিডশিপম্যান ও নাবিকদের প্রশিক্ষণে যে বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয় সেগুলো হলো—

সততা ও নিষ্ঠা

একজন অফিসার ও নাবিকের যে গুণটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সততা ও নিষ্ঠা। জাহাজে প্রশিক্ষণকালীন সময়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠার যেন সঠিক বিকাশ ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখা হয়।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

একজন নৌসদস্যের অন্যতম গুণ হলো তার মধ্যে সঠিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ। মনুষ্যত্ব ও দায়িত্ববোধের সুষ্ঠু বিকাশ না ঘটলে ভবিষ্যতে জাহাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে। সেজন্য জাহাজ সমুদ্রে ও ঘাঁটিতে থাকাকালীন সময়ে খেলাধুলা ও শরীরচর্চা এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের যেন সঠিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে, সেদিকে খেয়াল রাখা হয়।

ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের সমন্বয়

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক জাহাজ নির্দিষ্ট আছে। জাহাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ করে দেয়া হয়। জাহাজের বিভিন্ন যুদ্ধসরঞ্জামাদির সঠিকভাবে পরিচালনা করে নৌসদস্যদের দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কর্মকর্তা ও নাবিকদের গুণগত মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে।

সমুদ্রে থাকাকালীন প্রশিক্ষণ

জাহাজ পরিচালনা, বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা কিভাবে মোকাবিলা করা হয় এবং দুর্যোগে জাহাজে বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণকে বাস্তবমুখী করা

প্রশিক্ষণের অন্যতম মূল লক্ষ্য। জাহাজে প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যই হলো সবার মাঝে ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় করা যা প্রশিক্ষণ জাহাজসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করে আসছে। একজন কর্মকর্তা যেন তার জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারে সেজন্য ব্রেকডাউন ড্রিল অ্যান্ড সারভাইভাল প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। এ সময় সবার নিরাপত্তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিশ্চিত করা হয় যা প্রশিক্ষণকে আরো বাস্তবমুখী ও মানসম্মত করে তোলে।

জেসিও'স প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরো যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে গড়ে তোলা হয়েছে জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার (জেসিও'স)

বুটক্যাম্প ট্রেনিংয়ে আধুনিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তুত করে তোলা হয় নবীন নাবিকদের





আন্তঃবাহিনী সমূহের মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধিতে যৌথ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে

নাবিকদের পেশাগত বিষয়ের ওপর মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চৌকস নৌসেনা তৈরির সূতিকাগার প্রশিক্ষণ ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। বানোজা ইসা খান ঘাঁটিতে সর্বমোট ১৩টি স্কুল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। প্রশিক্ষণ স্কুলগুলোর মধ্যে যেমন গানারি স্কুল, নেভিগেশন অ্যান্ড ডিরেকশন স্কুল (এনডি স্কুল), টর্পেডো অ্যান্ড সাবমেরিন স্কুল (ট্যাঙ্গ স্কুল), সমরাস্ত্র স্কুল (অর্ডন্যান্স স্কুল), এনবিসিডি স্কুল, সিগন্যাল স্কুল, ফাস্ট অ্যাটাক ক্রাফট স্কুল (ফ্যাক স্কুল), ডাইভিং ও সেলভেজ স্কুল, বিএন হাইড্রোগ্রাফিক স্কুল, মিউজিক স্কুল, মেডিকেল ট্রেনিং স্কুল, ফিজিক্যাল ট্রেনিং স্কুল (পিটি স্কুল) ও কম্পিউটার স্কুল বিদ্যমান।

স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড ট্যাকটিকস (এসএমডব্লিউটি)

অ্যাকশন স্পিড ট্যাকটিক্যাল ট্রেনার (এএসটিটি), ব্রিজ সিমুলেটর, সোনার সিমুলেটরসমৃদ্ধ আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এসএমডব্লিউটি। নৌবাহিনীর অফিসার এবং নাবিকদের ওয়ারফেয়ার-সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এখানে।

বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অন্যতম প্রধান কারিগরি প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কারিগরি শাখার সকল নাবিক এবং কর্মকর্তাদের কারিগরি বা প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এই ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। টেকনিক্যাল শাখার অফিসারদের জন্য বিশেষ কোর্স এমইএসসি ও এলইসি, নির্বাহী অফিসারদের (এক্সওবিসি) ও সরবরাহ শাখা অফিসারদের জন্য (এসওবিসি) বুনিয়াদি কোর্সের প্রযুক্তিগত অংশ এবং নাবিকদের বুনিয়াদি ও উন্নত পেশাগত কোর্সসমূহ এই ঘাঁটিতে পরিচালিত হয়। এছাড়া সেনাবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর কিছু শর্ট কোর্স যেমন ফ্রগম্যানশিপ কোর্স, ওয়াটারম্যানশিপ কোর্স, স্কুবা ডাইভিং কোর্স

ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে। অফিসারদের প্রশিক্ষণের মধ্যে অ্যান্ডিং সাব লেফটেন্যান্ট টেক কোর্স, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেশলাইজেশন কোর্স এবং ইলেকট্রিক্যাল স্কুল লং ইলেকট্রিক্যাল কোর্স অত্র ঘাঁটিতে পরিচালিত হয়। এই ঘাঁটিতে চারটি প্রধান স্কুল যেমন সিম্যানশিপ স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, ইলেকট্রিক্যাল স্কুল ও অর্ডন্যান্স স্কুল বিদ্যমান।

বানোজা তিতুমীর এবং স্কুল অব লজিস্টিকস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (সোলাম)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্ববৃহৎ নৌঘাঁটি বানোজা তিতুমীর খুলনার ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত। এই ঘাঁটির প্রধান দায়িত্ব যুগোপযোগী

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নবীন নাবিকদের দক্ষ ও চৌকস নাবিক হিসেবে গড়ে তোলা। এ ঘাঁটিতে তিনটি প্রধান স্কুল যেমন নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়, এনপি ও রেগুলেটিং স্কুল এবং স্কুল অব লজিস্টিকস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (সোলাম) বিদ্যমান।

জয়েন্ট সার্ভিস প্রশিক্ষণ

পরিবর্তনশীল যুদ্ধকৌশলের সাথে তাল মিলিয়ে আন্তঃবাহিনীগুলোর মধ্যে যৌথ প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনের ওপর জোর দিয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও অধীন সংস্থাগুলোতে নৌসদস্যদের প্রশিক্ষণ ও পদায়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সবসময় আগ্রহী। বিভিন্ন সংস্থা বহুমাত্রিক কার্যাবলি অনুধাবন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এতে।

বিদেশে প্রশিক্ষণ

কূটনৈতিক সুসম্পর্ক স্থাপন, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য কর্মকর্তা এবং নাবিকদের নিয়মিত বিদেশে প্রেরণ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। একই ভাবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে ভিন্ন দেশের নৌকর্মকর্তা ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্যও আমন্ত্রণ জানায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

সাম্প্রতিক উন্নয়ন

আজকের দিনের আধুনিক ও ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীর পূর্ণ সুবিধা পেতে মানবসম্পদ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের ওপর আরো বেশি জোর দিচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। সময়ের সাথে পরীক্ষিত বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ মডেল অনুসরণ করে চৌকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কাজ করছে তাঁরা।

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

নিজেদের পেশাগত কাজে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্নাতকোত্তর, এমফিল, পিএইচডি মতো উচ্চতর শিক্ষা অর্জন বা বাংলাদেশ নেভাল

বহুমাত্রিক, বৈচিত্র্যপূর্ণ যন্ত্রাংশের ব্যবহারে নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণকে করা হয়েছে আরো যুগোপযোগী





আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্পেশাল অপারেশন পরিচালনায় দক্ষ হয়ে উঠেছে স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ডাইভিং অ্যান্ড সালভেজ (সোয়াডস)

একাডেমিতে বিবিএ কোর্সে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয় এ বাহিনীতে। টেকনিক্যাল শাখার নাবিকদের বিভিন্ন বিষয়ে মাস্টার্স বা ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভের সুযোগ দেওয়া হয়। নৌবাহিনীতে কর্মরত থেকেও সহজে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দিচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি।

অগমেন্টিং ডিপ্লোম্যাটিক টুল

বহুমাত্রিক ও নমনীয় একটি বাহিনী হওয়ার সুবাদে বাহিনীর জন্মলাগ থেকেই দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে মাতৃভূমির সেবা করে চলেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। জাতিসংঘ মিশন, গুডউইল ভিজিট, কো-অপারেশন অ্যাফেইট রেডিনেস অ্যান্ড ট্রেনিং (কারাত) এর মতো বহুজাতিক মহড়ায় অংশগ্রহণ, লংকাউই ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অ্যান্ড অ্যারোস্পেস এক্সিভিশন (লিমা) এবং দেশে-বিদেশে বহুমানবিক সহায়তার ডাকে সবসময়ই সাড়া দিয়ে এসেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও ধারণা বিনিময়

আমাদের নৌবাহিনীর সাবমেরিন এবং এভিয়েশন সক্ষমতা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। সাবমেরিন ও এভিয়েশনের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে এখনো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে, যা বেশ চ্যালেঞ্জিং এবং সময়সাপেক্ষ। এ কারণেই বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলোর সাথে টেকনোলজি, প্রশিক্ষণ এবং কনসেপ্ট বিনিময়ের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আর অ্যান্ড ডি) খাতকে সহায়তা

নৌবাহিনীর জাহাজ নির্মাণের সক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজস্ব শিপইয়ার্ডে ফ্রিগেট আকারের জাহাজ নির্মাণের পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ফলে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ এবং মনোযোগ দাবি করে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট খাত।

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মান উন্নয়নে সম্প্রতি গঠন করা

হয়েছে নেভাল ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড (ন্যাটডক)। প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন পলিসি ও ডকট্রিন প্রণয়ন, প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন, মূল্যায়ন ও মনিটরিংসহ বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ সমন্বয়ের মাধ্যমে নৌবাহিনীতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সহায়ক হবে এটি। ড্রোন, আইএফএফসহ প্রযুক্তিগত গবেষণা প্রকল্প নিয়ে কাজ করার উদ্দেশ্যে সেন্টার ফর নেভাল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিএনআরডি)-কে সম্প্রসারণ করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। গবেষণার মাধ্যমে টেকসই মেরিটাইম সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে নৌবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় ২০১৮ সালে স্থাপিত হয়েছে মেরিটাইম খাতে উপমহাদেশের অন্যতম মাইলফলক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিটাইম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিমরাড)।

নৌবাহিনীতে প্রশিক্ষণ প্রযুক্তিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে এসএমডব্লিউটি'র প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা



বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ রূপরেখা

কোয়ালিটি বনাম কোয়ান্টিটি

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সারফেস জাহাজ, সাবমেরিন, এমপিএ এবং হেলিকপ্টার যোগ হবে। স্পেশাল অপারেশন চালানোর উপযোগী ব্রিগেড আকারের বাহিনী হয়ে উঠছে স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ডাইভিং অ্যান্ড সালভেজ (সোয়াডস)। একটি মানসম্মত ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী পরিচালনার জন্য নৌবাহিনী কোয়ালিটি প্রশিক্ষণের দিকে বেশি নজর দিয়েছে।

বৈচিত্র্যপূর্ণ যুদ্ধসরঞ্জাম

জাহাজ, সাবমেরিন এবং এয়ারক্রাফটের মতো বহুমাত্রিক, বৈচিত্র্যপূর্ণ যন্ত্রাংশ এবং বাহন ব্যবহার করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের হাতে নির্মিত এসব ইকুইপমেন্ট ব্যবহারে পারদর্শিতা অর্জনের লক্ষ্যে সিমুলেটর-বেজড প্রশিক্ষণের দিকে ঝুঁকছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তন, ভূমিক্ষয়সহ নানাবিধ কারণে বাংলাদেশের ভূমিসম্পদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ফলে সমুদ্রের সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য জোরালো পদক্ষেপ এখন সময়ের দাবি। দেশের ভবিষ্যতের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে মেরিটাইম রিসোর্স। ভারত মহাসাগরের ভূরাজনীতিতে কৌশলগত পরিবর্তনের সাথে সাথে সমুদ্রসম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং সামুদ্রিক সুরক্ষা একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে। একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক সুরক্ষা বাড়ানো হলে তা টেকসই উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে। সামুদ্রিক সুরক্ষা এবং একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী একই মুদ্রার দুটি দিক। সুতরাং অসংখ্য চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও একবিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য একটি দক্ষ, প্রশিক্ষিত বাহিনী তৈরি করার ওপর জোর দিচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

➤ মার্কিন সাবমেরিন রক্ষণাবেক্ষণে বিলম্বের আশঙ্কা

মার্কিন নৌবাহিনীর এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও সাবমেরিন রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে চাপের মধ্যে আছে শিপইয়ার্ডগুলো। কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে এ রক্ষণাবেক্ষণ আরো বিলম্বিত হতে পারে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টাবিলিটি অফিস (জিএও)। ২০২০ সালের আগস্টে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এই আশঙ্কার কথা তুলে ধরে তারা। এ অবস্থায় মার্কিন নৌবাহিনীর এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও সাবমেরিন রক্ষণাবেক্ষণে বিলম্বের কারণ হিসেবে অপরিষ্কার কাজ ও জনবলকে চিহ্নিত করে এগুলোর বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সুপারিশ করেছে জিএও। রক্ষণাবেক্ষণ বিলম্বের একটা উদাহরণও উল্লেখ করেছে জিএও। ২০১৯ সালের শেষ দিকে ইউএসএস হ্যারি এস. ট্রুম্যান (সিভিএন) বৈদ্যুতিক ত্রুটি দেখা দিলে মেরামতের প্রয়োজন পড়ে এবং এটি করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে তিন মাস বেশি লাগে।

➤ সর্বশেষ লিংক্স হেলিকপ্টারটি অবসরে পাঠাচ্ছে ফ্রেঙ্ক নেভি

বহরে থাকা লিংক্স এককে ৪(এফএন) মডেলের হেলিকপ্টারটি অবসরে পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে ফ্রান্সের নৌবাহিনী। বহুপক্ষীয় চুক্তির আওতায় ব্রিটেনের কাছ থেকে ৪০টি লিংক্স হেলিকপ্টার কিনেছিল ফ্রান্স। ১৯৭৮ সাল থেকে এগুলো অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার (এএসডব্লিউ), মেরিটাইম টহল, তল্লাশি ও উদ্ধার, মেরিটাইম সন্ত্রাসবাদ, জরুরি ত্রাণকার্যক্রমসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ২০২২ সালে সর্বশেষ হেলিকপ্টার লিংক্স এককে ৪(এফএন) অবসরে পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু অর্থ শাস্রয়ে তার আগেই অর্থাৎ ২০২০ সালেই অবসরে পাঠানোর ঘোষণা দেয় ফ্রান্সের নৌবাহিনী।

➤ প্রথম এসএমবি পাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার নৌবাহিনী

প্রথম সার্ভে মোটর বোট (এসএমবি) পাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার নৌবাহিনী। এটি উদ্বোধনের বিষয়টি ২৫ আগস্ট নিশ্চিত করেছে প্যারামাউন্ট মেরিটাইম। ১১ মিটার দীর্ঘ এসএমবিটি নকশা ও নির্মাণ করেছে প্যারামাউন্ট মেরিনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ডিফ্রাকট মেরিন। এসএমবিটিতে আছে দুটি টুইন ভলভো পেন্টা ডিও ইঞ্জিন ও ডুয়েল-প্রপ প্রপেলার। দক্ষিণ আফ্রিকার নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তরের আগে জাহাজটির হারবার ট্রায়াল ও সি টেস্টিং হবে। এসব ট্রায়াল শেষ করে কবে নাগাদ সার্ভে মোটর বোটটি সরবরাহ করা হবে সে তথ্য অবশ্য প্রকাশ করেনি কোনো পক্ষই।

জলদস্যুতা মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতেই গুরুত্ব



এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথে জলদস্যুদের আক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। রিজিয়নাল কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট অন কমব্যুটিং পাইরেসি অ্যান্ড আর্মড রোবারি অ্যাগেন্সিটি শিপস ইন এশিয়া (রিক্যাপ) গত বছরের জুলাইয়ে প্রকাশিত তাদের অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এ অঞ্চলে ৫১টি জলদস্যুতার ঘটনা তাদের নজরে এসেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮২ শতাংশ বেশি। সমুদ্রে জলদস্যুতা নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরোও আক্রমণ বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরেছে।

পাইরেটদের উৎপাত কেবল এশিয়াতেই বাড়ছে না। পশ্চিম আফ্রিকা এবং আমেরিকা মহাদেশেও গত দুই বছরে জলদস্যুদের সক্রিয়তা বেশ বেড়েছে। বৈশ্বিক পর্যায়ে ২০২০ সালে জলদস্যুতার ঘটনা এর আগের বছরের তুলনায় বেড়েছে

২০ শতাংশ। তবে সামগ্রিকভাবে জলদস্যুদের আক্রমণ ২০১০ সালের তুলনায় বেশ কমেছে। ওই বছর কেবল সোমালি জলদস্যুরা দুইশর বেশি জাহাজে কেবল আক্রমণই করেনি, কমপক্ষে ৪৯টি ভেসেল তারা ছিনতাইও করে। লোহিত সাগর, এডেন উপসাগর ও ভারত মহাসাগরজুড়ে দাপিয়ে বেড়ায় তারা।

রিক্যাপের প্রতিবেদনে সিঙ্গাপুর প্রণালিতে জলদস্যুতার ঘটনা বেড়েছে বলে উঠে এসেছে। জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এ প্রণালি ও আশপাশের অঞ্চলে জলদস্যুদের আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে ৩৫টি। ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলেও তাদের সক্রিয়তা বেড়েছে। এ অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী ইসলামিক দল আবু সায়াফের প্রভাব থাকায় তাদের মদদে জলদস্যুরা পণ্যবাহী জাহাজে আক্রমণ করছে। তবে আবু সায়াফ গোষ্ঠীকে মোকাবিলায় মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন যৌথভাবে তাদের নজরদারি ও নৌকার্যক্রম সমন্বয় করছে।

সাধারণত সমুদ্রপথের যেসব অঞ্চলে নজরদারি কম ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কার্যক্রম বেশ সীমিত,

সেখানেই জলদস্যুরা অধিক মাত্রায় সক্রিয় থাকে। এসব অঞ্চলের পাশ দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলোর ক্ষুদ্রের অপহরণ করে তারা। মূলত মেরিটাইম খাত নিরাপদ রাখতে সক্ষমতার অভাবের কারণেই জলদস্যুতার ঘটনা বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আরো নিবিড় আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমেই জলদস্যুতা মোকাবিলা সম্ভব বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো।

জলদস্যুদের আক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় গত কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলো তাদের মেরিটাইম সক্ষমতা বাড়িয়েছে। ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার মতো অংশীদারদের সক্ষমতা বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্র ওই দেশগুলোকে নজরদারি সরঞ্জাম, প্যাট্রোল ভেসেল দিয়ে সহায়তা জোগাচ্ছে। এছাড়া বৃহত্তর গিনি উপসাগরে মার্কিন নৌবাহিনী মেরিটাইম খাতে সচেতনতা সৃষ্টি ও সক্ষমতা বাড়াতে একাধিক দেশের অংশগ্রহণে মহড়া পরিচালনা করেছে। ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও চীনও সমুদ্রে জলদস্যুতা এবং অন্যান্য মেরিটাইম অপরাধ কমাতে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোকে জাহাজ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

নতুন উভচরী অ্যাসল্ট ভেহিকল নির্মাণ করছে চীন

সামরিক অভিযানে সহায়ক উভচরী অ্যাসল্ট ভেহিকলে বিনিয়োগ বাড়ছে চীন। এলএইচডি শ্রেণির (ল্যান্ডিং হেলিকপ্টার ডকস) প্রথম দুটি জাহাজের অস্ত্র-গোলাবারুদের সাজসজ্জা এখনো চললেও নতুন উন্মোচিত তথ্যে জানা যাচ্ছে, দেশটি এখন পরবর্তী ডিজাইন অর্থাৎ টাইপ ০৭৬ নিয়ে কাজ করছে। চায়না স্টেট শিপবিল্ডিং কর্পোরেশনের সংগ্রহ তালিকা অনুযায়ী ধারণা করা হচ্ছে, নতুন ধরনের অ্যাসল্ট ভেহিকলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্যাটাপাল্ট তো থাকছেই, সেই সাথে থাকছে ইলেকট্রিক প্রপালশন সিস্টেমও। চীনা নৌবাহিনীর জন্য নির্মিতব্য দুটি এলএইচডি সক্ষমতা প্রশ্নে মার্কিন ওয়াশিংটন-ব্লাসের সমতুল্য। এগুলো হেলিকপ্টার বহনে সক্ষম হলেও জেট এয়ারক্রাফট বা মনুষ্যহীন আকাশযান পরিবহন করতে পারে না। তবে নতুন শ্রেণির উভচরী যানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এয়ারক্রাফট লঞ্চ সিস্টেম যুক্ত করে চীন তাদের সক্ষমতাকে আরো উচুতে নিতে চাইছে।

ঝড়ের কবলে পড়া নৌকা উদ্ধার করল কসকো

কসকো শিপিং লাইনসের কনটেইনার জাহাজ কসকো মালয়েশিয়া ঝড়ের কবলে পড়া একটি ছোট নৌকা (সেইলবোট) থেকে চার যাত্রীকে উদ্ধার করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ফ্লোরিডার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড় স্যালির কারণে নৌকাটি বিপদে পড়ে।

১৩ সেপ্টেম্বর সকালে কসকো মালয়েশিয়া ফ্লোরিডার টাম্পা উপকূল ছেড়ে অ্যালাবামা যাওয়ার পথে একটি সেইলবোট থেকে বিপদসংকেত পায়। নৌকাটি তখন চার যাত্রীসহ অবস্থান করছিল মেস্সিকো উপসাগরে, ফ্লোরিডা থেকে ১৩০ নটিক্যাল মাইল পশ্চিমে। মার্কিন কোস্ট গার্ডের সঙ্গে সমন্বয় করে সাড়ে আট হাজার টিইইউ ধারণক্ষমতার এ কনটেইনার জাহাজটির ক্যাপ্টেন ও নাবিকরা বিপদ সংকেত পাওয়ার আড়াই ঘণ্টা পর উদ্ধারস্থলে উপস্থিত হয়ে সফলভাবে নৌকায় অবস্থানরত চার যাত্রীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পোট টাম্পা বের প্রেসিডেন্ট ও সিইও

পল এন্ডারসন এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘বিপদসংকেত পাওয়ার পর আমি মার্কিন কোস্ট গার্ডের নির্দেশনায় কসকো মালয়েশিয়ার মাস্টার ক্যাপ্টেন বোগদান রুসুকে দুর্যোগের মধ্যে পড়া সেইলবোটের যাত্রীদের উদ্ধার করার আহ্বান জানায়। যাত্রীদের উদ্ধার করে নিরাপদ অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য কসকো মালয়েশিয়া ও তার নাবিকদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

কসকো সেখান থেকে সেইলবোটটি উদ্ধার করে তার থেকে কিছু দূরেই আগের রাতে আরেকটি সেইলবোট উদ্ধারের এক নাটকীয় অভিযানে অংশ নেয় মার্কিন কোস্ট গার্ড। ফ্লোরিডার কি ওয়েস্ট থেকে ১৪ মাইল দূরে অবস্থান করা ওই নৌকা থেকে কোস্ট গার্ডকে বার্তা পাঠানো হয় যে, নৌকাটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে এবং যেকোনো সময় উল্টে যেতে পারে। কোস্ট গার্ডের উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার ডলফিন এবং কাটার রেমন্ড ইভান্সের সহায়তার ওই সেইলবোটের যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ নৌবাহিনী এখন চীনের



বৈশ্বিক পর্যায়ে নেতৃত্ব প্রদান এবং সামরিক অবস্থান শক্তিশালী করতে তৎপর বেইজিং। ওই আকাঙ্ক্ষা পূরণে চীন গত দশকজুড়ে সামরিক বাহিনী সম্প্রসারণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর তারই ধারাবাহিকতায় দেশটি গড়ে তুলেছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ নৌবাহিনী। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০২০ সালের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত 'চায়না মিলিটারি পাওয়ার রিপোর্ট' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি নৌবাহিনী (প্ল্যান) কাছে রয়েছে সারফেস কমব্যাটান্ট, সাবমেরিন, সমুদ্রগামী উভচর জাহাজ, মাইন ওয়ারফেয়ার জাহাজ, বিমানবাহী রণতরী

এবং ফ্লিট অস্কেলারিজসহ প্রায় ৩৫০টি প্লাটফর্ম। অন্যদিকে মার্কিন নৌবাহিনীর রয়েছে সর্বমোট ২৯৩টি জাহাজ।

২০১৯ সালের তথ্য নিয়ে পেন্টাগন ২০০ পৃষ্ঠার এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, গত বছরজুড়েও চীন তাদের নৌবাহিনী সম্প্রসারণের উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। ফলে দেশটির নৌবহরে আরো কিছু জাহাজ যুক্ত হয়ে থাকতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্ল্যান তাদের তৃতীয় বিমানবাহী রণতরী নির্মাণ করছে। এ রণতরীটি বহরে এরই মধ্যে যুক্ত আগের দুটির তুলনায় আকারে আরো বড় হবে এবং তাতে একটি ক্যাটাপাল্ট লঞ্চ সিস্টেমও যুক্ত থাকবে। পেন্টাগনের ধারণা অনুযায়ী, ২০২৩ সালে এটা বহরে যুক্ত হবে এবং পরের বছরই অভিযান উপযোগী হবে।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, চীন তাদের পঞ্চম প্রজন্মের এফসি-৩১/জে-৩১ মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান উন্নয়নের কাজটি অব্যাহত রেখেছে। রফতানি বা প্ল্যানের পরবর্তী ক্লাসের বিমানবাহী রণতরীর ভবিষ্যৎ জঙ্গিবিমান হিসেবে এটাকে উন্নয়ন করা হচ্ছে ধারণা পেন্টাগনের।

সমুদ্র তলদেশের ভেহিকল উন্নয়নে আগ্রহী ভারতের সরকারি সংস্থা

ভারত সরকারের কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক রিসার্চের অধীনে পরিচালিত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব গবেষণা সংস্থা 'দ্য সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (সিএমইআরআই) জলতলের ভেহিকল নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় তাদের আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। সংস্থাটি দীর্ঘক্ষণ জলের তলে থাকতে সক্ষম স্বচালিত আন্ডারওয়াটার ভেহিকল (এইউভি) নির্মাণের কথা জানিয়েছে। সিএমইআরআই সম্প্রতি তাদের গবেষণা জাহাজ 'সিন্ধু সাধনা' থেকে নিজস্ব উদ্ভাবনায় নির্মিত এইউভি-৫০০ প্রটোটাইপের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। ২০১২ সালে এ প্রটোটাইপ নির্মাণে গবেষণা কর্মসূচি শুরু করে সংস্থাটি। সে সময় ৫০০ থেকে ১ হাজার মিটার গভীরতায় চলাচলের উপযোগী প্রটোটাইপ নির্মাণের লক্ষ্য হাতে নেয়া হয়েছিল। ভেহিকলটি ভাসমান অবস্থায় রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি এবং জলতলে থাকার সময় অ্যাকুইস্টিক পদ্ধতিতে যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষম। টর্পেডো আকারের ও দশমিক ৭ মিটার দৈর্ঘ্যের এ এইউভি'র ওজন ৪০০ কিলোগ্রাম।

► কাতারের জন্য ফিক্সিয়ারির প্রথম টহল জাহাজ

কাতারকে সরবরাহ করা ফিক্সিয়ারির প্রথম টহল জাহাজ মুশেরিবেবের কারিগরি উদ্বোধন ১৮ সেপ্টেম্বর ইতালির লা স্পেজিয়া ইয়ার্ডে সম্পন্ন হয়েছে। ইতালির প্রতিরক্ষামন্ত্রী লরেঞ্জো গুয়েরিনি, কাতারের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী খালিদ বিন মোহাম্মদ আল আতিয়াহ, কাতার নৌবাহিনীর চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল আবদুল্লাহ হাসান আল সুলেইতি এবং ইতালিয়ান নৌবাহিনীর চিফ অব স্টাফ এডমিরাল জিউসেপ্পে ক্যাভো ড্রাজোনে এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে তাদেরকে স্বাগত জানান ফিক্সিয়ারির চেয়ারম্যান জিয়ামপিয়েরো মাসোলো ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জিউসেপ্পে বোনো। ২০২২ সালে কাতারের কাছে মুশেরিবেব ওপিভি টহল জাহাজটি হস্তান্তর করবে ফিক্সিয়ারি।

► ভারত ও জাপানের নৌবাহিনীর যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত

ভারতের নৌবাহিনী ও জাপানের নৌবাহিনী (জাপান মেরিটাইম সেলফ ডিফেন্স ফোর্স) ২৭ জুন ভারত মহাসাগরে যৌথ মহড়া দিয়েছে। এমন এক সময় মহড়াটি অনুষ্ঠিত হলো যখন এই অঞ্চলে চীনা নৌবাহিনীর হুমকি মোকাবিলায় ভারত, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার সমন্বয়ে একটি জোট গড়ে তোলার কথা চলছে। জাপান মেরিটাইম সেলফ ডিফেন্সের পক্ষে মহড়ায় অংশ নেয় স্কোয়াড্রন জাহাজ জেএস কাশিমা ও জেএস শিমাউকি। ভারতের পক্ষে দেশটির নৌবাহিনীর জাহাজ আইএনএস রানা ও আইএনএস কুলিশ দিনব্যাপী এ মহড়ায় অংশগ্রহণ করে। গত তিন বছরে দুই বাহিনীর মধ্যে এটা ১৫তম প্রশিক্ষণ।

► দ্বিতীয় ব্যাচের এলএমএসের কথা ভাবছে মালয়েশিয়ার নৌবাহিনী

দ্বিতীয় লিটোরাল মিশন শিপ (এলএমএস) প্রকল্পের বিষয়টি মূল্যায়ন করে দেখছে রয়্যাল মালয়েশিয়ান নৌবাহিনী (আরএমএন)। এ ব্যাপারে এককভাবে চারটি শিপবিন্ডার এবং মালয়েশিয়ার ডেসটিনি ও নেদারল্যান্ডসের ড্যামোনের যৌথ কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়া প্রস্তাব মালয়েশিয়ার নৌবাহিনী খতিয়ে দেখছে বলে বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। এর মধ্যে ৭০.৭ মিটার দীর্ঘ টহল জাহাজের প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের শিপবিন্ডার সুইফটশিপস। এছাড়া ৬৮ মিটারের অফশোর টহল জাহাজের প্রস্তাব এসেছে ড্যামোনের কাছ থেকে। পাশাপাশি জার্মান শিপবিন্ডার ফাসমার ৭০.২ ও মালয়েশিয়ান কোম্পানি প্রেস্টন ৭০ মিটার দীর্ঘ একটি টহল জাহাজের প্রস্তাব পেশ করেছে।

প্রতিরক্ষা শিল্পে বিদেশি ঋণ নিতে পারে ইন্দোনেশিয়া

প্রতিরক্ষাসংশ্লিষ্ট বিদেশি ঋণ ও সহায়তা কর্মসূচির অধীনে ২ হাজার কোটি ডলার ঋণ নেয়ার একটি প্রস্তাব বিবেচনা করছে ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং মন্ত্রণালয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো ওই প্রস্তাবে ২০২০-২৪ সময়ে দেশটির সামরিক বাহিনীর তিন শাখার সরঞ্জাম ও উপকরণ সংগ্রহে এ ঋণ নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। বিদেশি ঋণের মাধ্যমে যেসব সম্ভাব্য সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহের লক্ষ্য রয়েছে, তার মধ্যে থাকছে ২৪টি লকহিড মার্টিন এফ-১৬ডি যুদ্ধবিমান এবং নৌবাহিনীর মার্টিনেতা-ক্লাস ফ্রিগেটের দুটি পরবর্তী সংস্করণ। ইন্দোনেশিয়ার সর্বশেষ অর্থবছরের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে প্রায় ৬০ কোটি ডলার বরাদ্দ কমানোর পর বিদেশি ঋণের মাধ্যমে সামরিক সরঞ্জাম কেনার প্রস্তাব দিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। করোনাভাইরাসসৃষ্ট সংকট উত্তরাতে বাজেট কর্তনের এ সিদ্ধান্ত নেয় ইন্দোনেশিয়া।

সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ কর্মসূচির ঘোষণা গ্রিসের



ভূমধ্যসাগর ঘেরা ইউরোপীয় দেশ গ্রিস যুদ্ধবিমান, যুদ্ধজাহাজ এবং অত্যাধুনিক অস্ত্র-গোলাবারুদসহ সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিতসোতাকিস সম্প্রতি এ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, গ্রিসের সামরিক বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার আধুনিকায়নের পাশাপাশি ঢেলে সাজানো হবে। আধুনিকায়ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, হেলেনিক এয়ারফোর্সের (গ্রিসের বিমানবাহিনী) পুরনো মিরেজ যুদ্ধবিমানগুলো ১৮টি রাফাল যুদ্ধবিমানের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন। এগুলোর মধ্যে ছয়টি নতুন এবং ১২টি ব্যবহৃত। পাশাপাশি দেশটি আরো চারটি মাল্টিপারপাস ফ্রিগেট সংগ্রহ করবে। অন্যদিকে বহরে নিয়োজিত চারটি মোকা ২০০এইচএন ফ্রিগেটও আধুনিকায়ন করা হবে।

দেশটির সামরিক বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ করার উদ্যোগের মধ্যে থাকছে সেনাবাহিনীর জন্য অ্যান্টি-আর্মর অস্ত্র, নৌবাহিনীর জন্য হেলিওয়েট টর্পেডো এবং বিমানবাহিনীর জন্য গাইডেড মিসাইল সংগ্রহ কর্মসূচি। এছাড়া সাইবার আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তথ্য নিরাপত্তায় বিনিয়োগ বাড়ানো হবে। গ্রিস তাদের সামরিক বাহিনীতে আরো ১৫ হাজার সেনা নিয়োগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। এছাড়া তিন বাহিনীর জন্য ন্যাশনাল সার্ভিসের মেয়াদ ন্যূনতম ১২ মাস করার পরিকল্পনা রয়েছে দেশটির। বর্তমানে এ মেয়াদ সেনাবাহিনীর জন্য ৯ মাস এবং নৌ ও বিমানবাহিনীর জন্য ১২ মাস।

প্রতিরক্ষা শিল্প প্রসঙ্গে দেশটির প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশটির এলফেসিস শিপইয়ার্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ এরই মধ্যে আসতে শুরু করেছে। খুব শিগগিরই একটি কৌশলগত বিনিয়োগকারী স্কারামাস্টাস শিপইয়ার্ডের দায়িত্ব নেবে। হেলেনিক ভেহিকল ইন্ডাস্ট্রিজের বেসরকারীকরণও প্রায় শেষ পর্যায়ে। পাশাপাশি যুদ্ধবিমান রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে হেলেনিক অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

► থান্ডারফিশ এক্সএল এইউডি আনছে ক্র্যাকেন রোবোটিকস

অটোনোমাস আন্ডারওয়াটার ভেসেল থান্ডারফিশ এক্সএল উন্নয়নের ঘোষণা দিয়েছে কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠান ক্র্যাকেন রোবোটিকস। ৩১ আগস্ট ঘোষণাটি দেয় তারা। এজন্য কানাডা সরকারের কাছ থেকে তারা ৩২ লাখ ২০ হাজার ডলার তহবিলও পেয়েছে। ৪.৫ মিটার দীর্ঘ থান্ডারফিশ এক্সএলের প্রস্থ হবে ১.৪ মিটার। এটির ড্রাই ওয়েট ২ হাজার থেকে ২ হাজার ৫০০ কিলোগ্রামের মধ্যে। ৬ হাজার মিটার গভীরতা পর্যন্ত এটি কার্যক্রম চালাতে পারবে। জরিপকালে থান্ডারফিশ এক্সএলটি সেকেন্ডে ৩ মিটার গতিতে চলতে সক্ষম।

► মেক্সিকোর নৌবাহিনীর হাতে প্রডাক্ট ট্যাংকার আটক

চোরাই জ্বালানি তেল পরিবহনের অভিযোগে মেক্সিকোর নৌবাহিনী ২০ সেপ্টেম্বর ভেরাক্রুজ বন্দর থেকে একটি প্রডাক্ট ট্যাংকার আটক করেছে। মেক্সিকোর অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের কর্মকর্তারাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন। পাইপলাইন থেকে জ্বালানি তেল চুরি মেক্সিকোতে একটি সাধারণ ঘটনা এবং স্থানীয় ভাষায় এ কর্মকাণ্ডকে 'হ্যাটিকল' বলে ডাকা হয়। এটি বন্ধের চেষ্টা করে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোবো এবং কিছু ক্ষেত্রে সাফল্যও এসেছে। তবে সমস্যা পুরোপুরি যায়নি। ১১ সেপ্টেম্বরও কার্দ্দেনাসের কাছে পারনেক্স পাইপলাইনে একটি ট্যাপ দেখতে পায় মেক্সিকান কর্তৃপক্ষ। এছাড়া ১২ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চোরাই জ্বালানি তেল পরিবহনের সময় দুটি ট্রাক আটক করা হয়।

► পানামা সিটিতে পৌছেছে দুটি এলসিএসি

মার্কিন নৌবাহিনীর শিপ-টু-শোর কানেক্টর (এসএসসি) কর্মসূচির আওতায় কেনা নতুন প্রজন্মের দুটি ল্যান্ডিং ক্রাফট এয়ার কুশন (এলসিএসি) জাহাজ পানামা সিটি ডিভিশনের নেভাল সারফেস ওয়ারফোর সেন্টারে (এনএসডব্লিউসি) পৌছেছে। চলমান গবেষণা, উন্নয়ন, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন (আরডিটিআইডি) কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কেনা হয়েছে জাহাজ দুটি। এলসিএসি ৯১-এর পাহারায় নতুন কেনা এলসিএসি ১০০ ও এলসিএসি ১০১ জাহাজ দুটি ২ সেপ্টেম্বর পানামা সিটিতে পৌছায়। ২০১২ সালের জুলাইয়ে ২১ কোটি ২৭ লাখ ডলারে এলসিএসি ১০০ জাহাজটির নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণের কার্যাদেশ পায় টেক্সটন সিস্টেমস। পরবর্তীতে তারা এলসিএসি ১০১-১০৮ এবং ২০২০ সালের এপ্রিলে এলসিএসি ১০৯-১২৩ এর কার্যাদেশও পায় কোম্পানিটি।

করোনার কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ কার্যক্রম



করোনাভাইরাসসৃষ্ট মহামারির কারণে বৈশ্বিক সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছে শিল্পসংশ্লিষ্টরা। এ শিল্পের ওপর মহামারির প্রভাব নিরূপণে সম্প্রতি এক জরিপ পরিচালনা করে ভারডিস্ট নামের একটি প্রতিষ্ঠান। অংশগ্রহণকারীদের ৪৭ শতাংশ জানায়, এ শিল্পে মহামারির প্রভাব হবে তীব্র। ২৬ শতাংশ মনে করছে মহামারির প্রভাব হবে স্বাভাবিক। অন্যদিকে সংগ্রহ কার্যক্রমে কোনো প্রভাব পড়বে না জানিয়েছে বাদবাকি ২৭ শতাংশ অংশগ্রহণকারী। গত বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারডিস্টের প্রতিরক্ষা-বিষয়ক তিনটি সাইট এয়ারফোর্স টেকনোলজি, আর্মি টেকনোলজি এবং নেভাল টেকনোলজির

পাঠকদের কাছ থেকে সংগৃহীত উত্তরের ভিত্তিতে এ বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে তারা।

করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং ভাইরাসের প্রকোপ সীমিত করতেই

মনোযোগ বাড়িয়েছে। ফলে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও শ্লথ হয়েছে। বিশ্বব্যাপকের পূর্বাভাস বলছে, ২০২০ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতি সংকুচিত হবে ৫ দশমিক ২ শতাংশ। ফলে এর প্রভাব পড়েছে প্রতিরক্ষা ব্যয়ে। রাশিয়া, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ডসহ বেশকিছু দেশ অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলায় প্রতিরক্ষা ব্যয় প্রায় শূন্যের কোটায় নামিয়ে এনেছে। ন্যাটো জোটের আধুনিকায়ন কর্মসূচিও সংক্রমণের ধাক্কায় বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধিতে শ্লথতার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা শিল্পের বৈচিত্র্যময় সরবরাহ শৃঙ্খল ও উৎপাদন স্থানের কারণেও সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ভারডিস্টের প্রতিবেদনে

উঠে এসেছে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণের প্রভাবে প্রতিরক্ষা শিল্পের কনসোলিডেশন ও ফ্রাগমেন্টেশনও বাড়বে। জরিপে অংশ নেয়া ৬৩ শতাংশ এমন মত দিয়েছে। অন্যদিকে ৩৭ শতাংশ জানিয়েছে, প্রতিরক্ষা শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থায় মহামারির উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব পড়বে না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, চলমান মহামারি এ শিল্পের সরবরাহ শৃঙ্খল কার্যক্রম পর্যালোচনায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার, সরবরাহকারী ও উৎপাদকদের রীতিমতো বাধ্য করেছে। এমনও দেখা গেছে, প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম অন্য উৎস থেকে তৈরি করে আনতে না পেরে উৎপাদকদের মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের প্রডাকশন লাইনে পরিবর্তন নিয়ে এসে ডেন্টিলেটর বা মাস্কের মতো চিকিৎসাসামগ্রী উৎপাদন করতে বাধ্য হয়েছে। এর আগে গত এপ্রিলে মহামারি বৈশ্বিকভাবে ছড়িয়ে পড়ার প্রাথমিক পর্যায়ে পেন্টাগন ঘোষণা দেয় যে, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সরবরাহ শৃঙ্খল বাধাগ্রস্ত হওয়ায় তারা ধারণা করছে, সংস্থাটির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা কর্মসূচিগুলো তিন মাস পিছিয়ে যেতে পারে।

এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের ক্যারিয়ার ট্রায়ালে যাচ্ছে লকহিড

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্ভাব্য বৈশ্বিক গ্রাহকদের জন্য এফ-৩৫ লাইটনিং টু জয়েন্ট স্ট্রাইক ফাইটারের (জেএসএফ) এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ট্রায়াল শুরু করতে লকহিড মার্কিনের সঙ্গে চুক্তি করেছে। চুক্তিটি ২৫ কোটি মার্কিন ডলারের বৃহত্তর ডেভেলপমেন্টাল সাপোর্ট কনট্রাক্টের একটি অংশ। ক্যারিয়ার ট্রায়াল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য না জানানো হলেও ধারণা করা হচ্ছে, এটা এফ-৩৫বি'র শর্ট টেক-অফ অ্যান্ড ভার্টিক্যাল ল্যান্ডিং-সংশ্লিষ্ট। বর্তমানে ইউএস মেরিন, যুক্তরাজ্যের রয়্যাল নেভি ও রয়্যাল এয়ারফোর্স, ইতালিয়ান নেভি তাদের উভচরী অ্যান্ড শিপ এবং বিমানবাহী রণতরীর জন্য এফ-৩৫বি সংগ্রহ করেছে। অন্যদিকে এফ-৩৫এ'র গ্রাহক অস্ট্রেলিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, স্পেন এবং দক্ষিণ কোরিয়া শর্ট টেক-অফ অ্যান্ড ভার্টিক্যাল ল্যান্ডিং সক্ষমতার যুদ্ধবিমানের প্রতি তাদের আগ্রহের কথা জানিয়েছে। এর আগে তুরস্ক এ বিমান সংগ্রহে আগ্রহের কথা জানিয়েছিল।

কানাডার নৌবাহিনীর কাছে প্রথম আর্কটিক প্যাট্রোল জাহাজ হস্তান্তর

নতুন প্রজন্মের আর্কটিক অ্যান্ড অফশোর প্যাট্রোল শিপ (এওপিএস) নির্মাণের কার্যাদেশ দেয়ার পাঁচ বছর পর রয়্যাল কানাডিয়ান নেভি প্রথম এওপিএস হাতে পেয়েছে। ন্যাশনাল শিপবিল্ডিং স্ট্র্যাটেজির অধীনে এ নির্মাণাদেশ দেয়া হয়। হ্যারি ডিওলফ নামের এই অত্যাধুনিক ভেসেলটি গত ৫০ বছরের মধ্যে কানাডায় নির্মিত সবচেয়ে বড় নেভাল জাহাজ।

কানাডার অফশোর জলসীমা এবং উত্তরাঞ্চলে টহল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ছয়টি এওপিএস নির্মাণ করছে কানাডা। প্রথমটি হাতে পাওয়ার পর আর্কটিক অঞ্চলে কানাডিয়ান আর্মড ফোর্সেসের উপস্থিতি আরো জোরালো হবে এবং নৌবাহিনীর নজরদারি কার্যক্রম আরো সহজ হবে। বহুমুখী কাজের উপযোগী এ জাহাজ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অভিযানেও যুক্ত হতে পারবে।

হ্যারি ডিওলফ নামের জাহাজটি ১২০ সেন্টিমিটার পুরু বরফের মধ্য দিয়ে

চলাচল করতে পারবে। জাহাজটি একটি সাইক্লোন হেলিকপ্টারসহ ছোট বেশ কয়েকটি যান, নৌকা ও কনটেইনার পরিবহনে সক্ষম। ফলে কানাডীয় নৌবাহিনী আর্কটিকের যেসব অঞ্চলে আগে প্রবেশ করতে পারত না, সেখানেও কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। নতুন এওপিএসগুলোর ঘাঁটি হিসেবে নির্মাণ করা হচ্ছে নানিসিভিক নেভাল ফ্যাসিলিটি। ২০২২ সালে এ ঘাঁটির নির্মাণ কাজ শেষ হবে আশা করা হচ্ছে।

নতুন নির্মিত জাহাজটি হ্যালিফাক্স শিপইয়ার্ড থেকে সিএফবি হ্যালিফাক্স ডকইয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে জাহাজটির মালিকানা রয়্যাল কানাডিয়ান নেভির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

প্রথম জাহাজটি হস্তান্তরের আগেই আরো তিনটি এওপিএসের নির্মাণকাজ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠটির নির্মাণকাজ শুরু হবে যথাক্রমে ২০২১ ও ২০২২ সালে।

বার্তার মাধ্যমে মার্কিন নেভিতে কমিশনড হলো ইউএসএস ত্রিপোলি

করোনাভাইরাসের ঝুঁকির কারণে নতুন আমেরিকা-ক্লাসের উভচর যান ইউএসএস ত্রিপোলির আনুষ্ঠানিক কমিশন অনুষ্ঠান বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে মার্কিন নৌবাহিনী। পরিবর্তে মিসিসিপির পাসকাগুলা থেকে প্রশাসনিক বার্তা পাঠিয়ে জাহাজটির কমিশন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সময় ত্রিপোলির নাবিকরা ডেকে পতাকা উত্তোলন করে কমিশন অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করে।

মার্কিন নৌবাহিনীর এক্সপেডিশনারি স্ট্রাইক গ্রুপ থ্রি'র কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল ফিলিপ সোবেক কমিশন অনুষ্ঠানের বার্তা বলেন, নৌবাহিনীতে আমাদের ধারাবাহিক বিনিয়োগ, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির অনন্য উদাহরণ হচ্ছে ত্রিপোলি। তিনি এ উপলক্ষে ত্রিপোলির ক্রুদের তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানান।

উভচর যান ত্রিপোলির নির্মাণকাজ সম্পন্নের পরই এখানে অবস্থানরত ক্রুরা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়। গত

বছরের মার্চের মাঝামাঝি প্রথম ধাপে ক্রুদের জাহাজটিতে পাঠানো হয়। এর পরপরই সেখানে ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। কয়েকজন নাবিক ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সংক্রমণ রুখতে ৬৩০ জন ক্রুকে সমুদ্র পার্শ্ববর্তী স্থাপনায় সরিয়ে নেয়া হয়। আর এ পদক্ষেপের কারণে কয়েক ডজন নাবিকের পর আর কেউ নতুন করে আক্রান্ত হয়নি। পাশাপাশি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে মার্কিন নৌবাহিনী আগাম কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ঝুঁকি সীমিত করতে ত্রিপোলির প্রায় ১০০ জন নাবিককে কেসলার বিমানঘাঁটিতে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। এছাড়া বিমানঘাঁটির চিকিৎসকরা ত্রিপোলির ৯০০ নাবিকের টেস্ট সম্পন্ন করে।

উভচর যান ইউএসএস মার্কিন আইল্যান্ডের ডিজাইনের আদলে ত্রিপোলি ডিজাইন করা হয়েছে। তবে প্রথাগত উভচর যানের তুলনায় ত্রিপোলি কিছুটা হালকা ক্যারিয়ার। পূর্বসূরীদের মতো এর ডেকে জলবাহিত অ্যাসল্ট ভেহিকল নিক্ষেপের কোনো সুবিধা নেই।

ডাইনামিক মেরিনার মহড়ায় অংশ নিচ্ছে ন্যাটো সঙ্গীরা

ফ্রান্সের জলসীমায় অনুষ্ঠেয় ডাইনামিক মেরিনার অনুশীলনে ন্যাটোভুক্ত সাতটি দেশ অংশ নিচ্ছে। ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত চলা এ মহড়া ন্যাটো জোটসঙ্গীদের যৌথভাবে কাজের সক্ষমতা আরো মজবুত করা হবে আশা করা হচ্ছে। মহড়ায় অংশ নিচ্ছে ৩১টি সারফেস জাহাজ, একটি সাবমেরিন, তিনটি মেরিটাইল প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট এবং আরো কিছু আকাশযান। বেলজিয়াম, ফ্রান্স, গ্রিস, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, স্পেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সরঞ্জাম ও সেনারা এ মহড়ায় অংশ নেবে। ন্যাটো মেরিটাইম কমান্ড এ মহড়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছে, যেখানে যুক্ত রয়েছে স্ট্যান্ডিং ন্যাটো মেরিটাইম গ্রুপ টু এবং স্ট্যান্ডিং ন্যাটো মাইন কাউন্টারমেজারস গ্রুপ টু। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে নিরাপত্তামূলক পূর্বসতর্কতা অবলম্বন করে এবারের মহড়াটি বেশ সীমিত আকারে পরিচালনা করা হচ্ছে।

► অ্যান্টি-সাবমেরিন হেলিকপ্টারকে অস্ত্রসজ্জিত করেছে ফিলিপাইন নেভি

ফিলিপাইনের নৌবাহিনী তাদের দুটি লিওনার্দো এডব্লিউ১৫৯ লিংক্স ওয়াইল্ডক্যাট অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার (এএসডব্লিউ) হেলিকপ্টারে আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য স্পাইক এনএলএস ক্ষেপণাস্ত্র ও শার্ক লাইটওয়েট টর্পেডো সংযোজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশটির নৌবাহিনীর প্রধান ভাইস এডমিরাল জিওভানি কার্লো বাকোর্ডো ১৮ সেপ্টেম্বর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। ২০১৯ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে অস্ত্রগুলো সরবরাহ করা হয় বলেও জানান তিনি। প্রপেল্যান্ট মোটরচালিত স্পাইক এনএলএস ২ হাজার মিটার উপর দিয়ে সর্বোচ্চ ৩০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুরে আঘাত হানতে সক্ষম। অন্যদিকে ব্লু শার্ক হচ্ছে ৩২৪ এমএম টর্পেডো। দক্ষিণ কোরিয়ার এজেন্সি ফর ডিফেন্স ডেভেলপমেন্ট (এডিডি) ও এলআইজি নেস্স ১ যৌথভাবে এটির উন্নয়ন করেছে।

► দক্ষিণ কোরিয়ার নৌবাহিনীর সিসফোরআইয়ের আধুনিকায়ন সম্পন্ন

রিপাবলিক অব কোরিয়া নেভি তাদের কমান্ড, কন্ট্রোল, কমিউনিকেশন, কম্পিউটার ও ইন্টেলিজেন্স বা সিসফোরআইয়ের আধুনিকায়ন করেছে। বাহুল্য বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সিস্টেমটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত ১২ কোটি ৪০ লাখ ডলারের প্রকল্পের আওতায় এটি করা হয়েছে। এর ফলে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নৌবাহিনীর কমান্ড ও কন্ট্রোল বাস্তবায়নের সক্ষমতা ব্যাপক হারে বাড়বে বলে ৭ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করে দক্ষিণ কোরিয়ার ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন প্রোগ্রাম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডিএপিএ)। নতুন ব্যবস্থাটি আগেরটির চেয়ে তিন গুণ বেশি তথ্য ব্যবস্থাপনা করতে সক্ষম। এসব তথ্য নৌবাহিনীর অন্য ইউনিটগুলোর সাথেও বিনিময় করা যাবে।

► রুশ ফ্রিগেটের সাথে রিফার শিপের সংঘর্ষ

রাশিয়া-সুইডেন নৌপথে চলাচলকারী মার্শাল আইল্যান্ডের পতাকাবাহী রিফার শিপ আইস রোজের সাথে রুশ নৌবাহিনীর একটি ফ্রিগেটের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে ডেনমার্কের উপকূলের কাছে ঘন কুয়াশার কারণে এই সংঘর্ষ হয়। এ সময় ১৪,৫০০ ডিডব্লিউটি ধারণক্ষমতার রিফার শিপটি ওরেন্সুড চ্যানেল পারি দিচ্ছিল। প্রাথমিকভাবে ফ্রিগেটটির পরিচয় জানা না গেলেও, পরবর্তীতে রুশ নিউজ এজেন্সি টাস জানায়, দেশটির বাস্টিক ফ্লিট দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছে এবং এটি ছিল কাজানেটস নামের একটি ছোট আকৃতির অ্যান্টি-সাবমেরিন শিপ। দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

মার্কিন নেভিকে বোট হ্যান্ডলিং সিস্টেম দিচ্ছে ভেস্টডেভিট

জাহাজে স্থাপিত ছোট আকারের ক্রেন (ভেস্টিট) সরবরাহে বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান ভেস্টডেভিট মার্কিন নৌবাহিনীর দুটি এক্সপেডিশনারি ফাস্ট ট্রান্সপোর্ট (ইপিএফ) বোট লঞ্চ-অ্যান্ড-রিকভারি সিস্টেম সরবরাহের কার্যাদেশ পেয়েছে। বৈশ্বিক জাহাজনির্মাণ প্রতিষ্ঠান অস্টালের ইয়ার্ডে বর্তমানে নির্মাণাধীন ইপিএফ দুটিতে সরঞ্জামগুলো যুক্ত হলে নৌবাহিনীর সামরিক ও মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা আরো সহজ হবে। ভেস্টডেভিট মার্কিন নেভির দুটি ইপিএফের জন্য দুটি ট্রিটিভি-৭০০০ ভেস্টিট সিস্টেম সরবরাহ করবে। প্রথম যানটি চলতি বছরের হস্তান্তর করা হবে। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সেনা পরিবহনের পাশাপাশি সামরিক ভেহিকল ও সরঞ্জাম বহনে ইপিএফগুলো ব্যবহার করা হবে। সর্বশেষ এ চুক্তিটি ভেস্টডেভিট এবং অস্টালের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের সূত্র ধরে ভেস্টডেভিট এরই মধ্যে অস্টাল অস্ট্রেলিয়াকে ৬০টির বেশি ভেস্টিট সিস্টেম সরবরাহ করেছে।

হাডসন নদী অতিক্রম করল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডেস্ট্রয়ার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক ভিনটেজ যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস স্নেটার সম্প্রতি নিউইয়র্কের হাডসন নদী অতিক্রম করেছে। টাগবোটের সহায়তায় অতিক্রম করা এ যুদ্ধজাহাজটি হাডসন নদী দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় এক আবেগঘন মুহূর্তের সৃষ্টি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ডেস্ট্রয়ার এসকটের মধ্যে কেবল স্নেটারই ভাসমান রয়েছে।

টিকে থাকা ডজনখানেক ডেস্ট্রয়ার এসকটের মধ্যে এখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কনফিগারেশনে রয়েছে ইউএসএস স্নেটার। ১৯৪৩ সালে ফ্লোরিডার টাম্পায় নির্মিত এ ডেস্ট্রয়ারটিই একমাত্র টিকে থাকা ক্যানন ক্লাস ডেস্ট্রয়ার, যেটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিন নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত ছিল। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে নির্মিত একই ধরনের ৫৬৩টি জাহাজের মধ্যে এটি একটি। মিত্রবাহিনীর অ্যান্টি-সাবমেরিন অভিযানে এ ডেস্ট্রয়ারগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

ডেস্ট্রয়ার এসকট ক্লাসের ইতিহাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে

জড়িত। যুদ্ধের শুরুতে ব্রিটিশ নৌবাহিনী মার্কিন সহায়তা চাইলে যুক্তরাষ্ট্র নতুন ক্লাসের এ যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ শুরু করে। ১৯৪৪ সালে নৌবাহিনীতে কমিশন হয় ইউএসএস স্নেটারের। জাহাজটির নামকরণ হয় ফ্র্যাংক ও স্নেটার নামের এক নাবিকের সম্মানে। গুয়াডালকানাল যুদ্ধে ইউএসএস স্যান ফ্রান্সিসকোতে নিয়োজিত থাকার সময় নিহত হন স্নেটার। বহরে যুক্ত হওয়ার পর প্রথমদিকে আটলান্টিকে দায়িত্ব পালনের পর বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে নিযুক্ত হয় জাহাজটি। জাপানের আত্মসমর্পণের পর ১৯৪৬ সালের প্রথমদিকে এটা যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসে এবং ওই বছরের বসন্তে ডিকমিশনড হয়।

১৯৫১ সালে গ্রিসের হেলেনিক নেভির কাছে জাহাজটি হস্তান্তর করা হয়। সেখানে এটোস নামে ৪০ বছর ধরে নিয়োজিত ছিল জাহাজটি। সে সময় প্রশিক্ষণ, টহল, মহড়া ও অভিযান মিলিয়ে ৩ হাজার ২২৩টি যাত্রা সম্পন্ন করে স্নেটার।



গৌরবে-সৌরভে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পথচলা

ক্যাপ্টেন এ বি চৌধুরী, পিএসসি, বিএন (অব.)

এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং শত-সহস্র লোকের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই মহান স্বাধীনতা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা। ১৯৬৯ সালে জাতির পিতার ছয় দফা দাবিতেই প্রোথিত হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উন্মেষ। ১৯৭১ সালে ঐতিহাসিক সেক্টর কমান্ডারস কনফারেন্সের ঘোষণার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসক হতে পাকিস্তান-ভারত স্বাধীনতা অর্জনের সময় দুই দেশই উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক যুদ্ধজাহাজ, সরঞ্জাম পেয়েছিল। পাকিস্তান নৌবহরে তখন দক্ষ, অভিজ্ঞ অফিসার এবং নাবিকরাও ছিলেন। কিন্তু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের চিত্র ছিল

সম্পূর্ণ বিপরীত। পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জাহাযরা ইচ্ছাকৃতভাবেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর বিশেষ কোনো যুদ্ধজাহাজ বা নৌবাহিনীর উল্লেখযোগ্য অফিসার এবং লোকবল রাখেনি। বরং যা ছিল, তা যুদ্ধে হেরে যাবার পূর্বেই হয় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল অথবা ধ্বংস করে ফেলেছিল।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয় লাভের পরও ৬ এপ্রিল ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে জেনারেল এম এ জি ওসমানীর অধীনে একত্রিত ছিল। কমান্ডার নেভি হিসেবে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল থেকে ২৭ মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অপারেশন জ্যাকপটের স্টাফ অফিসার নেভাল অপারেশনস্ হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী

ভারতীয় নৌবাহিনীর কমান্ডার মোহন নারায়ণ রাও সামান্স (ভারতীয় নেভি) নিযুক্ত ছিলেন। এ সময় বাঙালি নৌবাহিনী অফিসার কমান্ডার নুরুল হক পশ্চিম পাকিস্তানের বশ্যতা (ডি ফেকটো) অস্বীকার করে ছয় বছরের এক পুত্র এবং স্ত্রীসহ মাছ ধরার এক ধরনের ৪০ ফুট লম্বা কাঠের বোটে করে ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওমান-দুবাই এবং ভারত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে এসে পৌঁছান। জেনারেল ওসমানীর নির্দেশে তিনি ২৮ মার্চ ১৯৭২ সালে কমান্ডার মোহন নারায়ণ রাও থেকে কমান্ডার নেভি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী পূর্বেকার একত্রিত অবস্থান থেকে স্বতন্ত্র এবং আলাদাভাবে আত্মপ্রকাশ এবং পূর্ণাঙ্গ বাহিনীরূপে পুনর্গঠিত হয়। কর্নেল

শফিউল্লাহ, গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার এবং ক্যাপ্টেন নুরুল হককে যথাক্রমে সেনা, বিমান এবং নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগ প্রদান করা হয়। ১৯৭৩ সালের ৬ নভেম্বর সদ্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফেরত ক্যাপ্টেন মুশাররফ হুসেন খানকে অ্যাডহক ভিত্তিতে বাহিনী প্রধানের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। একই দিনে একটি দেশের তিন বাহিনীর আত্মপ্রকাশ একটা বিরল ঘটনা।

আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা অত্যন্ত জরুরি, তা হলো ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ফ্রান্সের তুলন শহরে পাকিস্তান নৌবাহিনীর জন্য নির্মীয়মাণ ‘ম্যাংরো’ নামের সাবমেরিনের জন্য প্রশিক্ষণরত আটজন বাঙালি নাবিক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে চরম ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে ফ্রান্স-স্পেন-ইতালি হয়ে ভারত পৌঁছান। সেখানে তাঁরা নৌ-কমান্ডো প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশে এসে অপারেশন জ্যাকপট এবং অন্যান্য কমান্ডো অপারেশন পরিচালনা করে পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেন। ইউরোপের একটি আধুনিক শহরে এ ধরনের নিশ্চিত, আরাম-আয়েশপূর্ণ জীবনের মায়া ত্যাগ করে, এমনকি কৃত অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের মতো আশঙ্কা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ঘটনা রূপকথাকেও হার মানায়। নিজ দেশের মানুষের প্রতি, নিজ মাতৃভূমির প্রতি কী ধরনের মায়া থাকলে একটি সুসংগঠিত বাহিনীর এতজন লোক একসঙ্গে এ রকম একটি চরম এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতে পারেন তা বলাই বাহুল্য।

আজ আমরা ভাবতেও শিহরিত হই যে, পাকিস্তানের পাসপোর্ট ছুড়ে ফেলে অভাবনীয় দ্রুততায় এবং মুগ্ধিয়ানায় অন্য একটি দেশের অস্থায়ী ভ্রমণ পাস সংগ্রহ করে নিশ্চিহ্ন গোপনীয়তায় কী এক অপার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এ ধরনের একটি কাজ করা সম্ভব হলো! তাদের প্রতি আমাদের ঋণ শোধ হবার মতো নয়। তাদের নেতৃত্বে এবং পরিচালনায় যে কয়টি গেরিলা নৌ-কমান্ডো আক্রমণ হয়েছে, এতে শুধু পাকিস্তানি নৌ-সেনা নয়, বরং পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত গোটা পাকিস্তানি বাহিনীকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছিল। আক্রমণের ব্যাপ্তি এবং ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতায় পাকিস্তানি বাহিনী ১৫ আগস্ট ১৯৭১ সাল থেকে বলতে গেলে পরাজয়ের দিনক্ষণ গুনতে শুরু করেছিল। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এই আটজন বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি রইলো আমাদের অপার শ্রদ্ধা আর সম্মান।

এছাড়া তখন দেশের অভ্যন্তর থেকে প্রায় ৫০০ জনের বেশি তরুণ, সাহসী, দক্ষ সাঁতারু এবং দেশপ্রেমিক নৌ-কমান্ডো হিসেবেও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তখন পূর্ব পাকিস্তান অংশে কর্মরত পাকিস্তান নৌবাহিনীর বেশকিছু বাঙালি নাবিক স্বেচ্ছায় ঘাঁটি এবং জাহাজ ত্যাগ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভিন্ন সেক্টরে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এ সকল অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা, নৌ-কমান্ডো, নাবিক এবং

দেশপ্রেমিকের অবদান এবং সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ এক কথায় অবিস্মরণীয় এবং আমাদের চিরদিন পরম শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে তা মনে রাখতে হবে।

অপারেশন জ্যাকপট এর গেরিলা আক্রমণের কারণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বন্দরসমূহে অবস্থানরত জাহাজসমূহের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। পশুর নদীর প্রবেশপথে অপারেশন হটপট এর মাধ্যমে মাইন স্থাপনের ফলে মোংলা বন্দরে দেশি-বিদেশি জাহাজের আগমন এবং প্রস্থানে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল তাতে তখনকার পাকিস্তানি সামরিক জাহাজের সকল হিসাব-নিকাশ পাল্টে গিয়েছিল। বাঙালিদের কাছে নাস্তানাবুদ এবং বিদেশ থেকে খাদ্য, অস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি নাবিক, সৈনিকদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙেই গিয়েছিল বলা যেতে পারে।

স্বাধীনতার পর সীমিত সম্পদ আর নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে বঙ্গবন্ধু একটি যুদ্ধবিন্দুস্ত দেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। একটি দক্ষ, শক্তিশালী ও আধুনিক নৌবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি যুগোস্লাভিয়া ও ভারত থেকে ৫টি আধুনিক রণতরী সংগ্রহের পাশাপাশি নৌবাহিনীর বৃহত্তম প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানোজা দ্বীপা খান কমিশনিং করেন এবং নৌবাহিনীকে ‘নেভাল এনসাইন’ প্রদান করেন। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সমুদ্রসম্পদ রক্ষায় নৌবাহিনীর গুরুত্ব অনুধাবন করেই জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে ‘টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জেনারেল অ্যান্ড’ প্রণয়ন করেন। জাতির পিতার প্রণীত পথ ধরেই আমরা প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের মাধ্যমে অর্জন করেছি ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের এক বিশাল সমুদ্র এলাকা।

সময়ের আবর্তনে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ সুযোগ্য নেতৃত্ব, সকলের কঠোর পরিশ্রম, আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় স্বল্প সময়েই এক সম্মানজনক অবস্থানে এসেছে। খুব বেশি নৌবাহিনীর ক্ষেত্রে এত দ্রুত উন্নয়ন ঘটেনি। আধুনিক যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন, ডোজোজাহাজ ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি সংযোজনের মাধ্যমে নৌবাহিনী বর্তমানে ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের এই বিশাল জলসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিস্তীর্ণ সমুদ্রের বিপুল মৎস্য ও খনিজসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। সেই সাথে সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় মানব পাচার, চোরালান রোধ, জলদস্যুতা দমন, জেলেদের নিরাপত্তা বিধান, বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিতসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে রু-ইকোনমির বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সদা তৎপর। পাশাপাশি দেশের নদ-নদী রক্ষা এবং সমুদ্রবন্দরসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মাধ্যমে সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতিকেও গতিশীল রাখছে নৌবাহিনী।



বানোজা দ্বীপা খান কমিশনিং এবং নৌবাহিনীকে নেভাল এনসাইন প্রদান করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইতিহাসে ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ দশক নানা কারণে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। প্রথমত, এটা হচ্ছে নৌবাহিনীর জন্ম দশক। দ্বিতীয়ত, এই দশকেই যুক্তরাজ্য থেকে দুটি ফ্রিগেট সংগ্রহের মাধ্যমে নৌবাহিনী সমুদ্র গমনের সক্ষমতা অর্জন করে। মাত্র ১৮০ জন জেসিও এবং তদন্ত নাবিক নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে আটকা পড়া অফিসার নাবিক আসা শুরু হয় ১৯৭৩ সালের মার্চ/এপ্রিল থেকে। তখন নৌবাহিনীর বহরে কোনো জাহাজই ছিল না অথচ বাহিনী গঠিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ৪ এপ্রিল প্রথম জাহাজ বানোজা পদ্মা কমিশনিং হয়। অবশ্য পরবর্তী ১০ বছরে আরো প্রায় ২০টি জাহাজসহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং কাপ্তাইয়ে পাঁচটি ঘাঁটি নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়। ১৯৭৬ সালের ১০ ডিসেম্বর এবং ১৯৭৮ সালের ৬ জুলাই যথাক্রমে বানোজা ওমর ফারুক এবং আলী হায়দার বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশনিং করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালের ১০ ডিসেম্বর শহিদ ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুজুল আমিনকে ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ উপাধিতে ভূষিত করে। বর্তমান বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য এই দশক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ



নেভাল একাডেমিতে নির্মিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ সুবিধাসংবলিত 'বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স'

দশক। আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে রয়েছে প্রথম সমুদ্র মহড়া, প্রথম শুটিং প্রতিযোগিতা এবং প্রথম স্বাধীনতা দিবস কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮১ থেকে ১৯৯০ দশকে অনেক জাহাজ নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হতে থাকে। প্রায় ৩৬টি ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের জাহাজ কমিশনিং হয়। সেই সাথে বৃদ্ধি পায় নাবিক নিয়োগের সংখ্যাও। নৌবাহিনীর জাহাজ থেকে প্রথম সফল মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়। বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি প্রথমবারের মতো নিজস্ব একাডেমিতে মিডশিপম্যান পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯০ থেকে ২০০০ দশকে মোট ১৩টি ছোট-বড় জাহাজ নৌবাহিনীতে সংযুক্ত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মৃতপ্রায় এবং অলাভজনক খুলনা শিপইয়ার্ডকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করে নবজীবন দান করেন। সামরিক বাহিনীর মধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীই প্রথম মহিলা অফিসার ভর্তির মাধ্যমে পুনরায় এক অনন্য রেকর্ড সৃষ্টির অধিকারী হয়। এই দশকেই ১৯৯১-এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এক মর্মান্তিক ক্ষতির শিকার হয়। ৬টি জাহাজ ডুবে যায় এবং বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটি, উল্কার প্রভৃত ক্ষয়ক্ষতি হয়।

২০০১ থেকে ২০১০ দশকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের সীমানা ছাড়িয়ে লেবাননে বিদেশের জলসীমায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী হিসেবে দুটি জাহাজ পাঠায়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এটা ছিল একটি বড় ধরনের অর্জন। এই দশকেই সম্পূর্ণ নতুন একটি আধুনিক

যুদ্ধজাহাজ বানৌজা বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর নামে নামকরণ ও কমিশনিং করেন। এছাড়া প্রথম সার্ভে ফ্রিগেট জাহাজ বানৌজা অনুসন্ধান বহরে যুক্ত হয়।

২০১১ থেকে ২০১৮ এই চলমান দশকে এমপিএ, হেলিকপ্টার এবং সাবমেরিন বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়। এই দশকে মোট তিনটি

ঘাঁটি এবং ১৬টি জাহাজ সংযুক্ত হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইতিহাসে অ্যাডমিন ভবন, আবাসিক ভবন, মাল্টি পারপাস হল মিলে ২২টির মতো আধুনিক এবং ব্যতিক্রমী ডিজাইনের বহুতল ভবন নির্মাণের একটি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। খুলনা শিপইয়ার্ডে নতুন পাঁচটি নতুন জাহাজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। লোকসানের কারণে সম্ভাব্য লে-অফের হাত থেকে চট্টগ্রাম ড্রাইডককে বাঁচাবার জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে হস্তান্তর করা হয়। এই

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন লেবাননে নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ 'সংগ্রাম'





যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জেতা নৌবাহিনীর ভূমিকা থেকে
নির্মাণে নৌবাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে

দশকে প্রথম বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে চার
তারকাবিশিষ্ট এডমিরাল হিসেবে নৌবাহিনী প্রধান
নিযুক্তি পান।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্মলগ্ন
থেকে বিগত প্রায় ৪৯ বছরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর
বহরে যুক্ত হয়েছে ছোট-বড় নানা ধরনের
উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনেক আধুনিক যুদ্ধজাহাজ,
কমিশনিং হয়েছে অনেক ঘাঁটি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ইত্যাদি। অবকাঠামো যুক্ত হয়েছে উল্লেখযোগ্য।
বিশেষ করে এমপিএ, হেলিকপ্টার এবং দুটি
সাবমেরিনের সংযুক্তি বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ
নৌবাহিনীকে একটি মর্যাদার আসনে বসিয়েছে।
নিঃসন্দেহে এ অগ্রযাত্রা খুবই সন্তোষজনক এবং

আমাদের আশাবাদী করে তোলে। তবে এতেই
আত্মতৃপ্ত হওয়া যাবে না। এখন আবশ্যিক পেশাগত
মানের উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা। দেশের স্বার্থেই
নৌবাহিনীর এই সম্প্রসারণ আবশ্যকীয় এবং
প্রয়োজন ছিল। কেননা বাংলাদেশের ভূপৃষ্ঠের
আয়তন না বাড়লেও মিয়ানমার এবং ভারতের সাথে
সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হওয়ার পর বাংলাদেশের
আয়তনের প্রায় সম-আয়তনে বেড়েছে বাংলাদেশের
সমুদ্র এলাকা। ফলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দায়িত্ব
বেড়ে গেছে অনেক গুণ। এছাড়া বাংলাদেশ
নৌবাহিনী তাদের ওপর অর্পিত প্রথাগত দায়িত্ব
ছাড়াও চট্টগ্রাম বন্দর, মোংলা বন্দর, বিএসসি,
বিআইডব্লিউটিএ পরিচালনার দায়িত্বও দীর্ঘদিন ধরে
অতি দক্ষতার সাথে পালন করে আসছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার খুলনা শিপইয়ার্ড
লি., নারায়ণগঞ্জ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ডকইয়ার্ড লি.
এবং চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেডকে বাংলাদেশ
নৌবাহিনীকে পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করায়
নিজেদের লোকবলের ওপর পড়েছে বেশ চাপ।
ফলে প্রাধিকারভুক্ত সীমিত সংখ্যক অফিসার এবং
সীমিত সংখ্যক নাবিকদের দিয়েই কিন্তু এ সকল
দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে সদাশয়
বাংলাদেশ সরকারকে এই অতিরিক্ত চাপের বিষয়টি
গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

অতি সম্প্রতি দুর্গম এবং জনমানবশূন্য দ্বীপ
ভাসানচরে প্রায় এক লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে
পুনর্বাসিত করার জন্য আধুনিক সকল প্রকার
সুবিধাসহ একটি আবাসস্থল নির্মাণ করার সরকারি
সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন কাজটিও অকল্পনীয় দ্রুততম
সময়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত
সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। দেশি-বিদেশি
অনেক সাংবাদিক এবং উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তাগণ
ভাসানচর পরিদর্শন করে এসে বাংলাদেশ
নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে প্রতিকূল পরিবেশে নির্মিত
এই সকল আবাসস্থলের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ
যেন শান্তিকালীন যুদ্ধজয়। আমরা আশা করি,
আগামী দিনেও বাংলাদেশ নৌবাহিনী তার ওপর
অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ এবং সঠিকভাবেই পালন
করতে সক্ষম হবে। দেশের উন্নয়নে স্বাক্ষর রাখবে
এবং দেশ-মাতৃকার জন্য যেকোনো রকমের ত্যাগ
স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবে। অতীতের গৌরব
সঙ্গে নিয়ে ভবিষ্যতে আপন সৌরভ ছড়িয়ে
বাংলাদেশ নৌবাহিনী আপামর দেশবাসীর
আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এবং দেশ-মাতৃকার
সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে
সক্ষম হবে-প্রত্যাশা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় মানবতার নিদর্শনস্বরূপ
মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের জন্য ভাসানচর প্রকল্প
বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী





জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন দক্ষিণ সুদানে যোগ দিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সদস্যরা

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগ দিল বানৌজা সংগ্রাম

লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ‘সংগ্রাম’ পূর্বপরিকল্পনা ও পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ৯ আগস্ট লেবাননের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম নৌজেটি ত্যাগ করে। এ সময় চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাহাজটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানান। জাতিসংঘের আওতায় মাস্টিন্যাশনাল মেরিটাইম টাস্কফোর্সের অধীনে ভূমধ্যসাগরে ইউনাইটেড নেশনস ইন্টেরিম ফোর্স ইন লেবানন (ইউনিফিল) এ জাহাজটি বানৌজা বিজয়ের স্মরণার্থী যাত্রা করছে। বানৌজা বিজয় দীর্ঘ ২ বছর ৮ মাস সফলভাবে দায়িত্ব পালন শেষে বানৌজা সংগ্রামকে দায়িত্ব হস্তান্তর করে। নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজ সংগ্রামের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন ফয়সাল মোহাম্মদ আরিফুর রহমান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে সর্বমোট ১৫

জন কর্মকর্তা এবং ৯৫ জন নাবিক শান্তিরক্ষা মিশনে যোগ দিতে লেবাননের উদ্দেশ্যে গমন করে। বানৌজা বিজয়কে প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৮ জন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে বানৌজা সংগ্রামকে কমিশনিং করেন।

২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে আসছে। লেবাননের ভূখণ্ডে অবৈধ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে নৌবাহিনী জাহাজ। পাশাপাশি লেবাননের জলসীমায় মেরিটাইম ইন্টারডিকশন অপারেশন, সন্দেহজনক জাহাজ ও এয়ারক্রাফটের উপর গোয়েন্দা নজরদারি, দৃষ্টিনাক্ষ কবলিত জাহাজে উদ্ধার তৎপরতা এবং লেবানিজ নৌসদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সুদান গেলেন ১৩৪ জন নৌসদস্য

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন দক্ষিণ সুদানে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফোর্স মেরিন ইউনিট-৬ এ যোগদানের উদ্দেশ্যে ৬৭ জন নৌসদস্যের ২য় গ্রুপ ১৪ আগস্ট ঢাকা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে। এর আগে ২৫ জুলাই ১ম গ্রুপের ৬৭ জন নৌসদস্য ফোর্স মেরিন ইউনিট-৬ এ যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে। দক্ষিণ সুদানে নৌবাহিনীর একটি মেরিন ইউনিট, ইউনাইটেড নেশনস মিশন ইন সাউথ সুদান (আনমিস) এ ফোর্স মেরিন ইউনিট হিসেবে মোতায়েন রয়েছে। কন্টিনেন্টালি জাতিসংঘের নিত্যপ্রয়োজনীয় জ্বালানি, খাদ্যসামগ্রী, ওষুধ ও মানবিক সাহায্য বহনকারী বার্জসমূহের নিরাপদ চলাচলের নিশ্চয়তা বিধান, নৌপথের জলদস্যুতা পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও সকল গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে ফোর্স সদর দপ্তরকে অবহিতকরণ, অগ্নিনির্বাপণে স্থানীয় জনপদকে

সহায়তা, আহত সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিদের উদ্ধার ও ডুবুরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া স্থানীয় জনগণকে জরুরি চিকিৎসা প্রদানসহ মিশনে নিয়োজিত সেনা ও অসামরিক সদস্যদের প্রয়োজনীয় রসদ সামগ্রী দুর্গম স্থানে পরিবহন করাসহ জাতিসংঘের নির্দেশক্রমে যেকোনো কার্যক্রমে সহায়তা করে থাকে কন্টিনেন্টালি।

ব্যানএফএমইউ কন্টিনেন্টালি হোয়াইট নাইল নদীতে দীর্ঘ ৯৩৮ কিলোমিটার নদীপথে এখন পর্যন্ত সর্বমোট ৪৩টি অপারেশন লাইফ লাইন (ওএলএল) অভিযান অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অত্যন্ত সফলতার সাথে অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব পালন করে আসছে।

জুনিয়র স্টাফ কোর্সের সনদ বিতরণ

৮ আগস্ট বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে ৬০ তম বিএন জুনিয়র স্টাফ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোর্সে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার ও লে. পদবির মোট ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বিএন জুনিয়র স্টাফ কোর্স কর্মকর্তাদের অপারেশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন, লিডারশিপ অ্যান্ড কমান্ড এবং মেরিটাইম জ্ঞানসহ স্টাফ ডিউটিজ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান প্রদানে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। লে. কমান্ডার এম মুজাহিদুল ইসলাম, (এল), বিএন বেস্ট ইনডিভিজুয়াল রিসার্চ পেপারের জন্য ‘বেস্ট আইআরপি সার্টিফিকেট’ এবং

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন লেবাননে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজ ‘বানৌজা সংগ্রাম’





স্কোয়াড্রন ওয়ার্কআপ এ বানৌজা ওমর ফারুক ও আবু উবাইদাহ এ রাস (রিপ্লানিসমেন্ট অ্যাট সি) অনুশীলন

লে. কমান্ডার এম আফজালুল আলম, (এক্স), বিএন সেরা প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা হিসেবে 'নৌ প্রধান ট্রফি' লাভ করেন। অনুষ্ঠানে জেএসটিআই ও ঘাঁটির কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্কোয়াড্রন ওয়ার্কআপ

৮ ও ৯ আগস্ট কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়ার অধীন ফ্রিগেট বানৌজা ওমর ফারুক এবং বানৌজা আবু উবাইদাহ এর স্কোয়াড্রন ওয়ার্কআপ সম্পন্ন হয়েছে। ওয়ার্ক আপের অংশ হিসেবে লিড থ্রো ট্রানজিট, রাস, টোয়িং, ম্যান ওভার বোট, ম্যানুভারিং এক্সারসাইজ, ফ্ল্যাশিং এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়। কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া ওয়ার্কআপে উপস্থিত থেকে মহড়া পর্যবেক্ষণ করেন। নৌবাহিনীতে এ ধরনের মহড়া পেশাদারিত্বের বহিঃপ্রকাশ এবং নাবিকদের মনোবল বৃদ্ধি করে, যা যুদ্ধের সময় সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করার প্রেরণা জোগায়।

নেভাল একাডেমিতে পিএলটি অনুষ্ঠিত

৯ আগস্ট ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার (ডিইও) ২০২০/এ ব্যাচের পিএলটি বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে নানাবিধ অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের অনুশীলন করানো হয়। এর মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ এবং দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে দলনেতা নির্ধারণ করে সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্থায়ী বুদ্ধিভিত্তিক শক্তির

উন্মেষ ঘটানো অনুশীলন করা হয়। এ ছাড়া বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার নানা কৌশল সম্পর্কে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক সৌহার্দ বজায় রেখে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণার্থীদের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধনে পিএলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইনভেন্টরি অ্যান্ড ওয়ারহাউস ম্যানেজমেন্ট কর্মশালা

নৌখাঁটি সোলামে ২৮ আগস্ট সাপ্লাই অ্যান্ড সেক্রেটারিয়েট কোর্সের (স্যাক) প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ প্রথমবারের মতো 'ইনভেন্টরি অ্যান্ড ওয়ারহাউস ম্যানেজমেন্ট অব বাংলাদেশ নেভি' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করে। কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইনভেন্টরি অ্যান্ড ওয়ারহাউস ম্যানেজমেন্ট-সংক্রান্ত বিভিন্ন বাস্তবভিত্তিক বিষয়াদি উপস্থাপন করেন। এ সময় ঘাঁটির অধিনায়কসহ সকল প্রশিক্ষক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ১৭তম সাপ্লাই অ্যান্ড সেক্রেটারিয়েট কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো সোলামে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

হোস্টেজ রেসকিউ ও ট্রেনিং ফায়ারিং

জুলাই মাসে কমান্ডার সোয়াডস কমান্ডের অধীন বানৌজা নিভীকে নৌকমান্ডারের হোস্টেজ রেসকিউ এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভিআইপি, ভিভিআইপি প্রটেকশন ও

অপহরণকারীদের হাতে জিম্মি ব্যক্তিকে উদ্ধারের কৌশল অনুশীলনের জন্য হোস্টেজ রেসকিউ মহড়া পরিচালনা করা হয়। এক্সারসাইজ চলাকালীন নৌকমান্ডারের টেলিস্কোপ যন্ত্র দ্বারা রুমের ভিতরে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ অনুশীলন করে। এ সময় কমান্ডার সোয়াডস কমান্ড এক্সারসাইজে ব্যবহৃত ট্যাক টর্চ পর্যবেক্ষণ করেন। এ ছাড়া আগস্ট মাসে কমান্ডার সোয়াডস কমান্ডের অধীন স্কুল অব সোয়াডস অ্যান্ড সেন্টারের প্রশিক্ষণার্থী নৌকমান্ডারদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জেম সাসটেইনমেন্ট ট্রেনিং ফায়ারিং অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি ভাসানচর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সন্তান নিরাপত্তা হুমকি মোকাবিলায় নৌকমান্ডার বিভিন্ন সময়ে ভাসানচরে বিশেষ মহড়া পরিচালনা করে।

ডিভিশনাল অ্যান্ড লিডারশিপ কোর্সের সনদ বিতরণ

বানৌজা ইসা খানের জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে পেটি অফিসার ডিভিশনাল অ্যান্ড লিডারশিপ (পিওডিঅ্যান্ডএল) 'কিউ' ২০২০/চার্লি কোর্সের সনদপত্র বিতরণ ২৮ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ক্যাপ্টেন এম এম কে চৌধুরী, (এইচ-২), পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্স সম্পন্নকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। ১০ জন থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত ৮ সপ্তাহব্যাপী এ কোর্সে নৌবাহিনীর বিভিন্ন শাখার মোট ৬১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে কনফিডেন্স বিল্ডিং, হিন্দ্রি অব বাংলাদেশ, সার্ভিস অ্যান্ড

ডিভিশনাল ডিউটিজ (বেসিক), সার্ভিস নলেজ, লিডারশিপ-১, ইন্ট্রাকশনাল টেকনিক, ন্যাশনাল অ্যাফেয়ারসহ ১২টি বিষয়ের ওপর ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোর্সে সরকারি সংখ্যা ২০০৩০২০০ এম আহসান হাবিব, পিও (এস), ৭৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বিশেষ সমুদ্র মহড়া

৩১ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশেষ সমুদ্র মহড়া (এসএসইপি) অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহড়ায় বানৌজা স্বাধীনতা, প্রতায়, সমুদ্র অভিযান, নির্মূল, শাপলা, সুরভী, দুর্ধর্ষ, দুর্দণ্ড, নিশান ও বানৌজা দুর্গম অংশগ্রহণ করে। কমান্ডার বিএন ফ্রিট বানৌজা প্রতয়ে আরোহণ করে মহড়া প্রত্যক্ষ করেন। এসএসইপির কর্মসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মহড়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

বিএন ফ্রিট আন্তঃজাহাজ সিম্যানশিপ প্রতিযোগিতা

কমান্ডার বিএন ফ্রিটের অধীন জাহাজসমূহে নাবিকদের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ৪ থেকে ৬ আগস্ট সিম্যানশিপ, ক্ষুদ্রাশ্রয় খোলাজোড়া এবং এনবিসিডি কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে পাইপিং বিষয়ে সরকারি সংখ্যা ২০১৪০১৮৬ এম ইকরামুল ইসলাম, এবি, ড্যামেজ কন্ট্রোল এবং ফায়ার ফাইটিং বিষয়ে সরকারি সংখ্যা ২০১৩০২০৪ অশ্ব দাস, এমই-১, ক্ষুদ্রাশ্রয় খোলাজোড়ায় সরকারি সংখ্যা ২০১২০০৩২ এম মোতালেব হোসেন, এলএস (জিআই) ও

বানৌজা নিভীকে নৌকমান্ডারের হোস্টেজ রেসকিউ প্রশিক্ষণ



এনবিসিডি কুইজে সরকারি সংখ্যা ২০১৫১৩৭৬ সাজ্জাদ হোসেন, ইআরএ-৪ ১ম স্থান অধিকার করেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এয়ার গানার কোর্সের সনদ বিতরণ

১৭ সেপ্টেম্বর নেভাল এভিয়েশন হ্যাঙ্গারে এয়ার গানার প্রশিক্ষার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে অধিনায়ক ফ্লাইং উইং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত

থেকে কোর্স সম্পন্নকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১২ সপ্তাহব্যাপী এ কোর্সে নৌবাহিনীর গানারী (এফসি) শাখার মোট ৬ জন প্রশিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার (এটিসি), মেট্রোলজিক্যাল, ফাস্ট এইড, এয়ার ক্রাফট ফ্যামিলারাইজেশন, রেডিও ট্রান্সমিট (আরটি) সিস্টেম, গ্রাউন্ড ডিফেন্স ওরিয়েন্টেশন কোর্স (জিডিওসি), বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্রাস্ত্র ও হেলিকপ্টার হতে ভূমিতে ফায়ারিংয়ের

জন্য ব্যবহৃত এম২৪০বিজিপিএমজি বিষয়ের ওপর ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোর্সে সরকারি সংখ্যা ২০০১১০২৭৮ এম ডি আরিফুল হাসান, এলএস (এফসি-২) ৭২ দশমিক ৫৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে।

এনবিসিডি সিমুলেটর প্রশিক্ষণ

১ ও ২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির সেমিস্টার-২ (২০২০/এ) এর ৪৭ জন অফিসার ক্যাডেট (সেকশন

ভিত্তিক) এবং ৭ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ সেমিস্টার-৩ (২০১৯/বি) এর ৬১ জন অফিসার ক্যাডেট (সেকশন ভিত্তিক) বানোজা ঈসা খান এনবিসিডি সিমুলেটর পরিদর্শন করেন। এ সময় সিমুলেটরের কার্যক্রমের উপর ক্যাডেটদের তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রদান করা হয়। পরে ক্যাডেটদের অগ্নিনির্বাপণ ও ড্যামেজ কন্ট্রোলার উপর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ সময় প্রশিক্ষার্থীগণ সক্রিয়ভাবে অগ্নিনির্বাপণ ও ড্যামেজ কন্ট্রোল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

জাতিসংঘ মিশনে

অপারেশন লাইফলাইন

অপারেশন লাইফলাইনের প্রতিটি লেগে ব্যানএফএমইউ ইউএন এর রসদ এবং জ্বালানি সরবরাহকারী (ইএসকেও এবং টিআরআই স্টার) বার্জ কনভয়সমূহকে ৯৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নদী পথে সার্বক্ষণিক ফোর্স প্রটেকশন প্রদান করে আসছে। এ লক্ষ্যে ২২ জুন অপারেশন লাইফ লাইন ৪১ (লেগ-১) এর কনভয় ব্যানএফএমইউ মালাকাল ঘাঁটির আনমিস ল্যান্ডিং সাইট থেকে যাত্রা শুরু করে ৩ জুলাই মাঙ্গালা পোর্টে পৌঁছায়। ১৭ জুলাই কনভয় মাঙ্গালা পোর্ট হতে যাত্রা শুরু করে ২৪ জুলাই ব্যানএফএমইউ মালাকাল ঘাঁটির আনমিস ল্যান্ডিং সাইটে পৌঁছায়। এ ছাড়া ১৩ আগস্ট অপারেশন লাইফলাইন ৪২ (লেগ-২) এবং ১৬ সেপ্টেম্বর অপারেশন লাইফ লাইন ৪৩

(লেগ-১) এর কনভয় ব্যানএফএমইউ মালাকাল ঘাঁটির আনমিস ল্যান্ডিং সাইট থেকে যাত্রা শুরু করে দায়িত্ব পালন শেষে পুনরায় ব্যানএফএমইউতে ফিরে আসে।

রিভারাইন প্যাট্রোল

আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ব্যানএফএমইউ মালাকাল ৯টি রিভারাইন প্যাট্রোল পরিচালনা করে। প্যাট্রোলসমূহ ৮টি গন্তব্যে যাতায়াত করে এবং প্রতিটি প্যাট্রোলে ৩টি করে এলপিসি অংশগ্রহণ করে সর্বমোট ৪৫৩ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। এ সকল প্যাট্রোলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে আনমিসের (ইউনাইটেড ন্যাশন মিশন ইন সাউথ সুদান) উপস্থিতি, এলাকা পরিচিতি, স্থানীয় জনসাধারণের গতিবিধি ও নিরাপত্তা

পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, কেএলই (কী লিডারশিপ এনগেজমেন্ট) এবং ইউএন পিলার সংস্থাসমূহের যাতায়াত সুবিধা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া মাসিক প্যাট্রোল প্ল্যানের পাশাপাশি জুলাই মাসে ব্যানএফএমইউ মালাকাল ২টি বিশেষ রিভারাইন প্যাট্রোল পরিচালনা করে। বিশেষ রিভারাইন প্যাট্রোলে সেক্টর নর্থ কমান্ডার এবং সাউথ সুদানিজ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, আলেল ও তাউফিকিয়া এলাকায় গমন করেন। প্রতিটি রিভারাইন প্যাট্রোল চলাকালীন সময়ে নদী পথে ব্যানএফএমইউ মেরিন ফোর্স প্রটেকশন প্রদান করে।

ব্যানএফএমইউয়ের মেডেল প্যারেড

১২ আগস্ট বাংলাদেশ নেভি ফোর্স মেরিন ইউনিটের (ব্যানএফএমইউ) মেডেল প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। প্যারেডে ব্যানএফএমইউ-৫ এর কন্টিনজেন্ট কমান্ডার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্যারেড পরিদর্শন করেন এবং প্যারেডে অংশগ্রহণকারী সদস্যদেরকে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মেডেল পরিবেশন করেন।

সাউথ সুদান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ব্যানএফএমইউ পরিদর্শন

সাউথ সুদানের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ৫ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল গত ২৯ আগস্ট ও ২১ সেপ্টেম্বর ব্যানএফএমইউ-৬ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা ব্যানএফএমইউ-৬ এবং ব্যানইজিনিয়ারের কোয়ারেন্টাইনে থাকা কন্টিনজেন্ট সদস্যদের স্বাস্থ্য

পরীক্ষা করেন এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। এ ছাড়া ৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের প্রতিনিধি সীতা রাম ভট্ট ব্যানএফএমইউ মালাকাল ইউনিটে এইডসের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

বানোজা বিজয়ের ট্রান্সফার অব অথরিটি সেরিমনি

ইউনিফিল (ইউনাইটেড নেশন্স ইন্টেরিম ফোর্স ইন লেবানন) মিশনে নিয়োজিত ব্যানকন-১০ এ মোতায়েত বানোজা বিজয়ের প্রত্যাবর্তন এবং বানোজা সংগ্রাম মিশনে যোগদানের ফলে কমান্ড হস্তান্তর সেরিমনি ২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এমটিএফ (মেরিটাইম টাস্কফোর্স) কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল সার্জিও রেনাটো বার্না স্যালজিওরিনহো প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অধিনায়ক বানোজা সংগ্রামের নিকট ইউএন পতাকা হস্তান্তরের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কমান্ড হস্তান্তর করেন। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বানোজা সংগ্রামের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এফ এম আরিফুর রহমান ভূইয়া, (জি), পিপিএম, এফএফডব্লিউসি, পিএসসি বিএন জাতিসংঘের অধীনে বিশ্বের একমাত্র মেরিটাইম টাস্কফোর্সের অন্তর্গত কমান্ডার টাস্কফোর্স (সিটিজি) ৪৪৪.০১ এর দায়িত্বভার আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। এ সময় লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং ইউনিফিল এমটিএফ সদর দপ্তরের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন মালাকালে নৌসদস্যদের 'অপারেশন লাইফলাইন' এ অংশগ্রহণ





নৌবাহিনীর জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহে বাৎসরিক পরিদর্শন

জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহের বার্ষিক পরিদর্শন

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহের চলতি বছরের বার্ষিক পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষগণ বার্ষিক পরিদর্শন গ্রহণ করেন। এতে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ গার্ড ও ডিভিশন পরিদর্শন

করেন। ডিভিশন ও প্যারেডে অংশগ্রহণকারীদের কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের বিষয়টি বিবেচনা করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা হয়। পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাগণ ডিভিশনের মান, জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহের সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বিভিন্ন সরঞ্জামাদির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের মান পর্যবেক্ষণ এবং জাহাজের অপারেশনাল

কর্মকাণ্ড, প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ও নাবিকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। পরিদর্শন শেষে স্ব-স্ব জাহাজ ও ঘাঁটিতে জেনারেল অ্যাড্‌লেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও নাবিকদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

ড্রাফটিং কমান্ডার কর্তৃক

নৌঅঞ্চলসমূহে মতবিনিময় সভা

৮ অক্টোবর ২০২০ ড্রাফটিং অথরিটি ঢাকা নৌঅঞ্চলের বানোজা শেখ মুজিব ঘাঁটির বেলম্যান হ্যাঙ্গারে পারিবারিক বৃত্তান্ত অন্তর্ভুক্তি/সংশোধন নীতিমালা উপর মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। মতবিনিময় সভায় ঢাকা নৌঅঞ্চলের মনোনীত কর্মকর্তা, জেসিও'স, পিও'স ও নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় ড্রাফটিং অথরিটি বলেন, জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ জারির পর থেকে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক জেসিও, নাবিক এবং এমওডিসি (নৌ) সদস্যদের অবসর ভাতাদি অটোমেশন পদ্ধতিতে সরাসরি নিজস্ব ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে অবসর ভাতাদি পাওয়ার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মানিবন্ধন সনদপত্রের তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে ড্রাফটিং অথরিটি দপ্তরে রক্ষিত তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট নাবিক ও নাবিকের পরিবারের জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য একই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এপ্রেক্ষিতে তাদের স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানদের প্রকৃত নাম, জন্ম তারিখ ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি যথাযথভাবে চাকরির নথি বইতে এবং ড্রাফটিং অথরিটির কার্যালয়ে রক্ষিত ব্যক্তিগত নথিতে লিপিবদ্ধ হয়নি। এ সকল তথ্য হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে নীতিমালাটি জারি করা হয়। নীতিমালা অনুযায়ী নৌসদস্যগণ তাদের পারিবারিক জীবন



চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন

প্রাক্তন নৌবাহিনী প্রধান মোহাইমিনুল ইসলাম

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রাক্তন নৌপ্রধান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মোহাইমিনুল ইসলাম, (এসএম), এনসিসি, পিএসসি (অব.) ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্সলিদ্ধা ই ওয়া ইন্সলাইহি রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন কিডনিজনিত সমস্যায়া ভুগছিলেন। এর আগে ১ জুলাই করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি হন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বৎসর। তিনি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত নৌপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মৃত্যুতে নিকটাত্মীয়-স্বজনসহ নৌবাহিনীর সর্বস্তরের সদস্যগণ গভীর শোক প্রকাশ করেন। রিয়ার এডমিরাল এম মোহাইমিনুল ইসলাম পেশাগত জীবনে বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটির অধিনায়কসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিএন ফ্লিট, চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ড এবং নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এ ছাড়া তিনি নৌসদর দপ্তরে বিভিন্ন পরিদপ্তরের পরিচালক এবং সহকারী নৌপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ৪ জুন ১৯৯১ সালে নৌপ্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে ৩ জুন ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪ বছর সফলতার সাথে নৌপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মোহাইমিনুল ইসলাম ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তান নেভাল একাডেমিতে অফিসার ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন এবং ১ ডিসেম্বর ১৯৬৩ সালে তিনি কমিশন লাভ করেন। তিনি তুরস্ক ও ফ্রান্সে সাবমেরিনের উপর বিশেষায়িত কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল কমান্ড কলেজ হতে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন এবং থাইল্যান্ডের রাজা কর্তৃক 'নাইট গ্র্যান্ড ক্রস' উপাধিতে ভূষিত হন।



বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম প্যারেড গ্রাউন্ডে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল কর্তৃক করোনাকালীন গুরুত্বপূর্ণ কাজের অবদানস্বরূপ নৌসদস্যদের প্রশংসাপত্র প্রদান

বৃত্তান্ত সংশোধন করলে অবসরকালীন সময়ে পেনশন সংক্রান্ত সমস্যাদি নিরসন করা সম্ভবপর হবে। অতএব নৌসদস্যদের চাকরির নথি বইয়ের সাথে পারিবারিক বৃত্তান্ত ও সার্ভিসসংক্রান্ত ডকুমেন্টে কোনো অসঙ্গতি থাকলে তা দ্রুততার ভিত্তিতে সংশোধন করার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পরবর্তীতে উপস্থিত কর্মকর্তা, জেসিও'স, পিও'স ও নাবিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবের

উত্তর প্রদান করেন। এছাড়া একই নীতিমালার উপর ড্রাফটিং অথরিটি কর্তৃক চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাই নৌঅঞ্চলে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় স্ব-স্ব নৌঅঞ্চলের অধিনায়কগণ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাপুলেট ওয়্যারিং সেরিমনি

৫ জুলাই বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত সেমিস্টার-৬

(২০১৮/এ ব্যাচ), সেমিস্টার-৫ (২০১৮/বি ব্যাচ), সেমিস্টার-৪ (২০১৯/এ ব্যাচ), সেমিস্টার-৩ (২০১৯/বি ব্যাচ), সেমিস্টার-২ (২০২০/এ ব্যাচ) ব্যাচের প্রশিক্ষার্থীদের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট ডিক্লারেশন ও অ্যাপুলেট ওয়্যারিং সেরিমনি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিএনএ ট্রেনিং কমান্ডার সফলভাবে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষার্থী অফিসার ক্যাডেটদের অ্যাপুলেট পরিয়ে দেন। এ

সময় তিনি বিভিন্ন সেমিস্টারে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারী প্রশিক্ষার্থীদের ইনসিগনিয়া প্রদান করা হয়। অ্যাপুলেট ওয়্যারিং সেরিমনিতে নেভাল একাডেমির সকল কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশংসাপত্র প্রদান

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে মহামারি করোনাভাইরাসের এই দুঃসময়ে ত্রাণকার্য সূত্রে পরিচালনার জন্য ১২ জুলাই বানৌজা ঈসা খান ট্রেনিং কমপ্লেক্সে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। এ সময় সূত্রে ত্রাণ বিতরণের জন্য ঘাঁটির অধিনায়কসহ ১জন কর্মকর্তা, ৬জন জেসিও, ৭জন অন্যান্য পদবির নাবিক এবং বানৌজা ঈসা খান নাবিক বিনোদন কেন্দ্রের কার্য সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য ২জন অফিসার, ২জন জেসিও এবং ৫জন পিওকে প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। এ ছাড়া ৩০ জুলাই বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের নির্বাচিত বিএনএ'র কর্মকর্তা, জেসিও'স, পিও'স ও নাবিকদের তিনটি ক্যাটাগরিতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনের জন্য প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়।

উন্নয়ন পরিক্রমা

ডক্টরস স্কিনিং পয়েন্ট স্থাপন

নৌঘাঁটির অভ্যন্তরে করোনাভাইরাস সংক্রমণের বিস্তার রোধকল্পে এবং এ পরিস্থিতিতে নৌবাহিনীর চিকিৎসকদের সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে ডক্টরস স্কিনিং পয়েন্ট। কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ডের একটি গবেষণা দল সম্পূর্ণ স্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডক্টরস স্কিনিং পয়েন্ট নির্মাণ করেছে। এর মাধ্যমে চিকিৎসকরা নির্ভয়ে এবং নিরাপদে আগত রোগীদের নিরীক্ষা

করতে সক্ষম হবেন। ডক্টরস স্কিনিং পয়েন্ট এর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চেম্বারটিতে রয়েছে রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের কথাপকথনের ব্যবস্থা। এ ছাড়া রোগীর তাপমাত্রা মাপার জন্য রয়েছে ডিজিটাল থার্মোমিটার। এখানে চিকিৎসকের প্রয়োজনে স্টেথোস্কোপ ব্যবহার এবং গ্লাভসের মাধ্যমে নিরাপদে রোগীকে নিরীক্ষণ করার সুব্যবস্থাও রয়েছে। বর্তমানে কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ড ২টি ডক্টরস স্কিনিং পয়েন্ট নির্মাণ শেষে

বানৌজা পতেঙ্গা এবং করোনা সেন্টারে স্থাপন করেছে।

খুলনায় আরটি পিসিআর ল্যাব চালু

খুলনায় নৌবাহিনীর হাসপাতাল বানৌজা উপশমে কোভিড-১৯ শনাক্তকরণ 'আরটি পিসিআর ল্যাব' সংযোজিত হয়েছে। এই ল্যাবে কোভিড-১৯ এর উপসর্গ আছে এমন ব্যক্তির ন্যাসাল সোয়াব, থ্রোট সোয়াব (নাক ও গলার আর্দ্রতা), নমুনা পরীক্ষা

করা হয়। ৮ আগস্ট ল্যাবটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। পরবর্তী এক সপ্তাহে নৌবাহিনী পিসিআর ল্যাবটির কার্যকারিতা নিশ্চিত করে পরিপূর্ণভাবে চালু করে। এই ল্যাব খুলনা জেলায় স্থাপিত দ্বিতীয় পিসিআর ল্যাব যাতে দ্রুততম সময়ে নেভাল করোনাভাইরাস শনাক্ত করা যায়। জার্মানি থেকে আমদানীকৃত এই পিসিআর মেশিনে প্রতিদিন একসাথে ৩৪টি নমুনা পরীক্ষা করা যায়।



‘জয়তু শেখ হাসিনা’ আন্তর্জাতিক অনলাইন দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকারী পুরস্কার গ্রহণ করেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সূত্রত বিশ্বাস

আন্তর্জাতিক অনলাইন দাবা চ্যাম্পিয়ন নৌবাহিনী

বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২৪ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ‘জয়তু শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক অনলাইন দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্ট-২০২০’ অনুষ্ঠিত হয়। এতে

নৌবাহিনীর দাবার দল বাংলাদেশ ক্যাটাগরিতে ১ম, ২য়, ৩য়, ৮ম, ১১তম এবং ১৯তম স্থানসহ মোট ছয়টি পুরস্কার পাওয়ার গৌরব অর্জন করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সূত্রত বিশ্বাস ১ম স্থান, জাবেদ এলএসএ ২য় স্থান ও আবু সুফিয়ান ৩য় স্থান অর্জন করে। ২৭ সেপ্টেম্বর হোটেল লা

মেরিডিয়ানে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। টুর্নামেন্টে ৪৯ জন বাংলাদেশীসহ মোট ৭৪ জন দাবার অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে

নৌবাহিনীর ১২ জন খেলোয়াড় বাংলাদেশের পক্ষে অংশ নেয়।

আন্তঃবিভাগীয় ফুটবল ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা

১ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির প্রশিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আন্তঃবিভাগীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিএনএতে প্রশিক্ষণরত অফিসার ক্যাডেট, মিডশিপম্যান ও ডাইরেট্ট এন্ট্রি অফিসারগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে কোয়ার্টার ডেক ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। মিডশিপম্যান ওয়াসিক শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এ ছাড়া ৪ থেকে ৬ আগস্ট প্রশিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন সেমিস্টারের অফিসার ক্যাডেট ও মিডশিপম্যানগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে মেনটপ ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ ধরনের প্রতিযোগিতা প্রশিক্ষার্থীদের যৌক্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাচনিক উৎকর্ষ সাধনে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে। অনুষ্ঠানে কমান্ড্যান্ট বিএনএ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।



বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির প্রশিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আন্তঃবিভাগীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা



বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির সুইমিংপুলে আন্তঃবিভাগীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় বিজয়ী অফিসার ক্যাডেটগণ

ক্রসকান্দি ও সাঁতার প্রতিযোগিতা

২৫ জুলাই বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত অফিসার ক্যাডেট ও মিডশিপম্যান এবং ২৯ আগস্ট অফিসার ক্যাডেট, মিডশিপম্যান ও ডিইও-২০২০ বি ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে ক্রসকান্দি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর অফিসার ক্যাডেটদের অংশগ্রহণে আন্তঃবিভাগীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা একাডেমির সুইমিংপুলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় প্রশিক্ষণার্থী অফিসার ক্যাডেট, মিডশিপম্যান ও ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারগণ ফ্রিস্টাইল, বেক স্ট্রোক, ব্রেস্ট স্ট্রোক, বাটারফ্লাই, ফ্রিস্টাইলরিল ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে ফক্স'ল ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সমাপনী দিনে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

স্মল আর্মস স্ট্রিপিং প্রতিযোগিতা

২৩ আগস্ট বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের 'হল অব ফেইম' এ অফিসার ক্যাডেট ও মিডশিপম্যানদের আন্তঃবিভাগ স্মল আর্মস স্ট্রিপিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় প্রশিক্ষণার্থীগণ এস এ রাইফেল (সেমি

অটোমেটিক গান), সিএসএমজি (চায়না সাব মেশিন গান) ও পিস্তল বিভাগে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে কোয়ার্টার ডেক ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বিএনএ ট্রেনিং কমান্ডার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

জাতীয় শোক দিবস পালন

বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজসমূহে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে জাতীয় শোক দিবস। এ লক্ষ্যে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের দিকনির্দেশনায় প্রতিষ্ঠানের সভাকক্ষ থেকে অনলাইনে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানে কলেজ ও স্কুল শাখার অন্যান্য সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা ও কর্মচারী জুম অ্যাপসের মাধ্যমে এবং শিক্ষার্থীরা ফেসবুক লিংক এর মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত হন। দিবসের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে স্কুল ও কলেজের বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের বক্তব্য ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে জাতির পিতার বর্ণাঢ্য শৈশব, ছাত্রজীবন, রাজনৈতিক সংগ্রাম ও কারাবরণের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে। বক্তাগণ তাদের বক্তব্যে ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতা এবং রাষ্ট্রনায়ক

হিসেবে বঙ্গবন্ধুর বিশালতা, অসাধারণত্ব এবং দূরদর্শিতার বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। সমাপনী বক্তব্যে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষগণ কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জীবন ও দেশ গড়ায় ব্রতী হতে অনুপ্রাণিত করেন। আলোচনা শেষে দোয়া মাহফিলে ১৫ আগস্ট জাতির পিতা ও তার পরিবারের সদস্যসহ সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।

একাদশ শ্রেণির ভর্তি

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, শিক্ষাবোর্ড এবং নৌসদর দপ্তর হতে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র ও নির্দেশনার আলোকে সকল নৌঅঞ্চলের বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষা সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষা কারিকুলামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রম শেষ করা হয়েছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে নিয়মিত অনলাইনে সৃজনশীল শ্রেণি কার্যক্রম ও বহুনির্বাচনী পরীক্ষা চলমান রয়েছে।

নৌবাহিনীর বার্ষিক ক্রি়াত ও আজান প্রতিযোগিতা

খুলনা নৌবাহিনী ঘাঁটি বানোজা তিতুমীর মসজিদে বাংলাদেশ

নৌবাহিনীর বার্ষিক ক্রি়াত ও আজান প্রতিযোগিতা-২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। ৫ নভেম্বর তিন দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় অন্যান্যের মাঝে খুলনা নৌঅঞ্চলের পদস্থ কর্মকর্তা এবং সকল স্তরের নৌসদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটির মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করে। কমফ্লোট ওয়েস্ট দল রানার্স আপ এবং বিএন ডকইয়ার্ড দল সর্বোচ্চ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। প্রতিযোগিতার মধ্য থেকে ক্রি়াত প্রতিযোগিতায় বিএন ফ্লিট দলের এম ছিউল ইসলাম, এলএস ১ম স্থান অধিকার করে। অপরদিকে আজান প্রতিযোগিতায় বিএন ডকইয়ার্ড দলের এম সালাউদ্দিন, এইচএসজি-১ প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।

বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সে অফিসার ক্যাডেট ও মিডশিপম্যানদের স্মল আর্মস স্ট্রিপিং প্রতিযোগিতা





বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার উদ্যোগে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্টের সংবর্ধনা

১০ সেপ্টেম্বর বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার উদ্যোগে সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবালের সংবর্ধনা উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত রিয়ার এডমিরাল পদবির কর্মকর্তাগণ, বানৌপক সংঘ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা, বানৌপক সংঘ ঢাকা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত কমডোর পদবির কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার উদ্যোগে ২১ সেপ্টেম্বর নৌসদরের সাগরিকা হলে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কমডোর ও তদূর্ধ্ব পদবীর কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ, বানৌপক সংঘ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টাবৃন্দ, সংঘের ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সিজিএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ ও বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরে প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার সদস্যদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন।

বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্টের চট্টগ্রাম সফর

২৯ সেপ্টেম্বর বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট এবং বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবালের আগমন উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া একই দিন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শতবৃক্ষ বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার কার্যনির্বাহী সদস্যগণ এবং চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের মনোনীত কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া একই দিন বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম আশার আলো স্কুল পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি আশার আলো স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শনকালে আশার আলো স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, শিক্ষার্থীদের

বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়। পরে আশার আলো স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে কনফারেন্স রুমে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময়কালে তিনি আশার আলো স্কুলের সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং পাঠদানের বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত দেন।

বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মোংলা শিশু নিকেতন স্কুলের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

১২ অক্টোবর ২০২০ বানৌজা মোংলা শিশু নিকেতন স্কুলের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বাংলাদেশ নৌপরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট

নৌপরিবার শিশু নিকেতন মোংলা এর নবনির্মিত ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল





বিএন লেডিস ক্লাব খুলনা কর্তৃক বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্টকে সংবর্ধনা

বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। এ সময় তিনি স্কুল প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষরোপণ করেন। অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘ খুলনা শাখা সভাপতি ও অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তাগণের পত্নীগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীতে আশার আলো স্কুল খুলনা

পরিদর্শন করেন এবং বঙ্গবন্ধু স্মারক বিশেষ বৃক্ষরোপন অভিযানের অংশ হিসেবে একটি গাছের চারা রোপন করেন। এছাড়া বিএন লেডিস ক্লাব খুলনা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত 'এসো প্রাণের স্পন্দনে' শিরোনামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

চট্টগ্রামে বিএন লেডিস ক্লাবের উদ্যোগে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

২৯ সেপ্টেম্বর নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট এবং পৃষ্ঠপোষক বিএন লেডিস ক্লাব বেগম

মনিরা রওশন ইকবালের আগমন উপলক্ষে বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ বৃক্ষরোপণ অভিযানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রামের কার্য নির্বাহী সদস্যগণ ও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের মনোনীত কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় বিএন লেডিস ক্লাবের উদ্যোগে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা বিভাগ চিলড্রেন ক্লাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে অক্টোবর মাসব্যাপী আবৃত্তি, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। এ উপলক্ষে ২৭ অক্টোবর নৌসদরের সাগরিকা হলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত কমডোর ও তদূর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তা স্ত্রীগণ, বানৌপক সংঘ কেন্দ্রীয় কমিটির

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিএন লেডিস ক্লাবের উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগীদের মাঝে 'বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক' বই প্রদান করেন বেগম মনিরা রওশন ইকবাল





বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবালকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি উপহার দেন অধ্যক্ষ চট্টগ্রাম আশার আলো স্কুল

সম্মানিত উপদেষ্টাবৃন্দ, বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সিজিএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী চিলড্রেন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ এবং তাদের মাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক মূল্যবান বই প্রদান করেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করে জীবন গঠনের প্রতি আলোকপাত করেন।

খুলনায় বিএনএফডব্লিউএ এর উদ্যোগে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ খুলনা শাখা ও বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ মোংলায় ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর অনলাইনে রচনা, কবিতা, চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিএন স্কুল এবং শিশু নিকেতনের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। পরে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এ সময় বঙ্গবন্ধু স্মারক বিশেষ বৃক্ষরোপণ অভিযানের অংশ হিসেবে একটি গাছের চারা রোপণ করেন বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল।

বিএন লেডিস ক্লাব চেয়ারম্যানের দায়িত্ব হস্তান্তর

২৬ আগস্ট বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার হস্তান্তর এবং সাবেক চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার নবাগত চেয়ারম্যান বেগম লুথিয়া লোকমান এবং বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট এর আশার আলো স্কুল পরিদর্শন

২৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আশার আলো স্কুল পরিদর্শন করেন। এ সময় সংঘের প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা জানান বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান। পরিদর্শনকালে আশার আলো স্কুলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের তৈরি হস্তশিল্প সামগ্রী দেখেন। পরবর্তীতে আশার আলো স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাথে কনফারেন্স

রুমে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মানসম্মত পাঠদানের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্টকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আঁকা একটি ছবি উপহার দেন।

বিএন লেডিস ক্লাব খুলনা শাখার চেয়ারম্যানের বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

২২ অক্টোবর বিএন লেডিস ক্লাব খুলনা শাখার চেয়ারম্যান শারমিন এরশাদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ খুলনা শাখার চেয়ারম্যান তাকে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করেন। এ সময় বানৌপক সংঘ খুলনা ও বিএন লেডিস ক্লাব খুলনা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনলাইন চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখা অনলাইনে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত কর্মকর্তাদের সন্তানদের অংশগ্রহণে

বয়সভিত্তিক 'ক' ও 'খ' গ্রুপে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরে অংশগ্রহণকারী বিজয়ী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়া একই দিন চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাই উপশাখা বিএন লেডিস ক্লাবের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে অনলাইনে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

চট্টগ্রামে পুরস্কার এবং সেলাই সার্টিফিকেট বিতরণ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ স্কুলের উদ্যোগে অনলাইনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ১৩ আগস্ট চিত্রাঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ২৪ আগস্ট প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ এবং বিএনএফডব্লিউএ আয়োজিত হামুদ-নাত ও কিরাত, শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। একই সাথে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীদের সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম মেহজাবীন হক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে

বঙ্গবন্ধু স্মারক বিশেষ বৃক্ষরোপণ অভিযানে আশার আলো স্কুল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল





চিত্রাঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সনদপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। এ সময় বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, কোষাধ্যক্ষ, নৌপরিবার শিশু নিকেতন-১ ও ২ এর অধ্যক্ষদ্বয়, অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও প্রতিযোগীবৃন্দ এবং অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের উদ্যোগে সকল নৌঅঞ্চলে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী পালিত হয়। ঢাকা শাখায় এ উপলক্ষে ২ নভেম্বর নাবিক কলোনী নোঙর কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিএন লেডিস ক্লাব ও সিজিএফডব্লিউ এর সদস্যবৃন্দ, ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত কর্মডোর ও তদূর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তাদের পত্নীগণ এবং নাবিক পত্নীগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত ৫ নভেম্বর নৌসদরস্থ সাগরিকা হলে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার উদ্যোগে আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এছাড়া গত ২৯ অক্টোবর বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম অডিটোরিয়াম, নাবিক কলোনী-২ এ পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ধর্মীয় আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে বানৌপক সংঘ, বিএন লেডিস ক্লাব

চট্টগ্রামের কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পত্নীগণ এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাবিক পত্নীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বানৌপক সংঘ খুলনা শাখার উদ্যোগে বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনার শহীদ মোয়াজ্জম অডিটোরিয়ামে ২ নভেম্বর পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনীর উপর আলোচনা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বানৌপক সংঘ খুলনা শাখার চেয়ারম্যান এবং বিএন লেডিস ক্লাব খুলনা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ ও খুলনা নৌঅঞ্চলে কর্মরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাবিক পত্নী উপস্থিত ছিলেন।

শিশু নিকেতনে জাতীয় শোক দিবস পালন

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও মোংলা স্কুলে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে অনলাইনে কবিতা,

প্রবন্ধ, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীর উপর আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে স্ব-স্ব স্কুলের অধ্যক্ষগণ বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বানৌপক সংঘ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক বিএন লেডিস ক্লাব খুলনার সম্ভারিত ভবনের উদ্বোধন

২৭ জুলাই ২০২০ বানৌপক সংঘ প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল খুলনা নৌঅঞ্চল সফর করেন। এসময় বিএন লেডিস ক্লাব খুলনার সম্ভারিত ভবনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে নতুন ভবনের সাফল্য কামনায় দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে সংঘের প্রেসিডেন্ট খুলনা নৌঅঞ্চলে কর্মরত কর্মকর্তা পত্নীগণের সাথে শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় করেন।

বিএন লেডিস ক্লাব খুলনা আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কেক কাটছেন বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল





ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও জয়-পরাজয় নির্ধারণী লড়াই হিসেবে বিবেচনা করা হয় ১৯১৪ সালের ৮ ডিসেম্বর ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে সংঘটিত নৌযুদ্ধকে। দক্ষিণ আটলান্টিকের অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দুর্গম অঞ্চলে মুখোমুখি হয়েছিল মিত্রপক্ষের ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি এবং অক্ষপক্ষের প্রধান স্তম্ভ ইমপেরিয়াল জার্মান নেভি। ঠিক আগের মাসেই চিলিতে করোনেলের যুদ্ধে জার্মান নৌবাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়েছিল ব্রিটিশ অহংকার। আগের অন্তত এক শতাব্দীর মধ্যে সেটাই ছিল সে যুগের অপরাজেয় ব্রিটিশ নৌশক্তির শোচনীয়তম পরাজয়।

করোনেলে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে পোর্ট স্ট্যানলিতে অবস্থিত ব্রিটিশ কয়লা আহরণ কেন্দ্র এবং সাপ্লাই বেজে আক্রমণের পরিকল্পনায় নৌবহর নিয়ে পূর্ব ফকল্যান্ডের দিকে এগোচ্ছিলেন জার্মান এডমিরাল গ্রাফ ম্যাক্সিমিলিয়ান ভন স্পি। বহরে ছিল দুই আর্মার্ড ক্রুজার এসএমএস শার্নহোস্ত এবং নেইসেনো, তিন লাইট ক্রুজার এসএমএস ন্যুরেনবার্গ, ড্রেসডেন এবং লাইপজিগ, কোলিয়ার এসএস বাডেন, সান্তা ইসাবেল এবং সায়েডলিটজ। সামরিক স্থাপনা রক্ষার পাশাপাশি জার্মান ক্রুজার স্কোয়াড্রনকে ধ্বংস করে করোনেলের অপমানের শোধ তুলতে আকারে বহুগুণ বড় নেভাল ফ্লিট পাঠায় ব্রিটিশ সরকার। জার্মান বহর পৌঁছানোর আগের দিন পোর্ট স্ট্যানলিতে এসে ঘাঁটি গড়ে ব্রিটিশ ব্যাটলক্রুজার এইচএমএস ইনভিনসিবল এবং ইনফেব্রিসবল, আর্মার্ড ক্রুজার কারনারডন, কর্নওয়াল এবং কেন্ট, আর্মড মার্চেন্ট এইচএমএস মেসিডোনিয়া, লাইট ক্রুজার এইচএমএস ব্রিস্টল আর গ্লাসগো।

ব্রিটিশ ব্যাটলক্রুজারগুলো প্রতিটিতে বসানো ছিল ৮টি করে ৩০৫ এমএম কামান। কিন্তু জার্মান জাহাজের

সর্বোচ্চ ক্ষমতার অস্ত্র ছিল দুই আর্মার্ড ক্রুজারে থাকা ৮টি করে ২১০ এমএম অস্ত্র। দূরপাল্লায় বোমা বর্ষণে সীমাবদ্ধতা ছাড়াও আরো এক দিকে মার খেয়ে যান জার্মান এডমিরাল। ব্রিটিশ ব্যাটলক্রুজারগুলো যেখানে ঘন্টায় ২৫.৫ নট গতিতে ছুটে পারে, এডমিরাল স্পির সবচেয়ে ক্ষমতাধর জাহাজের গতি সেখানে ২২.৫ নট।

দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় ডিসেম্বরে ফকল্যান্ডের আকাশ সাধারণত কুয়াশা আর বাষ্পমেঘে আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে সেদিন আকাশ ছিল রৌদ্রকরোজ্জ্বল, মৃদুন্দ বাতাস বইছিল। ম্যাক্সিমাম ভিজিবিলিটি থাকায় ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে জার্মান ফ্লিটের দেখা পান এইচএমএস ইনভিনসিবলের কমান্ডার ব্রিটিশ এডমিরাল ডেভটন স্টারডি। প্রায় অচল, পরিত্যক্ত প্রি-ড্রেডনট ব্যাটলশিপ এইচএমএস ক্যানোপাস আগে থেকেই ব্রিটিশ ডিফেন্স ব্যাটারি হিসেবে সেখানে নোঙর করা ছিল। পাহাড়ের আড়ালে থাকায় তখনো অদেখা ক্যানোপাস থেকে প্রথম গোলার আঘাত পেয়েই জার্মানরা বুঝে যায় তারা ফাঁদে পা দিয়েছে। আত্মরক্ষার তাগিদে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে পূর্ণগতিতে পালাতে শুরু করে জার্মান ফ্লিট।

করোনেলের যুদ্ধের পর সমুদ্রে টানা অভিযানে ব্যস্ত, ক্লান্ত নৌসেনাদের কম গতিসম্পন্ন জাহাজের সাথে রি-সাপ্লাইড, রি-ইনফোর্সড, তরতাজা, দ্রুতগামী ব্রিটিশ নৌবহরের দূরত্ব ক্রমেই কমতে থাকে। বেলা দুইটা নাগাদ ফায়ারিং রেঞ্জে আসার পর টানা গোলাবর্ষণ শুরু করে ব্রিটিশ ফোর্স। পরাজয় এড়ানো অসম্ভব বুঝতে পেরে ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব কমিয়ে আনার চেষ্টা শুরু করেন এডমিরাল স্পি। কম গতির কিন্তু বৃহৎ আকারের দুই জাহাজ শার্নহোস্ত এবং নেইসেনোকে ঘুরিয়ে ব্রিটিশ জাহাজগুলোর সাথে মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসে জার্মান বাহিনী। পাল্টা গোলা বর্ষণ শুরু করে, যাতে এ সুযোগে অপেক্ষাকৃত হালকা তিনটি লাইট ক্রুজার নিয়ে বাকি নাবিকেরা প্রাণে বাঁচতে পারেন।

পরিকল্পনা ধরতে পেরে ছোট জার্মান জাহাজগুলোর পেছনে নিজেদের পাঁচ ক্রুজার লেলিয়ে দেন এডমিরাল স্টারডি। বড় দুই ব্যাটলক্রুজার নিয়ে দুই জার্মান আর্মার্ড ক্রুজারের মুখোমুখি হন তিনি নিজে। ব্রিটিশদের শক্তিমত্তা বেশি হলেও পরিকল্পনা করে বোমাবর্ষণে অতুলনীয় দক্ষতা দেখায় জার্মানরা। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। সন্ধ্যা মেলানোর আগে দুইটি জার্মান জাহাজই ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয় প্রতিশোধের নেশায় উন্মুক্ত ব্রিটিশ শক্তি। ইংরেজদের ১০ নাবিক নিহত, ১৯ আহত এবং কোনো জাহাজের ক্ষতি না হওয়ার পাশাপাশি জার্মান পক্ষে প্রাণ হারান অন্তত ১,৯০০ নাবিক, আহত অবস্থায় ধরা পড়েন ২১৫ জন, মোট ৬টি জাহাজ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পলায়নপর তিন জার্মান জাহাজের মধ্যে দুইটিকে সেদিনই ডুবিয়ে দেওয়া হয়, একটি পালাতে সক্ষম হয় অন্তত সেদিনের জন্য। কারণ তিন মাস পর চিলি উপকূলে লুকিয়ে থাকা জার্মান ক্রুজার ডেসডেনকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করে ব্রিটিশ নৌবাহিনী। এর মাধ্যমে সলিল সমাধি কিংবা বন্দিভূপ্রাপ্তি হয় করোনেলের যুদ্ধে অংশ নেওয়া জার্মানদের প্রতিটি জাহাজ এবং নাবিকের।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাঁক বদলে দেওয়া ফকল্যান্ড নৌযুদ্ধের প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। পশ্চিম রণাঙ্গনে তখন প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে ছিল মিত্রবাহিনী। পরে তুরস্কের গাল্লিপলিতেও চরম মার খাওয়ার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ নৌ অহংকারের প্রতীক হয়ে বিশ্বযুদ্ধের বাকি সময় জুড়ে বাহিনীর মনোবল বাড়িয়ে তুলেছিল ব্যাটল অব ফকল্যান্ড আইল্যান্ডস। এ যুদ্ধকে পুরনো আমলের নৌযুদ্ধের শেষ নিদর্শনও বলে থাকেন ইতিহাসবিদরা। দুই পক্ষে কেবল জাহাজ এবং নাবিক, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মধ্য দিয়ে নির্ধারণ হয়েছিল জয়-পরাজয়। কারণ কিছু দিন পর থেকেই নৌবাহিনীতে যোগ দেয় বোমারু বিমান, সাবমেরিন, আন্ডারওয়াটার মাইন ইত্যাদি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে পোর্ট স্ট্যানলির ৯৮ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পূর্বে আবিস্কৃত হয়েছে সমুদ্রের ৫,২৮০ ফুট গভীরে ডুবে থাকা জার্মান যুদ্ধজাহাজ শার্নহোস্তের ধ্বংসাবশেষ। শতবর্ষী ইতিহাস নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন আঙ্গিকের গবেষণা।



NOUPARIKROMA
a quarterly publication by
Bangladesh Navy